রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার

মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট

সিডনি শেলডন

রূপান্তর। অনীশ দাস অপু



আমেরিকার অন্যতম অভিজাত পরিবার স্ট্যানফোর্ড। তবে এর খ্যাতি ও গ্ল্যামারের পেছনে লুকিয়ে আছে ব্ল্যাক মেইলিং, ড্রাগস ও খুন।

বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী হ্যারি স্ট্যানফোর্ড কর্সিকায় ইয়ট-ডুবি হয়ে রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। তারপর গোটা বিশ্বজুড়ে ঘটতে শুরু করল নানা ঘটনা। বোস্টনে মৃত হ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এসেছে, ওখানে হাজির হয়ে গেল অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। নিজেকে দাবি করল হ্যারি স্ট্যানফোর্ডের মেয়ে বলে। বলল সে টাইকুনের অগাধ সম্পত্তির দাবিদার। এ মেয়ে কি সত্যি হ্যারির কন্যা নাকি নকল কেউ?

এ কাহিনী আবর্তিত হয়েছে ইটালির মনোহর রিভিয়েরা থেকে প্যারিস ও নিউইয়র্কের ফ্যাশন সেলুনে, বোস্টনের ব্যাক বে থেকে ফ্লোরিডার হোব সাউন্ডে। সকাল, দুপুর আর রাতের এ থ্রিলার উপন্যাস আপনাকে শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলবে।

ISBN 984 8740 29 5

রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার

মর্নিং নুন অ্যান্ড নাইট

মূল : সিডনি শেলডন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণে : অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

MORNING MOON & NIGHT a thriller By Sydney Seldon
Published By Afzal Hossan Anindya Prokash
6 Srish das Lane Dhaka-1100 Phone 712 44 03
First Published in February 2007
Price : Taka 200.00
US $ 6.00

ISBN : 984-8740-29-5

উৎসর্গ

ধ্রুব এষ
নিঃসন্দেহে আমার দেখা
সরল ও ভালোমানুষদের একজন

ভূমিকা

মরিকার অন্যতম অভিজাত পরিবার স্ট্যানফোর্ড। তবে এর খ্যাতি ও গ্ল্যামারের ।ছনে লুকিয়ে আছে ব্ল্যাকমেইলিং, ড্রাগস ও খুন।

বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী হ্যারি স্টানফোর্ড কর্সিকায় ইয়ট-ডুবি হয়ে রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। তারপর গোটা বিশ্বজুড়ে ঘটতে শুরু করল নানা ঘটনা। বোস্টনে মৃত হ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তার আত্মীয়স্বজনরা এসেছে, ওখানে হাজির হয়ে গেল অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। নিজেকে দাবি করল হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে বলে। বলল সে টাইকুনের অগাধ সম্পত্তির দাবিদার। এ মেয়ে কি সত্যি হ্যারির কন্যা নাকি নকল কেউ?

এ কাহিনী আবর্তিত হয়েছে ইটালির মনোহর রিভিয়েরা থেকে প্যারিস ও নিউইয়র্কের ফ্যাশন সেলুনে, বোস্টনের ব্যাক বে থেকে ফ্লোরিডার হোবসাউন্ডে। সকাল, দুপুর আর রাতের এ কাহিনী আপনাকে শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলবে।

অনীশ দাস অপু

দিমিত্রি জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের পেছনে যে ফেউ লেগেছে তা কি আপনি টের পেয়েছেন, মি. স্টানফোর্ড?'

'হ্যাঁ।' গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ওরা তাঁকে অনুসরণ করছে জানেন তিনি।

দুই পুরুষ এবং মহিলার পরনে ক্যাজুয়াল ড্রেস। গ্রীষ্মের সকালে হাজারও ট্যুরিস্টের ভিড়ে মিশে হাঁটছে তারা। তবে সেন্ট-পল-ডি-ভেন্সের মতো ছোট গাঁয়ে চোখ এড়িয়ে চলা বেশ কঠিন।

হ্যারি স্টানফোর্ডের চোখেই ওরা প্রথম ধরা পড়ে যায়। কারণ বড্ড বেশি ক্যাজুয়াল ছিল তারা। স্টানফোর্ডের দিকে না-তাকানোর চেষ্টা করতে গিয়েই ধরাটা খেয়েছে। উনি যেখানে গেছেন, ছায়ার মতো পিছু লেগে থেকেছে।

পিছু নেয়ার টার্গেট হিসেবে হ্যারি স্টানফোর্ড অত্যন্ত যুৎসই। তিনি ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, শাদা চুল ঢেকে রাখে শার্টের কলার, তাঁর চেহারায় রয়েছে দারুণ আভিজাত্য। স্টানফোর্ডের সঙ্গে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক কৃষ্ণকেশী, শাদা রঙের খাঁটি জার্মান শেফার্ড এবং দিমিত্রি কামিনস্কি। ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা বিশালদেহী বডিগার্ড। *কারও চোখ ফাঁকি দেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন।* ভাবলেন স্টানফোর্ড।

তিনি জানেন ওদেরকে কে এবং কেন পাঠিয়েছে। আসন্ন বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন স্টানফোর্ড। নিজের ইন্সটিংক্টের ওপর ভরসা করে চলছেন বহুদিন ধরে। ইন্সটিংক্ট এবং ইনটুইশনের জোরে তিনি আজ পৃথিবীর সেরা ধনবানদের একজন। ফোর্বস ম্যাগাজিনের মতে, স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের ধনসম্পদের পরিমাণ ছয় বিলিয়ন ডলার। তবে ফরচুন পত্রিকার মতে, এর পরিমাণ সাত বিলিয়ন ডলার। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ব্যারনস এবং দ্য ফিনানসিয়াল টাইমস হ্যারি স্টানফোর্ডের প্রোফাইল

করেছে, চেষ্টা করেছে তাঁর রহস্যময়তার ব্যাখ্যা দিতে, প্রশংসা করেছে তাঁর সময়ানুবর্তিতা এবং অসম্ভব সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, যার সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন দানব স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজেস।

সবাই এ-ব্যাপারে একমত—তাঁর শক্তির তুলনা হয় না। কাজে তাঁর কখনও ক্লান্তি নেই। তাঁর দর্শন সরল, একদিন কাজ না-করা মানে একটা দিন নষ্ট। তাঁর সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না তাঁর প্রতিযোগী, কর্মচারী কিংবা অন্য কেউ। তিনি যেন এক ফেনোমেনা, জীবনের চেয়েও বড়। নিজেকে ধার্মিক বলে দাবি করেন স্টানফোর্ড। বিশ্বাস করেন ঈশ্বরে এবং তাঁর ঈশ্বর তাঁকে ধনী ও সফল বানাতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তাঁর সকল প্রতিযোগীর ধ্বংস।

হ্যারি স্টানফোর্ড একজন পাবলিক ফিগার। প্রেস তাঁর সম্পর্কে সব খবরই রাখে। তবে হ্যারি স্টানফোর্ড যখন প্রাইভেট ফিগারে পরিণত হন, প্রেস তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। কাগজঅলারা তাঁর কারিশমা, অভিজাত জীবন-যাপন, তাঁর প্রাইভেট প্লেন ও ইয়ট, মরক্কোর হোম গ্রাউন্ড, লন্ডনের লংআইল্যান্ড, দক্ষিণ ফ্রান্স, বোস্টনের ব্যাক বে এবং রোজ হিলে তার কিংবদন্তির বাড়ি এবং এস্টেট সম্পর্কে লেখে। তবে প্রকৃত হ্যারি স্টানফোর্ড কুহেলিকাই থেকে যান।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

জবাব দেয়ার মতো মানসিক অবস্থা নেই স্টানফোর্ডের। আসন্ন বিপদে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ স্টানফোর্ড। কারণ ওরা তাঁর প্রাইভেসিতে হামলা করেছে। ওরা এখানে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাঁর গোপন স্বর্গে।

সেন্ট-পল-ডি-ভেন্স ছবির মতো সুন্দর মধ্যযুগীয় গ্রাম। আল্পস মেরিটাইমের মাথায় প্রাচীন জাদু যেন। গ্রামটি কাম এবং নিসের মাঝখানে। পাহাড়ি নিসর্গ, ফুল, লতাপাতা আর পাইনের অরণ্যে ঢাকা। গ্রামে রয়েছে চিত্রশিল্পীদের স্টুডিও, গ্যালারি এবং চমৎকার অ্যান্টিকের দোকান যা সারা বিশ্বের ট্যুরিস্টদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

হ্যারি স্টানফোর্ড তাঁর দলবল নিয়ে রু গ্রান্দে মোড় নিলেন।

মহিলার দিকে ঘুরলেন স্টানফোর্ড, 'সোফিয়া, জাদুঘর ভালো লাগে তোমার?'

'হ্যাঁ, কারো।' মেয়েটি তাঁকে খুশি করতে চায়। হ্যারি স্টানফোর্ডের মতো মানুষ কখনও দেখেনি সে। মেয়েটি ভাবত বিছানায় তার মতো খেলুড়ে কেউ নেই। কিন্তু স্টানফোর্ডের কাছে শয্যার কর্মকাণ্ডে সে শিশু। হ্যারি তাকে যা শিখিয়েছেন তা তার কল্পনাতেও ছিল না।

ওরা পাহাড়ের ওপর ফাউন্ডেশন ম্যাগট আর্ট মিউজিয়ামে এল। বোনার্ড, শাগালসহ সমসাময়িক আরও অনেক শিল্পীর চিত্রকর্ম ঘুরে ঘুরে দেখল। হ্যারি স্টানফোর্ড

দেখলেন তার সঙ্গিনী গ্যালারির অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে মাইরোর একটি ছবি।

স্টানফোর্ড তার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'খিদে লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। লা কলোম্বোবা ডি'ওরে লাঞ্চ করব আমরা।'

লা কলম্বো ডি'ওর স্টানফোর্ডের প্রিয় রেস্টুরেন্টগুলোর একটা। ষষ্ঠদশ শতকে নির্মিত একটি বাড়িকে হোটেল ও রেস্টুরেন্টে রূপান্তর ঘটানো হয়। স্টানফোর্ড ও সোফিয়া বাগানে সুইমিংপুলের পাশে একটা টেবিল দখল করলেন।

প্রিন্স, শাদা জার্মান শেফার্ড কান খাড়া করে বসে আছে স্টানফোর্ডের পায়ের কাছে। হ্যারি স্টানফোর্ডের ট্রেডমার্ক এ কুকুর। তিনি যেখানে যান, প্রিন্স সঙ্গে থাকবেই। শ্রুতি আছে, হ্যারির নির্দেশ পেলে যে-কারও গলার নলি ছিঁড়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না প্রিন্স। তবে এ গুজব সত্যি কিনা তা যাচাই করে দেখার সাহস হয়নি কারও।

দিমিত্রি হোটেল এন্ট্রান্সের কাছে একটি টেবিলে বসেছে। হোটেলে কারা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে তাদের প্রতি সতর্ক নজর তার।

সোফিয়ার দিকে ঘুরলেন স্টানফোর্ড। 'তোমার জন্য অর্ডার দেব, ডিয়ার?'

'প্লিজ।'

ভোজনরসিক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন স্টানফোর্ড। তিনি সবুজ সালাদ এবং ফ্রিকাসে ডি লট্রির অর্ডার দিলেন দুজনের জন্য।

মূল কোর্স পরিবেশন করার সময় হোটেল মালিক ডেনিয়েল রুক্সের পার্টনার স্ত্রী ফ্যাসোয়া রুক্স এল টেবিলে। হেসে বলল, 'বোঝু (শুভদিন)। কোনো সমস্যা নেই তো, মশিউ স্টানফোর্ড?'

'সবকিছু চমৎকার আছে, মাদাম রুক্স।'

অবশ্যই সবকিছু চমৎকার থাকবে। ওরা বামন একটা দানবকে ফেলে দিতে চাইছে। ওদেরকে হতাশ হতে হবে।

সোফিয়া বলল, 'আমি এখানে কখনও আসিনি। এত সুন্দর গ্রাম!'

স্টানফোর্ড মনোযোগ ফেরালেন সঙ্গিনীর প্রতি। দিমিত্রি গতকাল নিস থেকে এ মেয়েকে তুলে এনেছে।

'মি. স্টানফোর্ড, আপনার জন্য একজনকে নিয়ে এসেছি আমি।'

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করেছিলেন স্টানফোর্ড।

দাঁত বের করে হেসেছে দিমিত্রি। 'নাহ্।' মেয়েটিকে হোটেল নেগ্রেসকোর লবিতে দেখেছে সে। এগিয়ে গেছে তার কাছে।

'এক্সকিউজ মি, আপনি ইংরেজি জানেন?'

'হ্যাঁ', ইটালিয়ান টান মেয়েটির উচ্চারণে।

'আমি যে-মানুষটির সঙ্গে কাজ করি তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

ফুঁসে উঠেছে মেয়েটি। 'আমি সস্তা মেয়েমানুষ নই। আমি একজন অভিনেত্রী।' আসলে সে পুপি আভাতির ছবিতে এক্সট্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। আর গিউসেপ্পি টরানটোর ছবিতে দু'লাইনের সংলাপ ছিল তার।

'আমি চিনি না জানি না এমন কারও সঙ্গে ডিনার করতে যাব কেন?'

দিমিত্রি পকেট থেকে একশো ডলারের নোটের একটা তাড়া বের করেছিল। পাঁচটা নোট গুঁজে দিয়েছে মেয়েটির মুঠোয়।

'আমার বন্ধু অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন মানুষ। তিনি একটি ইয়টের মালিক এবং একা।' লক্ষ করেছে মেয়েটির চেহারা থেকে বিতৃষ্ণার ভাব মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কৌতূহল।

'সেক্ষেত্রে,' হেসেছে মেয়েটি, 'আপনার বন্ধুর ডিনারের আমন্ত্রণ গ্রহণে কোনো আপত্তি নেই আমার।'

'বেশ। তিনি খুশি হবেন।'

'কোথায় তিনি?'

'সেন্ট-পল-ডি ভেন্সে।'

দিমিত্রির পছন্দ আছে। মেয়েটি ইটালিয়ান। বয়স পঁচিশের কোঠায়। যৌনাবেদনময়, চেহারায় বেড়ালসুলভ একটা ভাব আছে। সুগঠিত বুক, সুঠাম ফিগার। মেয়েটিকে লক্ষ করতে করতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন হ্যারি স্টানফোর্ড।

'তুমি ভ্রমণ পছন্দ করো, সোফিয়া?'

'খুব।'

'বেশ। আমরা ঘুরতে যাব। একটু আসছি।'

সোফিয়া দেখল স্টানফোর্ড মেনস রুমের বাইরে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদে ঢুকলেন।

স্টানফোর্ড স্লটে একটি কয়েন ফেলে ডায়াল করলেন, 'মেরিন অপারেটর, প্লিজ।'

এক সেকেন্ড পর একটি কণ্ঠ বলল, 'C'est l'operatrice maritime.'

'আমি ইয়ট ব্লু স্কাই'র সঙ্গে কথা বলব। হুইস্কি ব্রাভো লিমা নাইন এইট জিরো...'

পাঁচ মিনিট স্থায়ী হল আলাপ, কথা শেষ করে নিস-এর বিমানবন্দরে ফোন করলেন স্টানফোর্ড। এবারের আলোচনা হল আরও সংক্ষিপ্ত।

কথা শেষ করলেন স্টানফোর্ড। তারপর দিমিত্রিকে কী যেন বললেন। সে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। সোফিয়ার কাছে ফিরে এলেন স্টানফোর্ড।

'তুমি রেডি?'

'জি।'

‘চলো হাঁটি।’ মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে তাঁর।

চমৎকার একটি দিন। গোলাপি মেঘে ঢাকা আকাশ। রাস্তায় রুপোলি আলোর বন্যা।

ওরা রু গ্রান্দেতে হাঁটছে, পার হয়ে এলেন দ্বাদশ শতকের গির্জা এগলিস। থামলেন চার্চের সামনে বুলেঙ্গারিতে। সদ্য উনুন থেকে নামানো রুটি কিনলেন। দোকান থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তিন অনুসরণকারীর একজন তখন গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। গির্জা দেখছে। দিমিত্রি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

হ্যারী স্টানফোর্ড সোফিয়ার হাতে রুটি তুলে দিলেন। ‘তুমি এটা নিয়ে বাড়ি যাও। আমি আসছি এখুনি।’

‘ঠিক আছে,’ হাসল মেয়েটি, নরম গলায় বলল, ‘জলদি, কারো।’

ওকে চলে যেতে দেখলেন স্টানফোর্ড। তারপর ফিরলেন দিমিত্রির দিকে।

‘কী দেখলে?’

‘মহিলা এবং একজন লোক লা কোল্লের রাস্তায় লো হামিউতে আছে।’ জায়গাটা চেনেন স্টানফোর্ড। সেন্ট-পল-ডি ভেন্সের এক মাইল পশ্চিমে, শাদা রঙের একটি খামারবাড়ি। ‘অপর জন?’

‘লো মাস ডি আর্তিগনিতে,’ লো মাস ডি আর্তিগনি সেন্ট-পল-ডি ভেন্সের দুই মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ের ওপরের ম্যানশন।

‘ওদেরকে নিয়ে কী করব, স্যার?’

‘কিছু করতে হবে না। আমি ওদেরকে সামলাব।’

হ্যারি স্টানফোর্ডের ভিলা রু ডি ক্যাসেস্টেতে, মেরির পাশে। এ এলাকার রাস্তাগুলো সরু, নুড়ি পাথর বিছানো, বহু পুরোনো বাড়িঘর। ভিলাটি পাথর এবং প্লাস্টার দিয়ে তৈরি পাঁচস্তরবিশিষ্ট একটি বাড়ি। দুই লেভেল নিচে মূলবাড়িতে রয়েছে একটি গ্যারেজ এবং প্রাচীন একটি গুহা, ওয়াইন সেলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেখানে আছে বেডরুম, অফিস, টাইলডরুফ টেরেস। গোটা বাড়ি ফরাসি অ্যান্টিক আর ফুল দিয়ে সাজানো।

ভিলায় ফিরে এলেন স্টানফোর্ড। সোফিয়া বেডরুমে। অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। নগ্ন।

‘এত দেরি করলে কেন?’ ফিসফিস করল সে।

জীবনধারণের তাগিদে সোফিয়া মাত্তিও সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি কলগার্ল হিসেবে কাজ করে। ক্লায়েন্টদের খুশি করতে রেতঃপাতের অভিনয় করে সে। তবে এই মানুষটির সঙ্গে ভান করার প্রয়োজন হলো না। ইনি ইনশেস্যাব্‌ল্। সোফিয়ার বারবার রতিস্খলন হল।

শেষবার মিলনের পরে, তৃপ্ত সোফিয়া স্টানফোর্ডকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি এখানে সারাজীবন থাকতে চাই, কারো।'

তোমাকে রাখতে পারলে তো ভালোই হত, গম্ভীর মুখে ভাবলেন স্টানফোর্ড।

গ্রামে প্রবেশমুখে প্লাজা দু জেনারেল-ডি-গল-এ লো কাফে ডি লা প্লেসে ডিনার করলেন ওঁরা। অত্যন্ত সুস্বাদু রান্না। খাওয়া শেষ করে ভিলার পথ ধরলেন দুজনে। আস্তে আস্তে হাঁটছেন, নিশ্চিত হলেন তাঁর পিছু ছাড়েনি ফেউ।

রাত একটার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা দেখল নিভে গেল ভিলার বাতি, একে একে। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল অবশেষে।

সকাল সাড়ে চারটায় বিছানা থেকে নেমে পড়লেন স্টানফোর্ড। গেস্ট বেডরুমে ঢুকলেন। এখানে ঘুমাচ্ছে সোফিয়া। আস্তে ঠেলা দিলেন তাকে।

'সোফিয়া...'

চোখ মেলে চাইল সোফিয়া। তাকাল তাঁর দিকে। মুখে আমন্ত্রণের হাসি। তবে পরক্ষণে ভাঁজ পড়ল কপালে। পুরো পোশাক পরে আছেন স্টানফোর্ড। বিছানায় উঠে বসল সোফিয়া। 'কোনো সমস্যা?'

'না, মাই ডিয়ার। সব ঠিক আছে। তুমি ঘুরতে যাবে বলেছিলে। চলো, একটু ঘুরে আসি।'

ঘুম পুরো টুটে গেছে সোফিয়ার, 'এত রাতে?'

'হ্যাঁ। এখনই তো মজা। সব আশ্চর্য নীরব থাকবে।'

'কিন্তু...'

'জলদি।'

মিনিট পনেরো বাদে হ্যারি স্টানফোর্ড, সোফিয়া দিমিত্রি এবং প্রিন্স পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেসমেন্টের গ্যারেজে। ওখানে বাদামি রঙের একটি রেনল্ট পার্ক করা। দিমিত্রি নিঃশব্দে খুলল গ্যারেজের দরজা। তাকাল রাস্তায়। স্টানফোর্ডের শাদা কর্নিশ গাড়িটা ছাড়া আর কিছু বা কেউ নেই। খালি রাস্তা। 'অল ক্লিয়ার', ঘোষণা করল সে।

স্টানফোর্ড ফিরলেন সোফিয়ার দিকে। 'আমরা এখন ছোট্ট একটি খেলা খেলব। তুমি আর আমি রেনল্টের পেছনে উঠে মেঝেতে শুয়ে থাকব।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল সোফিয়ার। 'কেন?'

'আমার কিছু ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের পিছু নিয়েছে,' জরুরি গলায় বললেন তিনি। 'বিশাল একটি অঙ্কের লাভ হবে আমার। ওরা জানতে চাইছে ব্যবসাটা কিসের। ওরা জানতে পারলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল সোফিয়া। আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি।

পাঁচ মিনিট পর গাঁয়ের রাস্তায় চলে এল ওরা। রাস্তার পাশে একটি বেঞ্চিতে

বসা এক লোক দেখল বাদামি রেনল্ট গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হুইলে বসা দিমিত্রি কামিনস্কি, পাশে প্রিন্স। লোকটা দ্রুত সেলুলার ফোন পকেট থেকে বের করে ডায়াল করতে লাগল।

'আমরা ঝামেলায় পড়তে পারি,' মহিলাকে বলল সে।

'কী ধরনের ঝামেলা?'

'একটা বাদামি রেনল্ট এইমাত্র চলে গেল গেটের বাইরে। দিমিত্রি কামিনস্কি গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে কুকুরটাকে দেখলাম।'

'স্টানফোর্ড গাড়িতে নেই?'

'না।'

'বিশ্বাস করলাম না। তাঁর বডিগার্ড রাতের বেলা কখনোই তাঁকে ছাড়া কোথাও যাবে না। আর কুকুরটাও।'

'তাঁর কর্নিশ এখনও ভিলার সামনে আছে?' হ্যারি স্টানফোর্ডকে অনুসরণ করার জন্য পাঠানো অপর লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'এটা কোনো ধাপ্পাবাজিও হতে পারে। এয়ারপোর্টে ফোন করো।'

কিছুক্ষণ পর টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলল তারা।

'মশিউ স্টানফোর্ডের প্লেন? উই (জ্বি) ঘণ্টাখানেক আগে ওটা ল্যান্ড করেছে। জ্বালানি ভরাও শেষ।'

পাঁচ মিনিট পর, সার্ভিলেন্স টিমের দুই সদস্য রওনা হয়ে গেল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে, তৃতীয়জন লক্ষ রাখল ভিলায়।

বাদামি রেনল্ট লা কোপ্লে-সুর-লুপ পার হওয়ার পর সিটে উঠে বসলেন স্টানফোর্ড। 'এখন তুমি উঠে বসতে পারো।' বললেন তিনি সোফিয়াকে। ফিরলেন দিমিত্রির দিকে। 'নিস এয়ারপোর্ট, জলদি।'

২

আধঘণ্টা পরে, নিস এয়ারপোর্টে একটি বোয়িং-৭২৭ টেকঅফের জন্য প্রস্তুত। টাওয়ারে ফ্লাইট কন্ট্রোলার বলল, 'ওরা আকাশে ওড়ার জন্য সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাইলট এ-পর্যন্ত তিনবার ক্লিয়ারেন্স চেয়েছে।'

'কার প্লেন ওটা?'

'হ্যারি স্টানফোর্ডের। সম্রাট নিজেই হাজির।'

'হয়তো আরেক বিলিয়ন ডলার কামানোর রাস্তায় আছেন তিনি।'

মনিটরে মনোযোগ দিল কন্ট্রোলার। একটি লিয়ারজেট টেকঅফ করছে। মাইক্রোফোন তুলে নিল সে। 'বোয়িং-এইট নাইন ফাইভ পাপা, দিস ইজ নিস ডিপারচার কন্ট্রোল। ইউ আর ক্লিয়ারড ফর টেকঅফ। ফাইভ লেফট। আফটার ডিপারচার, টার্ন রাইট টু আ হেডিং অব ওয়ান ফোর জিরো।'

হ্যারি স্টানফোর্ডের পাইলট এবং কো-পাইলট পরস্পরের দিকে স্বস্তির দৃষ্টি বিনিময় করল। মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে দিল। 'রজার। বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা ইজ ক্লিয়ারড ফর টেকঅফ। উইল টার্ন রাইট টু ওয়ান ফোর জিরো।'

একমুহূর্ত বাদে দৈত্যাকার প্লেনটা বজ্রের শব্দ তুলে রানওয়ে ছাড়ল, ছুরির মতো উঠে গেল ধূসর সকালের আকাশে।

কো-পাইলট আবার কথা বলল মাইক্রোফোনে। 'ডিপারচার বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা ইজ ক্লাইম্বিং আউট অব থ্রি থাউসেন্ড ফর ফ্লাইট লেভেল সেভেন জিরো।'

কো-পাইলট ঘুরল পাইলটের দিকে। 'ওয়াও! বুড়ো স্টানফোর্ড খুব টেনশন করছিল প্লেন কখন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবে, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাইলট। 'আমাদের এসব চিন্তা করে লাভ কী? আমাদের কাজ শুধু প্লেন চালানো। কী করছেন উনি?'

আসন ছাড়ল কো-পাইলট। ককপিটের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল কেবিনে। 'বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

গাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট টাওয়ারে ফোন করল ওরা।

'মি. স্টানফোর্ডের প্লেন...ওটা কি এখনও মাটিতে আছে?'

'না, মশিউ। চলে গেছে।'

'পাইলট ফ্লাইট প্ল্যান জানিয়েছে?'

'অবশ্যই, মশিউ।'

'কোথায়?'

'প্লেন জেএফকে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।' সে ঘুরল তার সঙ্গীর দিকে। 'কেনেডি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ওখানে আমাদের লোক আছে।'

বাদামি রেনল্ট মন্টিকার্লো থেকে বেরিয়ে আসার পর ইটালিয়ান সীমান্তের দিকে ছুটল। হ্যারি স্ট্যানফোর্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের আর কেউ পিছু নেয়ার সুযোগ আছে, দিমিত্রি?'

'না, স্যার। ওদেরকে আমরা খসিয়ে দিয়েছি।'

'গুড।' সিটে হেলান দিলেন স্ট্যানফোর্ড, রিল্যাক্স বোধ করছেন। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। ওর প্লেনে তাঁর খোঁজ করবে। পরিস্থিতি মনে-মনে বিশ্লেষণ করছেন স্ট্যানফোর্ড। প্রশ্ন হল : ওরা কী জেনেছে এবং কখন জানতে পেরেছে। ওরা শেয়াল হয়ে সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করছে, ভাবছে তাঁকে ফেলে দেবে। মনে-মনে হাসলেন স্ট্যানফোর্ড। ওরা তাঁকে আন্ডারএস্টিমেট করছে। যারা এরকম ভুল আগে করেছে এজন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি হ্যারি স্টানফোর্ড, প্রেসিডেন্ট এবং রাজাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিনি এতটাই শক্তিশালী এবং ধনী যে কমপক্ষে এক ডজন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তবুও...

৭২৭ মার্সেই'র আকাশে। পাইলট মাইক্রোফোনে কথা বলল, 'মার্সেই, বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা ইজ আউট উইথ ইউ, ক্লাইম্বিং আউট অব ফ্লাইট লেভেল ওয়ান নাইন জিরো ফর ফ্লাইট লেভেল টু থ্রি জিরো।'

'রজার।'

ভোর হওয়ার খানিক বাদে স্যান রেমোতে পৌঁছাল রেনল্ট। এ শহর ঘিরে কিছু সুখময় স্মৃতি রয়েছে হ্যারি স্টানফোর্ডের। তবে শহরটি দ্রুত বদলে গেছে। তার মনে আছে একটা সময় এটি ছিল একটি অভিজাত শহর। ছিল প্রথমশ্রেণীর হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ক্যাসিনো, যেখানে কালো টাই ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং যেখানে সন্ধ্যাবেলায় কেউ রাজা হত, কেউবা ফকির। এখন ট্যুরিস্টের ভিড়ে ভরে গেছে শহর। আজেবাজে জুয়াড়িরা আসে ক্যাসিনোতে।

ফরাসি-ইতালীয় সীমান্ত থেকে বারো মাইল দূরে জেটির দিকে এগোচ্ছে রেনল্ট। জেটিতে দুটি জাহাজ নোঙর করা মেরিনা পোর্তো সলো যাবে পুবে এবং পোর্তো কমুনাল যাবে পশ্চিমে। পোর্তো সোলোতে এক মেরিন অ্যাটেনডেন্ট যাত্রীদেরকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। পোর্তো কমুনালে কোনো অ্যাটেনডেন্ট নেই।

'কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি।

'পোর্তো কমুনাল,' বললেন স্টানফোর্ড। *যত কম লোক থাকে ততই ভালো।*

'জ্বি, স্যার।'

পাঁচ মিনিট পরে রেনল্ট ব্লু স্কাই'র পাশে থামল। একশো আশি ফুট লম্বা, সুঠাম শরীরের একটা ইয়ট। ক্যাপ্টেন ভাকারো এবং বারোজন ক্রু লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডেকে। ক্যাপ্টেন নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে দ্রুত নেমে এলেন গ্যাং প্লাঙ্কে।

'গুড মর্নিং, সিনর স্টানফোর্ড,' বললেন ক্যাপ্টেন ভাকারো। 'আমরা আপনার লাগেজ নিয়ে নিচ্ছি, আর...'

'কোনো লাগেজ নেই। ইয়ট ছাড়ুন।'

'জ্বি, স্যার।'

'এক মিনিট,' ক্রুদের দেখছেন স্টানফোর্ড। ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর।

'লাইনের শেষ মাথার লোকটাকে নতুন মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, স্যার। আমাদের কেবিন বয় কাপ্রিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই ওকে নিয়েছি। ও খুব—'

'ওকে নেমে যেতে বলুন,' হুকুম দিলেন স্টানফোর্ড।

বিস্মিত দেখাল ক্যাপ্টেনকে। 'নেমে...?'

'ওর পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় করুন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন ভাকারো। 'ঠিক আছে, স্যার।'

চারদিকে চোখ বুলালেন স্টানফোর্ড। অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছেন। বাতাসে বিপদের গন্ধ। তিনি আশপাশে অচেনা কোনো লোককে দেখতে চান না। ক্যাপ্টেন ভাকারো ও তার ক্রুরা বহুদিন তাঁর সঙ্গে আছে। তিনি ওদেরকে বিশ্বাস করেন। মেয়েটির দিকে তাকালেন। দিমিত্রি একে তুলে আনার পরে এখনতক কোনো বিপদ হয়নি। আর দিমিত্রি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। একাধিকবার সে স্টানফোর্ডের জীবন বাঁচিয়েছে। স্টানফোর্ড ফিরলেন দিমিত্রির দিকে। 'আমার কাছে কাছে থাকবে।'

'জ্বি, স্যার।'

স্টানফোর্ড সোফিয়ার হাত ধরলেন। 'চলো, জাহাজে উঠি, মাই ডিয়ার।'

দিমিত্রি কামিনস্কি দাঁড়িয়ে আছে ডেকে, দেখছে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রুরা। জেটির চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে। সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়ল না। এত সকালে জেটিতে লোক নেই বললেই চলে। ইয়টের বিশাল জেনারেটর জীবন ফিরে পাবার আনন্দে গর্জন তুলল। যাত্রা শুরু করল নৌযান।

ক্যাপ্টেন এলেন হ্যারি স্টানফোর্ডের কাছে। 'আমরা কোথায় যাব এখনও আপনি বলেননি, সিনর স্টানফোর্ড।'

'না, বলিনি,' একমুহূর্ত ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'পোর্তো ফিনো।'

'জ্বি, স্যার।'

'ভালো কথা। আমি চাই আপনি রেডিও সাইলেন্স কঠোরভাবে মেনে চলবেন।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাপ্টেনের। 'রেডিও সাইলেন্স? জ্বি, স্যার। তবে যদি...?'

হ্যারি স্টানফোর্ড বললেন, 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। যা বললাম তাই। আমি চাই না কেউ স্যাটেলাইট-ফোন ব্যবহার করুক।'

'ঠিক আছে, স্যার। আমরা কি পোর্তোফিনোতে বিরতি দেব?'

'আপনাকে আমি জানাব, ক্যাপ্টেন।'

হ্যারি স্টানফোর্ড সোফিয়াকে ইয়ট ঘুরিয়ে দেখালেন। এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় বিলাস। ইয়ট ঘুরিয়ে দেখিয়ে সুখ পান তিনি। অপূর্ব সুন্দর এক জলযান ব্লু-স্কাই। এতে রয়েছে লাক্সারি মাস্টার স্যুইট, সিটিং রুম এবং অফিসসহ। অফিসকক্ষটি বেশ প্রশস্ত। আরামদায়ক করে তুলতে এখানে রাখা হয়েছে কাউচ। বেশকিছু আরামকেদারা, একটি ডেস্ক। দেয়ালে প্রকাণ্ড একটি ইলেকট্রনিক মানচিত্র, তাতে ছোট একটি বোট ইয়টের বর্তমান অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে। মাস্টার স্যুইটের স্লাইডিং দরজা খুলে বারান্দার ডেকে যাওয়া যায়। সেখানে সাজানো রয়েছে লাউঞ্জ, একটি টেবিল এবং খানচারেক চেয়ার। সেগুনকাঠের একটি রেইলিংও রয়েছে। উজ্জ্বল, আলোকিত দিনে বারান্দায় বসে সকালের নাস্তা সারেন স্টানফোর্ড।

ইয়টে ছটি গেস্ট স্টেটরুম রয়েছে, প্রতিটিতে হাতে আঁকা সিল্ক প্যানেল, পিকচার উইন্ডো এবং জাকুজ্জিসহ বাথটাব। বড় লাইব্রেরিঘরটি কোয়াকাঠে তৈরি।

ডাইনিং রুমে একসঙ্গে ষোলজন অতিথি বসতে পারবেন। লোয়ার ডেকে রয়েছে সাজানো-গোছানো, স্বয়ংসম্পূর্ণ সেলুন। ইয়টে ওয়াইন সেলার এবং প্রেক্ষাগৃহও আছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য। হ্যারি স্টানফোর্ডের কাছে পর্নোছবির বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। নৌযানের সম্পূর্ণ সজ্জা এককথায় অনবদ্য। আর এর চিত্রকলাগুলো যে কোনো জাদুঘরের জন্য ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

'বেশিরভাগই তো দেখা হয়ে গেল,' ট্যুর শেষে সোফিয়াকে বললেন স্টানফোর্ড। 'বাকিটা কাল দেখাব।'

চমৎকৃত সোফিয়া। 'আমি জীবনেও এত সুন্দর জিনিস দেখিনি! এটা...এটা যেন একটা শহরের মতো।'

তার উৎসাহ লক্ষ করে হাসলেন স্টানফোর্ড। 'স্টুয়ার্ড তোমাকে তোমার কেবিন দেখিয়ে দেবে। আরাম করো। আমার কিছু কাজ আছে।'

হ্যারি স্টানফোর্ড নিজের অফিসে ফিরে এলেন। দেয়ালে ইলেকট্রনিক ম্যাপে দেখে নিলেন ইয়টের অবস্থান। ব্লু-স্কাই লিগুরিয়ান সাগরে পড়েছে, চলেছে উত্তর পুব অভিমুখে। *ওরা জানতে পারবে না আমি কোথায় গেছি,* ভাবলেন স্টানফোর্ড। *ওরা [illegible] কে-তে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। পোর্তোফিনোতে পৌঁছার পর সবকিছু*

নাগালের মধ্যে নিয়ে আসব আমি।

আকাশে, পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উঁচুতে, বোয়িং-৭২৭-এর পাইলট নতুন নির্দেশ পেল। 'বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা, ইউ আর ক্লিয়ারড ডাইরেক্টলি টু ডেল্টা ইন্ডিয়া নভেম্বর আপার রুট অ্যাজ ফাইলড।'

'রজার। বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা ইজ ক্লিয়ারড ডাইরেক্টলি ডিনার্ড আপার রুট ফর্টি অ্যাজ ফাইলড,' কো-পাইলটের দিকে মাথা ঘোরাল সে। 'অল ক্লিয়ার।'

আড়মোড়া ভাঙল পাইলট, সিধে হল, হেঁটে গেল ককরিট ডোরে। তাকাল কেবিনে।

'আমাদের প্যাসেঞ্জার কী করছে?' জিজ্ঞেস করল কো-পাইলট।

'মনে হচ্ছে তার খিদে পেয়েছে।'

৩

জেনোয়াকে ঘিরে ফরাসি-ইতালীয় সীমান্তে অর্ধবৃত্তাকার সৃষ্টি করেছে ইটালিয়ান রিভিয়েরার লিগুরিয়ান কোস্ট। জেনোয়া থেকে এ উপকূলের বিস্তৃতি ঘটেছে গালফ অব লা স্পেজিয়ায়। লম্বা ফিতের মতো অপূর্ব সুন্দর কোস্ট এবং ঝলমলে জলরেখা দখল করে রেখেছে পোর্তোফিনো, ও ভারনাজ্জার খানিক অংশ এবং এগুলোকে ছাড়িয়ে এলবা, সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা।

ব্লু স্কাই এগিয়ে আসছে পোর্তোফিনোর দিকে। দূর থেকেও অপূর্ব সুন্দর লাগছে পোর্তোফিনোকে। এর পাহাড় ঢেকে আছে জলপাই, পাইন, সাইপ্রেস আর পাম গাছে। ডেকে দাঁড়িয়ে ক্রমে কাছিয়ে আসা কোস্টলাইনের দিকে তাকিয়ে আছেন হ্যারি স্টানফোর্ড, সোফিয়া ও দিমিত্রি।

'আপনি কি পোর্তোফিনোয় প্রায়ই আসেন?'

'মাঝে মাঝে।'

'আপনার আসল বাড়ি কোথায়?'

খুব বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন। 'পোর্টোফোনিও তোমার ভালো লাগবে সোফিয়া। খুবই সুন্দর জায়গা।'

ক্যাপ্টেন ভাকারো এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। 'লাঞ্চ কি এখানেই করবেন, সিনর স্টানফোর্ড?'

'না। স্লেনডিডোতে করব।'

'বেশ। তাহলে কি লাঞ্চের পর নোঙর তুলব?'

'না। জায়গাটা একটু ঘুরে দেখব।'

ক্যাপ্টেন ভাকারো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন স্টানফোর্ডের দিকে। কখনও কখনও স্টানফোর্ডকে মনে হয় ভয়ানক ব্যস্ত, আবার কখনও পৃথিবীর সমস্ত সময় যেন তাঁর হাতে। আর রেডিও বন্ধ করার কারণ কী!

বাইরের জেটিতে নোঙর করল ব্লু-স্কাই। স্টানফোর্ড, সোফিয়া ও দিমিত্রি ইয়টের লাঞ্চ নিয়ে তীরে নামলেন। ক্ষুদ্র সমুদ্রবন্দরটি বেশ সুন্দর। নানা আকারের জাহাজ নোঙর করে আছে। নুড়ি-বিছানো সৈকতের ওপর ডজনখানেক ক্ষুদ্রাকৃতির মাছধরার নৌকা।

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন স্টানফোর্ড। 'আমরা পাহাড়ের ওপরে লাঞ্চ করব। ওখান থেকে চমৎকার ভিউ দেখা যায়।' ডকের ওপাশে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির

দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।'

'ঠিক আছে, কারো।'

সোফিয়া যাচ্ছে, তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করলেন স্টানফোর্ড। তারপর ঘুরলেন দিমিত্রির দিকে। 'আমি একটা ফোন করব।'

কিন্তু জাহাজ থেকে নয়, ভাবল দিমিত্রি।

ডকের ধারে একজোড়া ফোনবুদ। ওদিকে এগোলেন ওরা। দিমিত্রি দেখল একটা বুদে ঢুকে গেলেন স্টানফোর্ড, রিসিভার তুললেন, একটা কয়েন ফেললেন।

'অপারেটর, আমি জেনেভায় ইউনিয়ন ব্যাংক অভ সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

এক মহিলা এগিয়ে এল দ্বিতীয় ফোনবুদের দিকে। দিমিত্রি তার সামনে দাঁড়াল পথ আটকে।

'মাফ করবেন,' বলল মহিলা। 'আমি...'

'আমার একটা ফোন আসবে। সে অপেক্ষায় আছি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে দিমিত্রিকে দেখল মহিলা। 'ওহ্।' আশা নিয়ে তাকাল স্টানফোর্ডের বুদের দিকে।

'ওখানে গিয়ে লাভ নেই,' ঘোঁতঘোঁত করল দিমিত্রি। 'ওই ভদ্রলোক সহজে ফোন ছাড়বেন বলে মনে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল মহিলা।

'হ্যালো!'

দিমিত্রি দেখল স্টানফোর্ড মাউথপিসে কথা বলছেন।

'পিটার? আমাদের ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে।' বুদের দরজা বন্ধ করে দিলেন স্টানফোর্ড। খুব দ্রুত কথা বলছেন তিনি। শুনতে পেল না দিমিত্রি তাঁর কথা। কথা শেষ করে ফোন রেখে দিলেন স্টানফোর্ড, খুললেন দরজা।

'সব ঠিক আছে তো, মি. স্টানফোর্ড?' জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি।

'চলো, লাঞ্চ করব।'

পোর্তোফিনোর রাজমুকুট স্প্লেনডিডো, এ হোটেল থেকে নিচের উপকূলের দমবন্ধ করা দৃশ্য দেখা যায়। এখানকার খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এর মান বজায় রাখা হয়। হ্যারি স্টানফোর্ড সোফিয়াকে নিয়ে টেরেসে বসেছেন লাঞ্চ করতে।

'তোমার জন্য অর্ডার দিই?' জিজ্ঞেস করলেন স্টানফোর্ড। 'এখানে বিশেষ কিছু খাবার আছে। আমার মনে হয় তুমি উপভোগ করবে।'

'প্লিজ,' বলল সোফিয়া।

স্টানফোর্ড স্থানীয় পাস্তা ট্রেনটে আল পেস্তো, ভিল আর নোনতা ব্রেড

ফোকাসিয়ার অর্ডার দিলেন।

'সেইসঙ্গে স্ক্রাম এইটি-এইটও নিয়ে এসো,' তিনি ফিরলেন সোফিয়ার দিকে। 'এ পানীয় লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইন প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল পেয়েছে। আমি আঙুর বাগানটির মালিক।'

হাসল মেয়েটি। 'আপনি ভাগ্যবান।'

এর মধ্যে ভাগ্যের কোনো অবদান নেই। তবে সুন্দরী নারীদের মুখে প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন স্টানফোর্ড। এ তরুণীর বয়স তাঁর মেয়ের চেয়ে বেশি নয়। এ ব্যাপারটি তাঁকে উত্তেজিত করে তুলেছে বেশি।

লাঞ্চ শেষে সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন স্টানফোর্ড।

'চলো, ইয়টে যাই।'

'ওহ্, ইয়েস!'

হ্যারি স্টানফোর্ড বিছানায় অত্যন্ত দক্ষ এবং সংবেদনশীল। প্রচণ্ড অহংকারী বলেই কোনো মেয়েকে রতিসুখ দিতে পারলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, নিজে কতটা তৃপ্তি পেলেন সেটা তখন মুখ্য বিবেচ্য নয়। নারীর যৌনকাতর এলাকাগুলো কীভাবে উত্তেজিত করে তুলতে হয় খুব ভালো জানা আছে তাঁর। তিনি শারীরিক মিলনকে এমন যৌনাবেদনময় ছন্দের শীর্ষে নিয়ে যান যে তৃপ্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় নারী।

তাঁরা বিকেলটা স্টানফোর্ডের স্যুইটে কাটালেন। প্রেমপর্বের সমাপ্তির পরে ক্লান্তি গ্রাস করল সোফিয়াকে। হ্যারি স্টানফোর্ড পোশাক পরে ব্রিজে গেলেন ক্যাপ্টেন ভাকারোর সঙ্গে কথা বলতে।

'আপনি কি সার্ডিনিয়ায় যাবেন, সিনর স্টানফোর্ড?'

'আগে এলবায় যাত্রাবিরতি করুন।'

'ভেরি গুড, স্যার। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ,' বললেন স্টানফোর্ড। আবার শারীরিক খিদে চাগিয়ে উঠল তাঁর। তিনি সোফিয়ার ঘরে গেলেন।

ওইদিন বিকেলে ওঁরা এলবা পৌঁছলেন। নোঙর করলেন পোর্তোফেরাইওতে।

বোয়িং-৭২৭ উত্তর আমেরিকার আকাশ-সীমায় প্রবেশ করার পর পাইলট গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'নিউইয়র্ক সেন্টার, বোয়িং এইট নাইন ফাইভ পাপা ইজ উইথ ইউ, পাসিং ফ্লাইট লেভেল টু সিক্স জিরো ফর ফ্লাইট রেভেল টু ফোর জিরো।'

নিউইয়র্ক সেন্টার সাড়া দিল, 'রজার, ইউ আর ক্লিয়ারড টু ওয়ান টু থাউজেন্ড, ডাইরেক্ট জেএফকে। কল অ্যাপ্রোচ অন টু সেভেন পয়েন্ট ফোর।'

প্লেনের পেছন থেকে মৃদু গলায় একটা গর্জন ভেসে এল।

'ইজি, প্রিন্স। এই তো ভালো ছেলের মতো কাজ। এসো, সিটবেল্ট পরিয়ে

দিই।'

৭২৭ ল্যান্ড করল। বিমানের অবতরণের জন্য অপেক্ষা করছিল চারজন। নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে যাতে প্লেন থেকে নেমে আসা যাত্রীদের ওপর লক্ষ্য রাখা যায়। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। যাত্রী নামল মাত্র একজন। একটি শাদা জার্মান শেফার্ড।

পোর্তোফেরাইও এলবার মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা শপিং সেন্টার। রাস্তার দুধারে সারবাঁধা চমৎকার অভিজাত দোকানপাট। জেটির পেছনে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত কয়েকটি ভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে ষোড়শ শতকে ডিউক অব ফ্লোরেন্সের গড়া নগরদুর্গের নিচে।

হ্যারি স্টানফোর্ড এ দ্বীপে বহুবার এসেছেন। এখানে এলে নিজের বাড়ির মতো লাগে। এ দ্বীপেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে নির্বাসনের জন্য পাঠানো হয়।

'নেপোলিয়নের বাড়ি দেখতে যাব আমরা,' স্টানফোর্ড বললেন সোফিয়াকে। 'ওখানে দেখা করব তোমার সঙ্গে।' ঘুরলেন দিমিত্রির দিকে। 'ওকে ভিলা ডেই মুলিনিতে নিয়ে যাও।'

'জ্বি, স্যার।'

দিমিত্রি এবং সোফিয়া চলে গেল। ঘড়ি দেখলেন স্টানফোর্ড। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার প্লেন ইতিমধ্যে কেনেডি এয়ারপোর্টে অবতরণ করেছে। ওরা যখন টের পাবে প্লেনে নেই তিনি, আবার শুরু হয়ে যাবে ম্যান হন্ট। *আমাকে খুঁজে পেতে ওদের সময় লাগবে,* ভাবলেন স্টানফোর্ড। *ততক্ষণে সবকিছু ঠিক করে ফেলব।*

ডকের মাথায় একটি ফোনবুদে ঢুকলেন তিনি। 'লন্ডনের একটা লাইন চাই আমি,' বললেন অপারেটরকে।

'বার্কলে'র ব্যাংক, ওয়ান সেভেন ওয়ান...'

আধঘণ্টা বাদে সোফিয়াকে তুলে নিয়ে জেটিতে ফিরে এলেন স্টানফোর্ড।

'তুমি ইয়টে যাও,' বললেন তিনি মেয়েটিকে। 'আমার আরেকটা ফোন করা দরকার।'

সোফিয়া দেখল স্টানফোর্ড লম্বা লম্বা পা ফেলে জাহাজঘাটের লাগোয়া ফোন বুদের দিকে এগোলেন। ঢুকে পড়লেন ভেতরে। *উনি ইয়টের ফোন ব্যবহার করছেন না কেন?* অবাক হল সোফিয়া।

ফোনবুদে হ্যারি স্টানফোর্ড বলছিলেন, 'টোকিও সুনিতোমো ব্যাংক...'

মিনিট-পনেরো বাদে যখন তিনি ইয়টে ফিরলেন, রাগে লাল টকটক করছে চেহারা।

'আজ রাতটা কি এখানেই থাকবেন?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' ধমকে উঠলেন স্টানফোর্ড। 'না! সার্ডিনিয়ায় যাত্রা শুরু করুন। এক্ষুনি!'

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের অন্যতম সুন্দর জায়গা সার্ডিনিয়ার কোস্তা এসমেরেলদা। ছোট, ছিমছাম শহর পোর্তো কার্ভো বড়লোকদের জন্য স্বর্গ। এখানকার বেশিরভাগ ভিলা বানিয়েছেন আলী খান।

এখানে নোঙর করার পর স্টানফোর্ডের প্রথম কাজটা ছিল ফোন করা। তাঁর সঙ্গে গেল দিমিত্রি, দাঁড়িয়ে থাকল ফোনবুদের বাইরে।

'রোমের বাঙ্কা ডি. ইটালিয়ার সঙ্গে কথা বলব আমি...' বন্ধ হয়ে গেল ফোন বুদের দরজা।

প্রায় আধঘণ্টা চলল ফোনালাপ। বুদ থেকে গম্ভীর চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন স্টানফোর্ড। তাঁর কী হয়েছে বুঝতে পারল না দিমিত্রি।

সাগরসৈকতে, লিসিয়া ডি ভাক্কায় সোফিয়াকে নিয়ে লাঞ্চ করলেন স্টানফোর্ড। অর্ডার দিলেন। 'আমরা মাল্লো রেডাস দিয়ে শুরু করব,' গমের পিঠা। 'তারপর খাব পোরসেদ্দু।' মার্টল আর বে লিফ দিয়ে রান্না-করা শুয়োরের মাংস। 'ওয়াইন নেব ভার্নাসিয়া আর ডেসার্ট থাকবে সেবাদাস।' তাজা চিজে ভাজা ফল, তাতে লেবুর রস, মধু এবং চিনি মেশানো।

'বেনে, সিনর।' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ওয়েটার।

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন স্টানফোর্ড কথা বলার জন্য, ধক্ করে উঠল কলজে। রেস্টুরেন্টের প্রবেশমুখের কাছে একটা টেবিল দখল করেছে দুই লোক, লক্ষ করছে তাঁকে। এই গরমেও স্যুট গায়ে, ট্যুরিস্ট হওয়ার ভানও করছে না। ওরা কি সত্যি আমার পিছু নিয়েছে, নাকি স্রেফ অচেনা কেউ? এভাবে কল্পনার আশ্রয় নেয়া ঠিক হচ্ছে না আমার। ভাবলেন স্টানফোর্ড।

কথা বলছে সোফিয়া। 'আপনাকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিসের ব্যবসা করেন, আপনি?'

স্টানফোর্ড তাকালেন সোফিয়ার দিকে। একজন তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না এরকম কারও সঙ্গে ঘোরার মজা আছে। 'আমি অবসরপ্রাপ্ত,' বললেন তিনি। 'সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই। উপভোগ করি জীবন।'

'একা একা?' সহানুভূতি মেয়েটার কণ্ঠে। 'তাহলে তো আপনি খুব নিঃসঙ্গ?'

হাসি এলেও চেপে গেলেন স্টানফোর্ড। 'হ্যাঁ। আমি খুব নিঃসঙ্গ। এই যে তুমি আছ। এখন আর নিজেকে একা লাগছে না।'

স্টানফোর্ডের হাতের ওপর নিজের হাত রাখল সোফিয়া। 'আমিও, কারা।'

চোখের কোণ দিয়ে স্টানফোর্ড দেখলেন চলে গেছে লোকদুটো।

লাঞ্চ শেষে স্টানফোর্ড, সোফিয়া ও দিমিত্রি ফিরে এলেন শহরে।

স্টানফোর্ড ঢুকলেন ফোনবুদে। 'প্যারিসের ক্রেডিট লিয়নেসে লাইন দিন...'

তাঁকে দেখতে দেখতে সোফিয়া দিমিত্রিকে বলল, 'উনি খুব চমৎকার মানুষ, না?'

'ওনার মতো মানুষ হয় না।'

'আপনি কি অনেকদিন আছেন ওনার সঙ্গে?'

'দুবছর।' বলল দিমিত্রি।

'আপনি ভাগ্যবান।'

'জানি আমি।' দিমিত্রি ফোনবুথের সামনে গার্ড নিয়ে দাঁড়াল। শুনল স্টানফোর্ড বলছেন, 'রেনে? তুমি জানো আমি কেন ফোন করেছি... হ্যাঁ... হ্যাঁ... করবে?... বাহ্, চমৎকার!' স্বস্তি তাঁর কণ্ঠে। 'না... ওখানে নয়। কর্সিকায় চলে এসো... ওটাই ভালো হবে... আমাদের মিটিং শেষ হওয়ার পরে সোজা বাড়ি ফিরব... ধন্যবাদ, রেনে।'

রিসিভার রেখে দিলেন স্টানফোর্ড। দাঁড়িয়ে থাকলেন একমুহূর্ত, হাসছেন। তারপর বোস্টনের একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন।

একজন সেক্রেটারি সাড়া দিল, 'মি. ফিটজেরাল্ডের অফিস।'

'আমি হ্যারি স্টানফোর্ড। ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'ওহ্, মি. স্টানফোর্ড! আমি দুঃখিত, মি. ফিটজেরাল্ড ছুটিতে গেছেন। অন্য কেউ হলে...?'

'না। আমি আমেরিকায় ফিরছি। ওকে বলবে সোমবার সকালে বোস্টনের রোজহিল-এ যেন সকাল নটায় হাজির থাকে। আমার উইলের একটা কপি এবং একজন নোটারি নিয়ে আসতে বলবে।'

'আমি চেষ্টা করব—'

'চেষ্টা নয়। কাজটা তোমাকে করতে হবে, মাই ডিয়ার।'

রিসিভার রেখে দিলেন তিনি। মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ফোনবুদ থেকে বাইরে পা রাখলেন তিনি, শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'আমার একটু কাজ আছে, সোফিয়া। হোটেল পিতরিজ্জায় চলে যাও। ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'ঠিক আছে,' আহ্লাদি গলায় বলল সে, 'বেশি দেরি করবেন না যেন।'

'করব না।'

ওরা দুজন দেখলেন সোফিয়া চলে যাচ্ছে।

'ইয়টে চলো,' বললেন স্টানফোর্ড দিমিত্রিকে। 'আমরা এখনই এ-জায়গা ছাড়ব।'

অবাক-চোখে স্টানফোর্ডের দিকে তাকাল দিমিত্রি। 'কিন্তু উনি...?'

'ও নিজে নিজেই বাড়ি ফিরতে পারবে।'

ব্লু-স্কাইতে ফিরে এলেন স্টানফোর্ড। ক্যাপ্টেন ভাকারোকে বললেন, 'আমরা

কর্সিকায় যাচ্ছি। ইয়ট ছাড়ন।'

'এইমাত্র একটা ওয়েদার রিপোর্ট পেলাম, সিনর স্টানফোর্ড। শুনলাম ঝড় আসছে। অপেক্ষা করলে ভালো হত। ঝড় থেমে গেলে—'

'আমি এক্ষুনি যাত্রা করতে চাই, ক্যাপ্টেন।'

ইতস্তত করলেন ভাকারো। 'যাত্রাটা খুব কঠিন হবে, স্যার। দক্ষিণ-পুবের বাতাস। প্রচণ্ড ঢেউ উঠবে সাগরে।'

'ওসব গ্রাহ্য করি না,' কর্সিকার বৈঠক তাঁর সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে। তিনি দিমিত্রির দিকে ঘুরলেন।

'তুমি কর্সিকায় হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করো। আমরা নেপলসে যাব। ডক-এ ফোন করে এখনই বলে দাও।'

'জ্বি, স্যার।'

দিমিত্রি কামিনস্কি ফিরে গেল জাহাজঘাটায়, ঢুকল টেলিফোন বুদ-এ।

কুড়ি মিনিট পরে যাত্রা শুরু করল ব্লুস্কাই।

৪

তার আইডল ড্যান কোয়েল এবং সুযোগ পেলেই নামটা নিয়ে গর্ব করে সে।

তোমরা কোয়েল সম্পর্কে যাই বলো না কেন, গ্রাহ্য করি না আমি। উনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ যার প্রকৃত মূল্যবোধ রয়েছে। পরিবারকে তিনি সবচেয়ে প্রাধান্য দেন। পারিবারিক মূল্যবোধ না থাকলে এদেশের অবস্থা আরও খারাপ হতো। পোলাপানগুলো বিয়ে না করেই একসঙ্গে থাকছে, বাচ্চাকাচ্চাও পয়দা করছে। ব্যাপারটা খুবই পীড়াদায়ক। কোনো সন্দেহ নেই দেশে অপরাধের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলেছে। ড্যান কোয়েল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলে অবশ্যই আমার ভোট পাবেন। তবে এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার, ভাবে সে, 'বাজে একটা আইনের কারণে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত সে।

তার সঙ্গে আছে চার ছেলেমেয়ে : বিলি, বয়স আট, আর মেয়েরা হল—এমি, ক্ল্যারিসা এবং সুসান। বয়স যথাক্রমে দশ, বারো ও চোদ্দ। খুবই চমৎকার তার বাচ্চাগুলো। সে এদের সঙ্গে সময় কাটাতে সবচেয়ে ভালোবাসে। সে ওদের জন্য বারবিকিউর ব্যবস্থা করে, তাদের সঙ্গে খেলা করে, নিয়ে যায় ছবি দেখাতে এবং হোমওয়ার্কেও সাহায্য করে। প্রতিবেশীরা এজন্য তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে তার বাচ্চাদের বাইক এবং খেলনা মেরামত করে দেয়। পরিবারের সঙ্গে পিকনিক করার আমন্ত্রণ জানায়। তারা তাকে 'পাপা' বলে ডাকে।

শনিবারের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে সে চেয়ারে বসে বেসবল খেলা দেখছিল। ছবির মতো সুন্দর একটি দিন, উষ্ণ রোদ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। ব্যাট করছে বিলি, বেশ প্রফেশনাল একটি ভাব ধরেছে, লিটল লিজ ইউনিফর্মে ভারিক্কি লাগছে। পাপা'র তিন মেয়ে এবং স্ত্রী তার পাশে। এরচেয়ে চমৎকার কিছু হতে পারে না, ভাবে সে। *সবগুলো পরিবার কেন আমাদের মতো হতে পারে না?*

খেলা দেখতে মগ্ন, বেজে উঠল হাতের সেলুলার ফোন। চার বার বাজতে দিল রিং। শুধু একজন তার এ নম্বরটা জানে। *ছুটির দিনে বিরক্ত করা আমি মোটেই পছন্দ করি না সে জানে,* রাগ হল তার।

বিরক্ত হয়ে ফোনের অ্যান্টেনা টেনে দিল সে, একটা বোতাম চাপল, 'হ্যালো!'

অপরপ্রান্তের কণ্ঠ বেশ কিছুক্ষণ শান্তভঙ্গিতে কথা বলে গেল। শুনল পাপা, মাথা দোলাল মাঝে মাঝে। অবশেষে বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। দেখছি আমি

ব্যাপারটা।' ফোন রেখে দিল সে।

'সব ঠিক আছে তো, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রী।

'না। ঠিক নেই। ছুটির দিনেও ওরা আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চায়। অথচ কাল বারবিকিউ করব ভাবছিলাম।'

স্ত্রী তার হাত মুঠোয় নিয়ে মধুর গলায় বলল, 'ও নিয়ে ভেবো না তো। তোমার কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

আমার পরিবারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাবল সে। *ড্যান কোয়েল হলে ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিকই বুঝতে পারতেন।* তার হাত খুব চুলকাতে লাগল। সে চুলকাতে চুলকাতে ভাবল শীঘ্রি একজন চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করবে।

জন কটন স্থানীয় সুপার মার্কেটের সহকারী ব্যবস্থাপক। মোটাসোটা মানুষ, পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। সে লিটল লিগ টিমের ম্যানেজারি করতে রাজি হয়েছে কারণ তার ছেলে একজন বলপ্লেয়ার। তার দল বিলির কারণে হেরেছে।

বন্ধ হয়ে গেছে সুপার মার্কেট, জন কটন পার্কিং লটে দাঁড় করানো, নিজের গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে, হাতে একটা প্যাকেজ। এক আগন্তুক এগিয়ে এল তার দিকে।

'এক্সকিউজ মি, মি. কটন।'

'বলুন!'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।'

'না, দোকান নিয়ে নয়। আমি আসলে আমার ছেলের সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি। আপনি বিলিকে খেলার মাঝ থেকে বাদ দিয়েছেন বলে সে খুব আপসেট হয়ে আছে। আপনি নাকি বলেছেন ও আর খেলতে পারবে না।'

'বিলি আপনার ছেলে? ও খেলায় ছিল বলে আমার দুঃখই লাগছে। ও কোনোদিনই বলপ্লেয়ার হতে পারবে না।'

বিলির বাবা বলল, 'আপনি ঠিক বলছেন না, মি. কটন। আমি বিলিকে জানি। ও খুবই ভালো বলপ্লেয়ার। আপনি দেখবেন ও আগামী শনিবার যখন আবার খেলবে—'

'ও আগামী শনিবার খেলছে না। ও আউট।'

'কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু নয়। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাইছি না। অন্যকিছু বলার থাকলে বলুন...'

'জ্বি।' বিলির বাবা হাতের প্যাকেট খুলে একটা বেসবল ব্যাট বের করলেন। অনুনয় ফুটল কণ্ঠে, 'এ ব্যাটটি বিলির। দেখুন এটা ভেঙে গেছে। কাজেই বিনাদোষে ওকে শাস্তি দেয়া ঠিক হবে না—'

'দেখুন, মিস্টার। এসব ব্যাটফ্যাট আমাকে দেখাতে আসবেন না। আপনার ছেলে আউট।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিলির বাবা। অসন্তুষ্ট। 'আপনি কিছুতেই আপনার মত বদলাবেন না?'

'না।'

জন কটন তার গাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখেছে, বিলির বাবা ব্যাট ঘুরিয়ে মারল রিয়ার উইন্ডোতে। চুরচুর করে ভেঙে পড়ল কাচ।

কটন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। 'কী—কী করছেন আপনি!'

'শরীর গরম করে নিচ্ছি,' বলল পাপা। ব্যাট তুলে আবার ঘুরিয়ে মারল সে। এবার কটনের হাঁটুর মালাইচাকিতে।

আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল কটন, গড়াগড়ি খাচ্ছে ব্যথায়। 'উন্মাদ!' চিৎকার করল সে। 'বাঁচাও।'

বিলির বাবা উবু হয়ে বসল তার পাশে। নরম গলায় বলল, 'আরেকটা চিৎকার দিয়েছ কি তোমার বাকি মালাইচাকিটাও ভেঙে দেব।'

কটন তার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল, চোখে ভয়।

'আমার ছেলে যদি আগামী শনিবার খেলতে সুযোগ না পায়, আমি তোমার এবং তোমার ছেলেকে খুন করব। আমার কথা পরিষ্কার?'

কটন লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, অসহনীয় ব্যথার আর্তনাদ চেপে রাখছে বহু কষ্টে।

'গুড।' ঘড়ি দেখল পাপা। সিধে হল। বোস্টনে যাওয়ার প্লেন ধরার যথেষ্ট সময় আছে এখনও।

তার হাত আবার চুলকাতে শুরু করল।

রোববার। সকাল সাতটা। ভেস্টেড সুট পরনে, হাতে চামড়ার দামি ব্রিফকেস, সে ভেন্ডম পার হল, কপলি স্কোয়ার থেকে চলে এল স্টুয়ার্ট-স্ট্রিটে। পার্ক প্লাজা ক্যাসল থেকে আধা ব্লক দূরে, বোস্টন ট্রাস্ট বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ল। পা বাড়াল গার্ডের দিকে। প্রকাণ্ড এ ভবনে অনেক পরিবারের বাস, রিসেপশন ডেস্কের গার্ড এদের মাঝ থেকে তাকে চিনে রাখতে পারবে না।

'গুড মর্নিং,' বলল লোকটা।

'গুড মর্নিং, স্যার। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'এমনকি ঈশ্বরও আমার জন্য কিছু করতে পারবেন না। ওরা বলে রোববারে আমার নাকি কাজ ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় নেই।'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গার্ড। 'আপনার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি।' একটা লগবুক ঠেলে দিল সে।

'নাম লিখুন।'

নাম লিখল সে। এগিয়ে গেল সার-সার এলিভেটরের দিকে। যে অফিসে সে এসেছে ওটা পাঁচতলায়। এলিভেটরে চেপে সে ছয়তলায় উঠে এল। তারপর পাঁচতলায় নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। করিডর ধরে এগোল। একটি দরজায় লেখা RENQUIST, RENQUIST and FITGERALD, ATTORNFYS AT LAW। চারপাশে একবার চোখ বুলাল সে দেখতে করিডরে কেউ আছে কিনা। কেউ নেই দেখে ব্রিফকেস খুলল। ছোট একটি পিক এবং একটি টেনশন টুল বের করল। বন্ধ দরজা খুলতে তার মাত্র পাঁচ সেকেন্ড লাগল। ভেতরে ঢুকল সে, বন্ধ করে দিল দরজা।

রিসেপশন-রুম পুরোনো ফ্যাশনের আদলে সাজানো। বোস্টনের অন্যতম সেরা ল-ফার্মে এ সজ্জা বেশ মানিয়ে গেছে। লোকটি একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবল, তারপর অফিসের পেছনদিকে চলে এল। এটা ফাইলিং রুম। রেকর্ড রাখা হয়। এ-ঘরে বেশকিছু ইস্পাতের কেবিনেট। সে 'R—S' লেখা কেবিনেট খোলার চেষ্টা করল। বন্ধ।

ব্রিফকেস থেকে সে একটা ব্ল্যাঙ্ক চাবি, একটা উকো এবং একজোড়া প্লায়ার্স বের করল। চাবিটা ঢোকাল ছোট কেবিনেটের তালায়, ডানে বামে আস্তে আস্তে মোচড় দিতে লাগল। একটু পর চাবিটা বের করে নিল সে, দেখল চাবির গায়ে কালো দাগ পড়েছে। প্লায়ার্স দিয়ে চাবি চেপে ধরল সে, সাবধানে তুলে ফেলল কালো দাগ। আবার তালায় ঢোকাল চাবি, আগের কাজটাই করল। গুনগুন করে 'ফার অ্যাওয়ে প্লেসেস'-এর সুর ভাঁজছে সে। ভাবছে *আমার পরিবারকে ছুটি কাটাতে নিয়ে যাব। সত্যিকারের ছুটি। বাজি ধরে বলতে পারি বাচ্চারা হাওয়াই খুব পছন্দ করবে।*

খুলে এল কেবিনেট ড্রয়ার। মাত্র এক মিনিট লাগল প্রয়োজনীয় ফোল্ডারটি খুঁজে পেতে। ব্রিফকেস থেকে ছোট একটি পেনট্যাক্স ক্যামেরা বের করে কাজে লেগে গেল সে। দশ মিনিট পরে শেষ হয়ে গেল কাজ। ব্রিফকেস থেকে ক্লিনাক্সের বেশকিছু টুকরা বের করল, ওয়াটার কুলার খুলে ভিজিয়ে নিল ওগুলো। ফিরে এল ফাইলিং রুমে। মেঝের স্টিল সেভিংস মুছে নিল। বন্ধ করল ফাইলকেবিনেট। অফিসের সামনের দরজাও বন্ধ করল। তারপর ভবন ত্যাগ করল সে।

৫

সাগরে, সেদিন সন্ধ্যার পরে, ক্যাপ্টেন ভাকারো ঢুকলেন হ্যারি স্টানফোর্ডের স্টেটরুমে।

'সিনর স্টানফোর্ড...'

'বলুন।'

দেয়ালের ইলেকট্রনিক ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। 'বাতাসের মতিগতি ভালো না। ঝড় বোনিফাসিও প্রণালীতে ঢুকে পড়েছে। ঝড় না-থামা পর্যন্ত কোনো জেটিতে নোঙর করলে—'

বাধা দিলেন স্টানফোর্ড, 'এটি একটি ভালো জাহাজ। আর আপনি একজন ভালো ক্যাপ্টেন। আমি নিশ্চিত ব্যাপারটা আপনি সামাল দিতে পারবেন।'

ইতস্তত করলেন ক্যাপ্টেন ভাকারো। 'আপনি যা বলেন, সিনর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'অবশ্যই করবেন, ক্যাপ্টেন।'

স্যুইটে নিজের অফিসে বসে কৌশল নির্ধারণ করছেন হ্যারি স্টানফোর্ড। কর্সিকায় রেনের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, সবকিছু নিয়ে আসবেন নিজের আয়ত্তের মধ্যে। এরপর হেলিকপ্টার তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে নেপলসে। সেখান থেকে ভাড়া-করা প্লেনে চলে যাবেন বোস্টনে। *সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।* মনে মনে বললেন তিনি। *আমার শুধু আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দরকার। শুধু আটচল্লিশ ঘণ্টা।*

রাত দুটোর দিকে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। বাইরে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো গজরাচ্ছে বাতাস, ঢেউয়ের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ইয়ট। মোচড় খাচ্ছে। এর আগেও ঝড়ের কবলে পড়েছেন স্টানফোর্ড, তবে এবারের ঝড়টা খুবই মারাত্মক। ক্যাপ্টেন ভাকারো ঠিকই বলেছিলেন। বিছানা থেকে নামলেন হ্যারি স্টানফোর্ড, খাটের বাজু ধরে রক্ষা করলেন ভারসাম্য। পা বাড়ালেন ওয়াল ম্যাপের দিকে। জাহাজ এখনও স্ট্রেট অব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আজাসিওতে পৌঁছে যাব আমরা, ভাবলেন তিনি। *একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই।*

এরপর সেরাতে যা ঘটল তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রবল বাতাসে কাগজপত্র উড়ে

যাচ্ছিল। কয়েকটা উড়ে বারান্দায় চলে গেল। হ্যারি স্টানফোর্ড কাগজগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইয়টের প্রচণ্ড দুলুনিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন তিনি। ডিগবাজি খেলেন স্টানফোর্ড। দিমিত্রি দেখল তিনি সাগরে পড়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল সে।

'মি. স্টানফোর্ড পানিতে পড়ে গেছেন!'

৬

কর্সিকার চিফ ডি পুলিশ বা পুলিশপ্রধান কাপিতেন (ক্যাপ্টেন) ফ্রাসোয়াঁ দুরের মেজাজটা বিগড়ে রয়েছে। দ্বীপে গিজগিজ করছে নির্বোধ সামার-ট্যুরিস্টে যারা নিজেদের পাসপোর্ট, ওয়ালেট কিংবা বাচ্চাকাচ্চা কোনোকিছুই সামলে রাখতে জানে না। রু সার্জেন্ট ক্যাসালোংগার টু কুর্স নেপোলিয়ঁ'র ক্ষুদ্র পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সারাদিন বাঁধভাঙা বন্যার মতো নালিশ আর অভিযোগ আসছে।

'এক লোক আমার পার্স ছিনতাই করেছে...'

'আমার জাহাজ আমাকে ছাড়াই চলে গেছে। আমার স্ত্রী জাহাজে ছিল...'

'রাস্তা থেকে এ ঘড়িটি কিনেছি আমি। কিন্তু বিক্রেতা মস্ত ফক্কা দিয়েছে আমাকে। কারণ এর ভেতরে কিছুই নেই।'

'আমি এখানকার ওষুধের দোকানে গিয়েও দরকারি ওষুধটা পাইনি...'

সমস্যা আর সমস্যা। এর শেষ নেই। এর মধ্যে আবার একটা লাশ পাওয়া গেছে।

ক্যাপ্টেন তাঁর সহকারীকে ধমকের সুরে বললেন, 'আমার এতসব সমস্যা দেখার সময় নেই।'

'কিন্তু ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে,' সহকারী জানাল তাঁকে।

'ওদেরকে কী বলব?'

ক্যাপ্টেন দুরে তাঁর রক্ষিতার কাছে যাবেন। অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর বলতে ইচ্ছে করল, 'লাশটা অন্য কোনো দ্বীপে নিয়ে যাও।' কিন্তু ইচ্ছে করলেই তা বলা সম্ভব নয়। শত হলেও তিনি পুলিশপ্রধান।'

' বেশ,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে।'

একমুহূর্ত পরে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন ভাকারো ও দিমিত্রি কামিনস্কি।

'বলুন,' আন্তরিক গলায় বললেন ক্যাপ্টেন।

ওরা দুটো চেয়ারে বসলেন।

'ঠিক যা ঘটেছে তাই বলুন।'

ক্যাপ্টেন ভাকারো বললেন, 'আমি ঠিক জানি না কী ঘটেছে। আমি ঘটনা ঘটতে দেখিনি...' ফিরলেন দিমিত্রি কামিনস্কির দিকে। 'ও ঘটতে দেখেছে। ও বলতে পারবে।'

গভীর দম নিল দিমিত্রি। 'ঘটনাটা ভয়ংকর। আমি...আমি মানুষটার জন্য কাজ

করতাম।'

'কী ধরনের কাজ, মশিউ?'

'বডিগার্ড, ম্যাসেঞ্জার, শোফার। গতরাতে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে আমাদের ইয়ট। ভয়ংকর ঝড়। উনি আমাকে শরীর ম্যাসেজ করে দিতে বলেন। তারপর আমার কাছে ঘুমের বড়ি চেয়েছেন। বড়ি ছিল বাথরুমে। আমি ফিরে এসে দেখি উনি বারান্দায়, রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় ভয়ানক দুলছিল ইয়ট। ওনার হাতে কয়েকটা কাগজ ছিল। বাতাসে একটা কাগজ উড়ে যায়। উনি কাগজটা ধরতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেন ভারসাম্য এবং ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যান। আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওনাকে বাঁচাতে। কিন্তু পারিনি। তার আগেই সাগরে পড়ে যান তিনি। আমি চিৎকার করতে থাকি। ক্যাপ্টেন ভাকারো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থামিয়ে দেন। খুঁজে পাওয়া যায় তাঁকে। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমরা তাঁর লাশ পেয়েছি। ডুবে মারা গেছেন।'

'আমি খুব দুঃখিত,' বললেন পুলিশ চিফ। সহানুভূতি না-দেখানোর মতো অতটা নিষ্ঠুর তিনি নন।

ক্যাপ্টেন ভাকারো বললেন, 'বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় তাঁর লাশ ফিরে আসে ইয়টের কাছে। এ স্রেফ ভাগ্য। আমরা এখন লাশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইছি।'

'এতে কোনো সমস্যা হবে না,' বললেন দুরে। রক্ষিতার সঙ্গে একগ্লাস মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার মতো সময় এখনও তাঁর হাতে আছে। 'আমি এখুনি লাশের ডেথ সার্টিফিকেট এবং এক্সিট ভিসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,' একটা হলুদ প্যাড টেনে নিলেন। 'ভিক্টিমের নাম?'

'হ্যারি স্টানফোর্ড।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন দুরে। মুখ তুলে চাইলেন।

'হ্যারি স্টানফোর্ড?'

'জ্বি।'

'বিখ্যাত হ্যারি স্টানফোর্ড?'

'জ্বি।'

ক্যাপ্টেন দুরের ভবিষ্যৎ হঠাৎই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেবতারা তাঁর কোলে যেন মোহর ঢেলে দিয়েছেন। হ্যারি স্টানফোর্ড আন্তর্জাতিক কিংবদন্তি। তাঁর মৃত্যুর খবর সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করবে আর ক্যাপ্টেন দুরের হাতে রয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। প্রশ্ন হল এ থেকে তিনি নিজের জন্য কতটা স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন। দুরের নিজের আসনে বসে রইলেন। শূন্যে ফাঁকা দৃষ্টি। ভাবছেন।

'কত দ্রুত লাশ রিলিজ করতে পারবেন?' জানতে চাইলেন ভাকারো।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন দুরে। 'অহ্ ভালো প্রশ্ন করেছেন। প্রেসের এখানে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে? ইয়টের ক্যাপ্টেনকে কি বলব ইন্টারভ্যুতে অংশ

নিতে? না, তাকে কেন ক্রেডিটের ভাগ দিতে যাব? আমি একাই সামাল দেব সবকিছু। 'অনেক কাজ করতে হবে,' বললেন তিনি দুঃখিত স্বরে। 'কাগজপত্র তৈরি করা...' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'এক হপ্তা বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।'

আতঙ্কবোধ করলেন ক্যাপ্টেন ভাকারো। 'এক হপ্তারও বেশি? কিন্তু আপনিই না একটু আগে বললেন—'

'কিছু ফর্মালিটিজ তো পালন করতেই হবে,' বললেন দুরে। 'আর এসব কাজ তাড়াহুড়ো করে করা সম্ভব নয়।'

হলুদ প্যাড আবার তুলে নিলেন তিনি। 'মৃতের আত্মীয়স্বজন?'

ক্যাপ্টেন ভাকারো তাকালেন দিমিত্রির দিকে।

'বোস্টনে ওনার উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'কী নাম?'

'রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিটজেরাল্ড।'

৭

দরজায় RENQUIST, RENQUIST AND FITGERALD লেখা থাকলেও দুজন রেনকুইস্ট মারা গেছেন অনেক আগেই। বেঁচে আছেন শুধু সিমন ফিটজেরাল্ড। তাঁর বয়স ছিয়াত্তর, তিনিই অফিসের প্রাণ। তাঁর অধীনে ষাটজন আইনজীবী কাজ করেন। তিনি অসম্ভব রোগা একজন মানুষ, মাথা-বোঝাই সিংহের কেশরের মতো শাদা চুল, হাঁটেন সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মতো, মেরুদণ্ড খাড়া রেখে। এ মুহূর্তে পায়চারি করছেন তিনি, মন বিক্ষিপ্ত।

সেক্রেটারির ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'মি. স্টানফোর্ড কখন ফোন করেছিলেন? বলেননি কেন জরুরি ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'না, স্যার। শুধু বললেন তাঁর বাড়িতে সকাল নটায় আপনাকে তিনি দেখতে চান। সঙ্গে তাঁর উইল এবং একজন উকিল নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ। মি. স্লোনকে আসতে বলো।'

স্টিভ স্লোন অফিসের অন্যতম করিতকর্মা এবং সম্ভাবনাময় আইনজীবীদের একজন। সে চল্লিশবছর বয়সে হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। সে লম্বা এবং রোগা। চুলের রঙ সোনালি, আশ্চর্য গাঢ় নীল চোখ, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দেয়। ফার্মের সকল সমস্যার সমাধান সে একাই করে। সিমন ফিটজেরাল্ডের ইচ্ছে একদিন স্টিভের হাতে ফার্মের দায়িত্ব তুলে দেবেন। *আমার যদি ছেলে থাকত, ভাবলেন ফিটজেরাল্ড, স্টিভের মতো গড়ে তুলতাম ওকে।* স্টিভ ঘরে ঢুকল, দেখলেন তিনি।

'আপনার তো এখন নিউফাউন্ডল্যান্ডে মাছ ধরার কথা,' বলল স্টিভ।

'হঠাৎ একটা কাজ এসে গেল। বসো, স্টিভ। আমাদের একটা ঝামেলা হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ। 'এ আর নতুন কী!'

'হ্যারি স্টানফোর্ডের সমস্যা।'

হ্যারি স্টানফোর্ড ওদের অন্যতম সম্মানিত ক্লায়েন্ট। অন্যান্য আধাডজন ল ফার্ম স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজেসের সহ-প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা সমস্যার সমাধান করে। তবে রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিটজেরাল্ড শুধু একা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। ফিটজেরাল্ড ছাড়া ফার্মের অন্য কেউ হ্যারি স্টানফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি। অবশ্য সিমন ফিটজেরাল্ড নিজেই একজন কিংবদন্তি।

'স্টানফোর্ড এবার কী করেছেন?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

'মারা গেছেন।'

চমকে গেল স্টিভ। 'কী!'

'কর্সিকার ফরাসি পুলিশের কাছ থেকে মাত্র একটি ফ্যাক্স পেলাম। স্টানফোর্ড ইয়ট থেকে পড়ে গিয়ে গতকাল ডুবে মরেছেন।'

'মাই গড!'

'আমি জানি তাঁর সঙ্গে তোমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। তবে গত ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি তার সেবা করে আসছি। উনি খুব কঠিন মানুষ।' চেয়ারে হেলান দিলেন ফিটজেরাল্ড, ভাবছেন অতীত নিয়ে। 'আসলে দুটো হ্যারি স্টানফোর্ড ছিলেন—একজন পাবলিক স্টানফোর্ড যিনি টাকার গাছ তৈরি করতেন এবং প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে আনন্দ পেতেন। তিনি আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন তবে চোখের পলকে খোলস বদলে ফেলে গোখরোর মতো ছোবল দিতে জানতেন। দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর—তিনি একই সঙ্গে ছিলেন সাপুড়ে এবং সাপ।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'ত্রিশ বছর আগে—না, ঠিক একত্রিশ বছর আগে আমি এই ল ফার্মে যোগ দিই। তখন বুড়ো রেনকুইস্ট সামলাতেন স্টানফোর্ডকে। তুমি জানো লোকে 'জীবনের চেয়ে বড়' প্রবাদবাক্যটিকে কীভাবে ব্যবহার করে। হ্যারি স্টানফোর্ড ছিলেন সত্যিকারের জীবনের চেয়ে বড়। তিনি ছিলেন অতিকায় মূর্তির মতো। তাঁর ছিল শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। দুর্দান্ত একজন অ্যাথলেট ছিলেন। কলেজে বক্সিং করতেন, পোলোখেলায় অংশ নিতেন। কিন্তু তরুণবয়সেও এ মানুষটা ছিলেন অসম্ভব। তার মধ্যে আবেগ বলে কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ধর্ষকামী প্রকৃতির। শকুনের মতো প্রখর উপলব্ধিক্ষমতা ছিল তাঁর। প্রতিযোগীদের দেউলিয়া বানিয়ে অপার আনন্দ পেতেন। শোনা যায়, অনেকেই তাঁর কারণে আত্মহত্যা করেছে।

'মনে হচ্ছে লোকটা ছিলেন দানব বিশেষ।'

'এক অর্থে ঠিক তাই। তবে এই তিনিই আবার নিউগিনিতে একটি এতিমখানা খুলেছেন, বোম্বেতে তৈরি করেছেন হাসপাতাল, বিভিন্ন চ্যারিটিতে বেনামে লাখ লাখ ডলার দান করেছেন।'

'তিনি এত ধনী হলেন কী করে?'

'গ্রিক মিথলজি সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?'

'খুব কম।'

'ইডিপাসের গল্প জানো?'

মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। 'মাকে পাবার জন্য বাপকে হত্যা করেছিল সে।'

'ঠিক। হ্যারি স্টানফোর্ডও তাই। তবে তিনি বাপকে হত্যা করেন মা'র ভোট পাবার জন্য।'

হাঁ হয়ে গেল স্টিভ। 'কী!'

সামনে ঝুঁকে এলেন ফিটজেরাল্ড। 'ত্রিশের দশকের শুরুর দিকে হ্যারির বাবা বোস্টনে একটি মুদি-দোকান চালাতেন। খুব ভালো চলত ব্যবসা। তিনি আরেকটা দোকান খোলেন। কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি দোকান খুলে বসেন তিনি। হ্যারির কলেজে পড়াশোনা শেষ হলে তাঁর বাবা তাঁকে পার্টনার হিসেবে ঢুকিয়ে দেন ব্যবসায় এবং ডিরেক্টরদের বোর্ডে বসান। আগেই বলেছি হ্যারি ছিলেন খুব উচ্চাভিলাষী। বিরাট বিরাট স্বপ্ন দেখতেন তিনি। প্যাকিং হাউজ থেকে মাংস কেনার বদলে তিনি নিজের খামার থেকে মাংস সংগ্রহের স্বপ্ন দেখতেন। জমি কিনে শাকসবজি চাষ করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর বাবার এতে মত ছিল না। ফলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়।

'এরপর একদিন হ্যারি তাঁর বাবাকে বলেন তিনি সুপার মার্কেটের চেইন গড়ে তুলতে চান যেখানে অটোমোবাইল থেকে ফার্নিচার পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি করা হবে। থাকবে লাইফ ইনস্যুরেন্স, ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা এবং খদ্দেরদের কাছ থেকে মেম্বরশিপ ফি নেয়া হবে। হ্যারির বাবা ভেবেছিলেন তাঁর ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি হ্যারির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে হ্যারি তাঁর চলার পথে বাধা হয়ে থাকে এমন কিছু সহ্য করার পাত্র ছিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মুক্তি পেতে হবে বুড়োর কবল থেকে। বাপকে তিনি লম্বা ছুটি নেয়ার জন্য ধরে বসেন। বাপ ছুটিতে গেলে বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সঙ্গে খুশিমনে কাজে লেগে যান।

'হ্যারি ছিলেন প্রতিভাবান সেলসম্যান। এবং নিজের চিন্তাভাবনা বিক্রি করতে ছিলেন দক্ষ। তিনি বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টর তাঁর চাচা এবং খালাকে তার জন্য ভোট দিতে বলেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের স্বপ্ন দেখান। তাদেরকে নিয়ে তিনি লাঞ্চে যান, একজনকে নিয়ে শিকারে যান তো অপরজনের সঙ্গে গলফ খেলতেন। তিনি বোর্ডের এক সদস্যের স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় গিয়েছেন যাতে মহিলা তার স্বামীকে প্রভাবিত করে। তবে সবচেয়ে বড় স্টক ছিল হ্যারির মা'র নামে এবং তাঁর ভোটই ছিল চূড়ান্ত। হ্যারি মাকে ধরে বসেন তাঁর বাবার বিরুদ্ধে তাঁকে ভোট দেয়ার জন্য।'

'অবিশ্বাস্য!'

'হ্যারির বাবা ফিরে এসে শোনেন তার পরিবার ভোট দিয়ে তাঁকে কোম্পানি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'মাই গড!'

'আরও আছে। হ্যারি এটুকুতেই কেবল সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর বাবা নিজের অফিসে ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারেননি। তাঁকে ভবন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। হ্যারির বয়স তখন মাত্র ত্রিশ। কোম্পানিতে তাঁর একটা নাম ছিল—আইসম্যান বা বরফমানব। হ্যারি একার চেষ্টায় গড়ে তোলেন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাইভেট কোম্পানি স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ। কোম্পানির বিস্তৃতি ঘটান তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে—টিম্বার, কেমিকেল, কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স এবং রিয়েল এস্টেটে। এবং সকল

স্টক তিনি নিজের অধীনে নিয়ে আসেন।'

'অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন তিনি,' বলল স্টিভ।

'তা ছিলেন। পুরুষ এবং নারী উভয়ের কাছেই।'

'তিনি বিয়ে করেননি?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইরেন সিমন ফিটজেরাল্ড। ভাবছেন। তারপর বললেন, 'হ্যারি স্টানফোর্ড অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এমিলি টেম্পল। অমন সুন্দরী দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। তাঁদের তিনটি সন্তান ছিল। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। এমিলির জন্ম ফ্লোরিডার হোব সাউন্ডে এক মধ্যবিত্ত, রক্ষণশীল পরিবারে। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার জন্য এমিলি বাড়িতে একজন গভর্নেস রেখে দেন। রোজমেরি নেলসন। তরুণী এবং আকর্ষণীয়া। হ্যারি স্টানফোর্ড তাকে তাঁর সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হন। খুব রাগ উঠে যায় স্টানফোর্ডের। প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত নন তিনি। তবে হ্যারি যখন কোনো মেয়েকে পটাতে চান, সে আকর্ষণ রোধ করে কার সাধ্য। তিনি ঠিকই রোজমেরিকে বিছানায় তোলেন। গর্ভবতী হয়ে পড়ে গভর্নেস এবং ডাক্তারের কাছে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তার শ্যালক ছিল কলাম-লেখক। সে পুরো গল্পটা ছেপে দেয় পত্রিকায়। বিশ্রি স্ক্যান্ডাল তৈরি হয়। বোস্টন শহরকে তুমি চেনো। সবগুলো পত্রিকায় ছাপা হয় খবরটা। দু-একটা পত্রিকার ক্লিপিংস এখনও আছে আমার কাছে।'

'মেয়েটি গর্ভপাত ঘটায়নি?'

মাথা নাড়লেন ফিটজেরাল্ড। 'না'। হ্যারি চেয়েছিলেন গর্ভপাত করতে কিন্তু রাজি হয়নি মেয়েটি। এ নিয়ে দুজনে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। হ্যারি মেয়েটিকে বলেন তিনি তাকে ভালোবাসেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। অবশ্য এরকম কথা তিনি বহু মেয়েকে বলেছেন। কিন্তু এমিলি তাদের কথা শুনে ফেলেন এবং ওই রাতেই আত্মহত্যা করেন।'

'ইশ্! আর গভর্নেসের কী হলো?'

'অদৃশ্য হয়ে যায় রোজমেরি নেলসন। আমরা শুনেছি সে মিলাউইকি সেন্ট জোসেফ'স হাসপাতালে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। নাম জুলিয়া। চিঠিও লিখেছিল স্টানফোর্ডকে। কিন্তু স্টানফোর্ড চিঠির জবাব দেননি। ওইসময় নতুন আরেকজনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তিনি। রোজমেরির প্রতি তাঁর আর কোনো আগ্রহ ছিল না।'

'চমৎকার...'

'আসল ট্রাজেডি ঘটে এরপর। বাচ্চারা তাদের মায়ের আত্মহননের জন্য দায়ী করে বাপকে। তখন তাদের বয়স যথাক্রমে দশ, বারো এবং চোদ্দ। মা-হারানোর বেদনা খুব সাংঘাতিকভাবে অনুভব করছিল তারা। তবে বাবার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো বয়স ছিল না। বাপকে ঘৃণা করত তারা। হ্যারির ভয় ছিল তার সন্তানেরা একদিন বড় হয়ে শোধ নেবে। তিনি নিজের বাপের সঙ্গে যে-কাণ্ড করেছিলেন তাঁর

ছেলেমেয়েরাও তাঁর সঙ্গে তেমনটিই করবে। ছেলেমেয়েরা যাতে এরকম কিছু করতে না পারে সেজন্য তিনি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আলাদা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করান। ভাইবোনরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক নজর ছিল তাঁর। বাবার কাছ থেকে কোনোরকম অর্থসাহায্য পেত না তারা। মা'র নামে ব্যাংকে কিছু টাকা-পয়সা ছিল। তা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলত তারা।'

'বড় হওয়ার পরে কী করল তারা?'

'টাইলার শিকাগোর সার্কিট কোর্টের বিচারপতি। উড্রো কিছুই করে না। সে একজন প্লেবয়। সে হোবসাউন্ডে থাকে, গলফ এবং পোলোর ওপর জুয়ো ধরে। বছরকয়েক আগে সে এক ওয়েট্রেসকে গর্ভবতী করে ফেলেছিল। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ওই মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। কেন্ডাল একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনার। বিয়ে করেছে এক ফরাসিকে। তারা নিউইয়র্কে থাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন সিমন, 'স্টিভ, কখনও কর্সিকায় গিয়েছ?'

'না।'

'ওখানে যাও। হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ আছে ওখানে। পুলিশ দিতে চাইছে না। তুমি গিয়ে সব ম্যানেজ করবে।'

'ঠিক আছে।'

'আজই যদি যেতে পারো...'

'আচ্ছা। আজই যাবো।'

'ধন্যবাদ।'

প্যারিস থেকে কর্সিকাগামী এয়ার ফ্রান্সের যাত্রীবাহী বিমানে বসে কর্সিকার ওপরে একটি ট্রাভেলবুক পড়ছে স্টিভ স্লোন। দ্বীপটি পার্বত্যময়, বিশাল বিশাল পাহাড় ঘিরে আছে। এর প্রধান পোর্টসিটি হল আজাসিও, এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। বইতে নানা চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যান রয়েছে। তবে দ্বীপের সৌন্দর্য নিয়ে এ-মুহূর্তে ভাবছে না স্টিভ। কর্সিকার আকাশে প্রবেশ করেছে বিমান, অনেক নিচে সে শাদা পাথরের উঁচু, নিরেট একটি দেয়াল দেখতে পেল। ডোভারের হোয়াইট ক্লিফসের সঙ্গে মিল আছে। অবিশ্বাস্য সুন্দর।

আজাসিও বিমানবন্দরে অবতরণ করল বিমান। ট্যাক্সি চড়ে মেইন স্ট্রিট কুর্স নেপোলিয়তে চলে এল স্টিভ। উত্তরে প্লেস জেনারেল-দ্য-গল হয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ট্রেন স্টেশনের দিকে। স্টিভ হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিমান প্রস্তুত রেখেছে। প্যারিস থেকে কফিন আরেকটি প্লেনে নিয়ে যাওয়া হবে বোস্টনে। এখন শুধু লাশ হাতে পেলেই হল।

কুর্স নেপোলিয়নে প্রিফেকচার ভবনে স্টিভকে নামিয়ে দিল ট্যাক্সি। সিঁড়ি বেয়ে রিসেপশন অফিসে ঢুকল সে। ইউনিফর্ম-পরা এক সার্জেন্ট বসা ডেস্কে।

'বঝু। পুই-জে ভু আইদে (শুভ দিন। আপনার জন্য কী করতে পারি?)'

'এখানকার চার্জে কে আছেন?'

'ক্যাপ্টেন দুরে।'

'ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লিজ।'

'কী ব্যাপারে?' ইংরেজিতে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

বিজনেসকার্ড বের করে দেখাল স্টিভ। 'আমি হ্যারি স্টানফোর্ডের আইনজীবী। আমেরিকায় তাঁর লাশ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ভুরু কোঁচকাল সার্জেন্ট। 'একটু দাঁড়ান, প্লিজ।' ক্যাপ্টেন দুরের অফিসে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সাবধানে বন্ধ করল দরজা। অফিসে মানুষের ভিড় গিজগিজ করছে। সারা পৃথিবী থেকে এসেছে টেলিভিশন রিপোর্টার আর খবরের কাগজের সাংবাদিকরা। সবাই একই সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

'ক্যাপ্টেন, উনি ঝড়ের মধ্যে বাইরে গেলেন কেন?'

'তিনি কীভাবে ইয়ট থেকে পড়ে গেলেন...?'

'এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র নেই তো?'

'আপনারা কি অটোপসি করিয়েছেন?'

'জাহাজে আর কে কে ছিলেন?'

'প্লিজ, ভদ্রমহোদয়গণ,' হাত তুললেন ক্যাপ্টেন দুরে। 'প্লিজ, জেন্টলমেন, প্লিজ।' সবার ওপর এক এক করে চোখ বুলালেন। ভেতরে ভেতরে উল্লসিত বোধ করছেন। এরকম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। যদি সবকিছু ঠিকমতো সামলাতে পারি তাহলে প্রমোশন ঠেকায় কে আর—

ক্যাপ্টেনের সুখ-কল্পনায় বিঘ্ন ঘটাল সার্জেন্ট। 'ক্যাপ্টেন...' কানের কাছে ফিসফিস করল সে, হাতে তুলে দিল স্টিভ গ্লোনের কার্ড।

ক্যাপ্টেন কার্ডে একবার চোখ ভুললেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমি এখন এ লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। তাকে কাল সকাল দশটার সময় আসতে বলো।'

'জ্বি, স্যার।'

সার্জেন্টের গমনপথের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন দুরে। কাউকে তিনি ক্রেডিটের ভাগ দিতে রাজি নন। সাংবাদিকদের দিকে ফিরলেন তিনি, হাসি ফোটালেন মুখে। 'তো, আপনারা কী যেন বলছিলেন...?'

•

বাইরের অফিসে সার্জেন্ট গ্লোনকে বলল, 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন দুরে এ মুহূর্তে ভয়ানক ব্যস্ত। তিনি কাল সকাল দশটায় আপনাকে আসতে বলছেন।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে সার্জেন্টকে দেখল গ্লোন। 'কাল সকালে! হাস্যকর কথা। আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।'

কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট, 'সে আপনার ইচ্ছা মশিউ।'

ভুরু কুঁচকে গেল স্টিভের। 'বেশ। আমার হোটেল রিজার্ভেশন নেই। কোন্ হোটেলে ওঠা যায় বলতে পারবেন?'

'জ্বি। কলম্বায় উঠতে পারেন। এইট এভিন্যু ডি প্যারিসে হোটেলটা।'

স্টিভ ইতস্তত করল। 'আজ কি কোনোভাবেই...'

'কাল সকাল দশটায় আসুন।'

ঘুরে দাঁড়াল স্টিভ। বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

দুরে'র অফিসে ক্যাপ্টেন খুশিমনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন।

এক টিভি-রিপোর্টার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করে এত নিশ্চিত হলেন যে এটা দুর্ঘটনা ছিল?'

দুরে লেন্সের ক্যামেরার দিকে তাকালেন। 'সৌভাগ্যবশত ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটার সময় সেখানে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। মশিউ স্টানফোর্ডের কেবিনের সামনে খোলা বারান্দা আছে। তাঁর হাত থেকে কিছু জরুরি কাগজপত্র উড়ে টেরেসে চলে যায়, উনি ওগুলো তোলার জন্য দৌড়ে ছুটে যান। কিন্তু হারিয়ে ফেলেন ভারসাম্য এবং ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়ে যান। জাহাজ থামিয়ে উদ্ধার করা হয় তাঁর লাশ।'

'অটোপসিতে কী বলা হয়েছে?'

'কর্সিকা একটি ছোট দ্বীপ, ভদ্রমহোদয়গণ। এখানে অটোপসি করার সুযোগ নেই। যাহোক, আমাদের মেডিকেলের পরীক্ষায় জানানো হয়েছে তিনি ডুবে মারা গেছেন। তাঁর ফুসফুসে সমুদ্রের পানি ছিল। গায়ে কোনোরকম আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'তাঁর লাশ এখন কোথায়?'

'কোল্ড স্টোরেজে। অথরাইজেশন না-দেয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।'

এক ফটোগ্রাফার প্রশ্ন করল, 'আপনার একটি ছবি নিতে পারি, ক্যাপ্টেন?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে ইতস্তত করলেন ক্যাপ্টেন দুরে। 'না, প্লিজ, জেন্টলমেন।'

কিন্তু ক্যামেরার ফ্লাশ মুহুর্মুহু জ্বলতে শুরু করল।

মাঝারি মানের হোটেল কলম্বা। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরটাও পছন্দ হয়ে গেল স্টিভের। সে প্রথমেই সিমন ফিটজেরাল্ডকে ফোন করল।

'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে,' বলল গ্লোন।

'সমস্যাটা কী?'

'লাল ফিতা। যে-লোক এ চার্জে আছে তার সঙ্গে কাল সকালে দেখা করব। সরাসরি লাশ নিয়ে আসব। বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব বোস্টন।'

'ভেরি গুড, স্টিভ। কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

সে রু নোতরদামের লা ফন্টানায় লাঞ্চ করেছে। তারপর সময় কাটাতে ঘুরে দেখেছে শহর।

আজাসিও ভূমধ্যসাগরীয় বর্ণিল শহর। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্মস্থান হিসেবে যেন সেই গৌরব ধরে রেখেছে।

কর্সিকায় এখন ট্যুরিস্ট সিজন। রাস্তায় বেরুলেই শোনা যায় ফরাসি, ইটালিয়ান, জার্মান এবং জাপানি ভাষার কলকাকলী।

ওইদিন সন্ধ্যায় স্টিভ বোকাচ্চিওতে ইটালিয়ান ডিনার সেরে হোটেলে ফিরে এল।

'আমার জন্য কোনো মেসেজ আছে?' রুম ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল সে আগ্রহ নিয়ে।

'না, মশিউ।'

সে বিছানায় শুয়ে হ্যারি স্টানফোর্ডকে নিয়ে সিমন ফিটজেরাল্ডের বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবল।

'মেয়েটি গর্ভপাত ঘটায়নি?'

'না। হ্যারি চেয়েছিলেন গর্ভপাত করতে কিন্তু রাজি হয়নি মেয়েটি। এ নিয়ে দুজনে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। হ্যারি মেয়েটিকে বলেন তিনি তাকে ভালোবাসেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। অবশ্য এরকম কথা তিনি বহু মেয়েকে বলেছেন। কিন্তু এমিলি তাদের কথা শুনে ফেলেন এবং ওই রাতেই আত্মহত্যা করেন।'

স্টিভ ভাবল কীভাবে কাজটা করলেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকাল দশটায় প্রিফেকচারে আবার হাজির হল স্টিভ স্লোন। সেই সার্জেন্টই বসে আছে ডেস্কে।

'গুড মর্নিং,' বলল স্টিভ।

'বোঝু, মশিউ। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

সার্জেন্টের হাতে আরেকটি বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিল স্টিভ।

'ক্যাপ্টেন দুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এক মিনিট,' উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট। ঢুকল ভেতরের অফিসে, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

নতুন ইউনিফর্ম-পরা ক্যাপ্টেন দুরে ইটালির রাই টিভির কাছে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি বলছিলেন, 'আমি যখন কেসটি হাতে নিই প্রথমে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছি যে মশিউ স্টানফোর্ডের মৃত্যুর মধ্যে কোনোরকম ষড়যন্ত্রের আভাস আছে কিনা।'

সাক্ষাৎকারী প্রশ্ন করল, 'ষড়যন্ত্রের আভাস পাননি বলে কি আপনি সন্তুষ্ট, ক্যাপ্টেন?'

'সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে এটা ছিল সম্পূর্ণই একটা দুর্ঘটনা।'

পরিচালক বলল, 'বেশ। এবার আরেক অ্যাঙ্গেলে থেকে ক্লোজ শট নাও।'

এ সুযোগে সার্জেন্ট ক্যাপ্টেন দুরের হাতে গ্লোনের বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিল। 'উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'তোমার সমস্যাটা কী?' ঘোঁত ঘোঁত করলেন ক্যাপ্টেন। 'দেখছ না ব্যস্ত আছি? ওকে কাল আসতে বলো।' তিনি মাত্র জেনেছেন আরও ডজনখানেক সাংবাদিক আসছে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে। এর মধ্যে সুদূর রাশিয়া এবং দক্ষিণআফ্রিকার সাংবাদিকও আছে।'

'আপনি রেডি ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল পরিচালক।

দাঁত বের করে হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'আমি রেডি।'

সার্জেন্ট তার অফিসে চলে এল। 'দুঃখিত, মশিউ। ক্যাপ্টেন দুরে ব্যস্ত আছেন।'

'আমিও ব্যস্ত,' দাবড়ে উঠল স্টিভ। 'তাকে বলুন মি. স্টানফোর্ডের লাশ নেয়ার জন্য শুধু অথরাইজিং পেপারে দস্তখত করতে হবে। তাহলেই আমি বাড়ির পথ ধরতে পারি। এটুকু কি খুব বেশি চাওয়া হয়ে গেল?'

'ক্যাপ্টেনের নানা কাজ আছে। তাছাড়া—'

'অন্য কেউ আমাকে অথরাইজেশন দিতে পারবে না?'

'না, মশিউ। শুধু ক্যাপ্টেন। তিনিই একমাত্র অথরিটি।'

ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্টিভ গ্লোন। 'ওনার সঙ্গে কথা দেখা করা যাবে?'

'কাল সকালে যদি কষ্ট করে আসেন একবার।'

'ঠিক আছে। আসব,' বলল স্টিভ, 'ভালো কথা, শুনলাম দুর্ঘটনার একজন সাক্ষী নাকি আছে—মি. স্টানফোর্ডের বডিগার্ড দিমিত্রি কামিনস্কি।'

'জ্বি।'

'তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনি কোথায় আছেন বলতে পারবেন?'

'অস্ট্রেলিয়া।'

'হোটেল?'

'না, মশিউ,' দুঃখ ফোটাল সার্জেন্ট কণ্ঠে। 'এটা একটা দেশের নাম।'

গলা চড়ে গেল স্টিভের। 'আপনি কি বলতে চাইছেন স্টানফোর্ডের মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষীকে পুলিশ তদন্ত ছাড়াই ছেড়ে দিল?'

'ক্যাপ্টেন দুরে তাকে জেরা করেছেন।'

গভীর দম নিল স্টিভ। 'ধন্যবাদ।'

হোটেলে ফিরে সিমন ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করল স্টিভ।

'মনে হচ্ছে আরেকটা রাত থাকতে হবে আমাকে এখানে।'

'হচ্ছেটা কী, স্টিভ?'

'চার্জে থাকা লোকটাকে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত। এখন ট্যুরিস্ট সিজন। আমি কাল চলে আসব।'

'যোগাযোগ রেখো।'

মেজাজ খুব খারাপ তারপরও কর্সিকার নিসর্গ মুগ্ধ করল স্টিভকে। এর উপকূলরেখা হাজার মাইলেরও বেশি বিস্তৃত, তার পাশে খাড়া হয়ে উঠে গেছে মাথায় বরফের চুড়ো নিয়ে গ্রানাইট পাহাড়। ফরাসিরা দখল করার আগে এ দ্বীপ শাসন করত ইটালিয়ানরা। দুই জাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয় চমৎকার।

ক্রেপেরি উ সান কার্লুতে ডিনার করার সময় সিমন ফিটজেরাল্ডের একটা কথা মনে পড়ে গেল স্টিভের। *স্টানফোর্ডের মধ্যে আবেগ বলে কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন ধর্ষকামী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।*

মৃত্যুর পরেও স্টানফোর্ডকে নিয়ে কত ঝামেলা হচ্ছে, ভাবল স্টিভ।

হোটেলে ফেরার পথে একটা নিউজ স্ট্যান্ড থেকে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের একটা কপি তুলে নিল স্টিভ। হেডলাইনে লিখেছে : **স্টানফোর্ড সাম্রাজ্যের কী হবে?** দাম চুকিয়ে চলে যাচ্ছে, বিদেশি কয়েকটা কাগজের হেডিঙে আটকে গেল চোখ। কাগজগুলোয় চোখ বুলাতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। সবগুলোতে হ্যারি স্টানফোর্ডের মৃত্যুর খবর ছেপেছে প্রথম পাতায়। সেইসঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে ক্যাপ্টেন দুরের, ছবিসহ। দাঁত বের করে হাসছেন। এ-কারণেই এ লোক তাহলে ব্যস্ত? ঠিক আছে দেখা যাবে!

পরদিন সকাল পোনে দশটায় ক্যাপ্টেন দুরের অফিসে হাজির হয়ে গেল স্টিভ। সার্জেন্ট ডেস্কে নেই, ভেতরের অফিসের দরজা ভেজানো। ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল স্টিভ, ঢুকে পড়ল ভেতরে। নতুন ইউনিফর্ম গায়ে চড়াচ্ছেন ক্যাপ্টেন, প্রেসের কাছে ইন্টারভ্যু দেবেন। স্টিভকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

'কিউসে কি ভু ফ্যাতে ইসি? সেস উ ব্যুরো প্রিভি! অ্যালে ভু!'

'আমি নিউইয়র্ক টাইমস থেকে এসেছি,' বলল স্টিভ।

ক্যাপ্টেনের চেহারা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আচ্ছা! আসুন, আসুন! আপনার নামটা যেন কী বললেন?'

'জোনস। জন জোনস।'

'আপনাকে কীভাবে আপ্যায়িত করতে পারি, মশিউ জোনস? কফি নাকি কনিয়্যাক?'

'কিছুই লাগবে না। ধন্যবাদ।'

'প্লিজ, প্লিজ। বসুন।' দুরের কণ্ঠ বিষণ্ন শোনাল। 'আপনি নিশ্চয় ভয়ংকর দুঃসংবাদটা শুনে এখানে এসেছেন। বেচারা মশিউ স্টানফোর্ড।'

'লাশ হস্তান্তর করছেন কবে?' জিজ্ঞেস করল স্টিভ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'অনেক সময় লাগবে। মশিউ স্টানফোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ! বোঝেনই তো কত ফর্মালিটিজ আছে। নানা ফর্ম পূরণ করতে হবে। কত প্রটোকল। বুঝতেই পারছেন।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি।' বলল স্টিভ।

'সম্ভবত দিন দশেক লাগবে। দু হপ্তাও লেগে যেতে পারে।' ততদিনে প্রেসের উত্তেজনা থিতিয়ে আসবে।

'আমার কার্ডটা রাখুন।' বলল স্টিভ। ক্যাপ্টেন দুরেকে একটা কার্ড দিল।

ক্যাপ্টেন ওদিকে একবার তাকালেন, তারপর চোখের সামনে নিয়ে এলেন কার্ড। 'আপনি আইনজীবী! সাংবাদিক নন?'

'না। আমি হ্যারি স্টানফোর্ডের অ্যাটর্নি,' সিধে হল স্টিভ। 'তাঁর লাশের রিলিজের জন্য আপনার অনুমতি দরকার।'

'আপনাকে তো লাশ দিয়েই দিতে চাই,' দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার হাত বাঁধা। বুঝতে পারছি না কীভাবে—'

'কাল।'

'এ অসম্ভব। কাল কিছুতেই সম্ভব নয়।'

'আপনি প্যারিসে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলুন।

ফ্রান্সে স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের বিরাট বিরাট কারখানা আছে। আমাদের বোর্ড অভ ডিরেক্টররা ওখানকার সমস্ত কারখানা বন্ধ করে যদি অন্য দেশে তা চালু করতে যান তাহলে তা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।'

হাঁ করে স্টিভের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন দুরে। 'আ-আমার এসব ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, মশিউ।'

'কিন্তু আমার আছে,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল স্টিভ। 'কাল যদি মি. স্টানফোর্ডের লাশ ছেড়ে না দেয়া হয় আপনি এমন ঝামেলায় পড়ে যাবেন যা আপনার কল্পনাতেও নেই।' চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল সে।

'দাঁড়ান! মশিউ! ক'টা দিন সময় দিন। আমি—'

'আগামীকাল।' চলে গেল স্টিভ।

তিনঘণ্টা বাদে স্টিভ গ্লোনের হোটেলে একটা ফোন এল।

'মশিউ গ্লোন? আপনার জন্য সুসংবাদ আছে। মি. স্টানফোর্ডের লাশ রিলিজের ব্যবস্থা করা গেছে। আশা করি আমার সমস্যাটা আপনি বুঝতে পেরেছেন...'

'ধন্যবাদ। কাল সকাল আটটায় একটা প্রাইভেট প্লেন ছাড়বে। ওতে লাশ তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আশা করি কাগজপত্র ততক্ষণে সব ঠিকঠাক করে ফেলতে পারবেন।'

'অবশ্যই। এ নিয়ে একদম ভাববেন না।'

'বেশ।' রিসিভার রেখে দিল স্টিভ।

ক্যাপ্টেন দুরে ফোনের সামনে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! আমি আরও একটা হপ্তা সেলিব্রিটি থাকার সুযোগ পেতাম।

বোস্টনের লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করল হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ নিয়ে। লাশ নেয়ার জন্য শবযান অপেক্ষা করছিল। তিনদিন পরে হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

স্টিভ গ্লোন রিপোর্ট করল সিমন ফিটজেরাল্ডের কাছে।

'বুড়ো তাহলে অবশেষে বাড়ি ফিরতে পারলেন,' বললেন ফিটজেরাল্ড। 'এবারে একটা পুনর্মিলন হবে।'

'পুনর্মিলন?'

'হ্যাঁ,' জানালেন সিমন। 'হ্যারি স্টানফোর্ডের ছেলেমেয়েরা আসছে বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। টাইলার, উডি ও কেন্ডাল।'

৮

বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ড খবরটি প্রথম দেখল শিকাগোর স্টেশন WBBM-এ। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল টেলিভিশনের পর্দায়। বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে। ইয়ট ব্লুস্কাই'র একটি ছবি দেখা যাচ্ছে, ধারাভাষ্যকারী বলে চলেছে : '...কর্সিকার সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছেন হ্যারি স্টানফোর্ড। এ দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তার দেহরক্ষী দিমিত্রি কামিনস্কি। সে তার প্রভুকে বাঁচাতে পারেনি...'

টাইলার বসে রইল টিভির সামনে। অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। অনেক কথা।

ঝগড়া আর চেঁচামেচির শব্দে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। তার বয়স চোদ্দ। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল সে ক্রুদ্ধকণ্ঠ। তারপর হলঘর থেকে পা টিপে টিপে নেমে এল সিঁড়িতে। দেখল নিচে ঝগড়া করছেন বাবা-মা। চিৎকার করছেন মা। বাবা মা'র মুখে কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন।

টিভি পর্দায় ছবি বদলে গেল। হ্যারি স্টানফোর্ড হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করছেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের সঙ্গে...

বাড়ির পেছনে ফুটবল খেলছে ওরা। তার ভাই উডি লাথি মেরে বল পাঠিয়ে দিল বাড়ির দিকে। বলের পেছন পেছন ছুটল টাইলার, বলটা তুলে নিয়েছে হাতে, শুনতে পেল ঝাড়ের ওপাশ দিয়ে তার বাবা বলছে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি জানো সে কথা!'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বাবা-মা'র ঝগড়া মিটে গেছে ভেবে পুলক বোধ করল। এমন সময় তাদের গভর্নেস রোজমেরির গলা শোনা গেল, 'আপনি বিবাহিত। আমাকে ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল তার। বাবা তার মাকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন রোজমেরিকে। কী যে অদ্ভুত কিসিমের মানুষ তিনি!

টিভিতে একের-পর-এক ছবি দেখাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে হ্যারি স্টানফোর্ড পোজ দিচ্ছেন ক্যামেরার সামনে... মার্গারেট থ্যাচার, প্রেসিডেন্ট

মিতেরাঁ...মিখাইল গর্বাচেভ। ঘোষক বলছে, 'কিংবদন্তির টাইকুন কারখানার শ্রমিক এবং বিশ্বনেতা উভয়ের সঙ্গেই সমান স্বচ্ছন্দ।'

সে তার বাবার অফিসের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, শুনল রোজমেরির কণ্ঠ, 'আমি চলে যাচ্ছি।' তারপর বাবার গলা, 'আমি তোমাকে যেতে দেব না। একটু বোঝার চেষ্টা করো, রোজমেরি! এটাই একমাত্র পথ তুমি এবং আমি...'

'আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। আমি বাচ্চাটা রাখব।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল রোজমেরি।

টিভির ছবি বদলে গেল আবার। চার্চের সামনে স্টানফোর্ড-পরিবার। দেখছে একটি কফিন তোলা হচ্ছে শবযানে। ঘোষক বলছে : '...হ্যারি স্টানফোর্ড এবং তার সন্তানদের দেখা যাচ্ছে কফিনের পাশে... পুলিশের মতে রুগ্‌ন স্বাস্থ্যের কারণে মিসেস স্টানফোর্ড বেছে নেন আত্মহননের পথ...'

গভীর রাতে বাবা তাকে ঘুম থেকে জাগালেন। 'উঠে পড়ো, খোকা। একটা খারাপ খবর আছে।'

কাঁপতে লাগল চোদ্দ বছরের ছেলেটি।

'তোমার মা' অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

মিথ্যাকথা। বাবা খুন করেছেন মাকে। মা রোজমেরির সঙ্গে বাবার পরকীয়া মেনে নিতে পারেননি বলেই আত্মহত্যা করেছেন। সমস্ত খবরের কাগজে এ-খবরই ছাপা হয়েছে। এ স্ক্যান্ডাল রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে গোটা বোস্টনে। ট্যাবলয়েডগুলো এর সুযোগ ব্যবহার করেছে পুরোপুরি। স্টানফোর্ডের বাচ্চাদের কাছে লুকিয়ে রাখা যায়নি খবরটা। ক্লাসমেটরা তাদের জীবন নরক বানিয়ে তুলল। মাত্র চব্বিশঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাগুলো হারিয়ে ফেলল তাদের অতিপ্রিয় দুজন মানুষকে। এজন্য তাদের বাবাই দায়ী।

'উনি আমার বাবা হলেও কিছু আসে যায় না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল কেন্ডাল।

'আমারও!'

'আমারও!'

ওরা একবার চিন্তা করল বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। বিদ্রোহ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

টাইলার দলের নেতা হিসেবে এগিয়ে গেল বাবার কাছে। 'আমরা অন্যরকম একজন বাবা চাই। আমরা তোমাকে চাই না।'

হ্যারি স্টানফোর্ড তার দিকে তাকালেন। ঠাণ্ডাগলায় বললেন, 'সে ব্যবস্থা করা যাবে।'

তিন হপ্তা পরে তিন ভাইবোনকে তিনটি আলাদা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল।

বাবার সঙ্গে বাচ্চাদের খুব কমই দেখা হল। তাঁর সম্পর্কে তারা খবরের কাগজে পড়ল, টিভিতে দেখল সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে কিংবা তারকাদের নিয়ে গল্প করছেন বাবা!

টিভি পর্দায় চোখ রেখে সম্মোহিতের মতো বসে আছে টাইলার। বিশ্বের নানাদেশে ছড়ানো বাবার কারখানাগুলো দেখানো হচ্ছে। ঘোষক বলছে: '...বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। এসবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি কিংবদন্তির হ্যারি স্টানফোর্ড...ওয়ালস্ট্রিট বিশেষজ্ঞদের মনে প্রশ্ন : পারিবারিক মালিকানাধীন কর্ণধারহীন এ কোম্পানির কী দশা হবে? হ্যারি স্টানফোর্ড তিন ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন। তবে কেউ জানে না স্টানফোর্ডের রেখে-যাওয়া বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবেন কিংবা কে নিয়ন্ত্রণ করবেন কর্পোরেশন...

তার বয়স তখন ছয়। বিশাল বাড়ির বড় বড় ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। শুধু বাবার অফিসে যাওয়া ছিল তার জন্য নিষেধ। টাইলার জানত বাবা মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। গাঢ় রঙের সুট পরা, অভিজাত চেহারার মানুষজন অনবরত আসত, যেত। মিটিং করত বাবার সঙ্গে। আর অফিসে ঢোকা নিষেধ ছিল বলে ওই জায়গার প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ করত টাইলার।

একদিন তার বাবা বাইরে কোথাও গেছেন। টাইলার ঠিক করল অফিসে যাবে। সে ঢুকে পড়ল অফিসে। প্রকাণ্ড একটা ঘর। বিশাল ডেস্ক আর চামড়া-মোড়া বিরাট চেয়ারের দিকে তাকিয়ে টাইলার ভাবতে লাগল এখানে তার বাবা বসেন। একদিন আমিও এই চেয়ারে বসব। বাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠব, ভাবে সে।

এগোয় ডেস্কের দিকে। পরীক্ষা করে দেখে ডেস্ক। অফিশিয়াল কাগজপত্র ডেস্কে। ডেস্কের পেছনে চলে এল সে। বসল বাপের চেয়ারে। অদ্ভুত লাগল তার। *আমিও এখন বাবার মতোই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।*

'অ্যাই, এখানে কী করছিস তুই?'

বাজখাঁই গলার আওয়াজে চমকে উঠল টাইলার। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাবা। ক্রুদ্ধ।

'তোকে এ চেয়ারে বসতে কে বলেছে?'

ভয়ে কাঁপতে লাগল বাচ্চাছেলেটা। 'আ-আমি শুধু দেখতে চেয়েছি তোমার চেয়ারে বসলে কেমন লাগে...' ঝড়ের বেগে ছেলের দিকে ছুটে গেলেন বাবা। 'তা তুই কখনোই দেখতে পাবি না। বেরিয়ে যা বলছি!'

কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল টাইলার। মা ঢুকলেন তার ঘরে। জড়িয়ে ধরলেন ওকে। 'কাঁদে না, সোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিছু...' ফোঁপাচ্ছে টাইলার। 'কিছুই ঠিক হবে না। বাবা আমাকে ঘেণ্না করে।'

'তোমাকে ঘেন্না করবে কেন? অবশ্যই ঘেন্না করে না।'

'আমি তাঁর চেয়ারে বসেছিলাম। আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ওটা তাঁর চেয়ার। তাঁর চেয়ারে কেউ বসুক তা উনি পছন্দ করেন না।'

কিন্তু একথায় কান্না থামল না টাইলারের। ফোঁপাতেই থাকল। মা আরও জোরে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। 'টাইলার, তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ের সময় তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন তাঁর কোম্পানির অংশীদার হই। তিনি আমাকে স্টকের শেয়ার দিয়েছেন। আমি তোমাকে ওই শেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখন কোম্পানির একজন। ঠিক আছে?'

স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজে একশো শেয়ার আছে। টাইলার এখন সেই শেয়ারের একজন গর্বিত অংশীদার।

স্ত্রীর কাণ্ডের কথা শুনে হ্যারি স্টানফোর্ড ভর্ৎসনা করেছেন তাঁকে। 'সে একটা শেয়ার দিয়ে কী করবে বলে তোমার ধারণা? কোম্পানির ক্ষমতা নিয়ে নেবে?'

টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিল টাইলার। বসে রইল। খবরগুলোর কথা ভাবছে। একধরনের গভীর সন্তুষ্টি বোধ করছে সে। সাধারণত পুত্রসন্তান সফল হতে চায় তাদের বাবাকে খুশি করতে। কিন্তু টাইলার স্টানফোর্ড সফল হতে চেয়েছে তার বাবাকে ধ্বংস করার জন্য।

কৈশোরে সে স্বপ্ন দেখত মাকে হত্যার অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে বাবাকে এবং টাইলার তার বাপকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে। বলছে আমি বৈদ্যুতিক চেয়ারে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিলাম! মাঝে মাঝে বদলে যেত স্বপ্নটা। দেখত বাপকে সে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, বিষ খাইয়ে কিংবা গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। স্বপ্নটা প্রায় সত্যি হয়েছে।

টাইলারকে মিসিসিপির সামরিক স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে চারটা বছর সত্যিকারের নরকের মধ্যে দিন কেটেছে টাইলারের। আইনকানুন এবং কঠোর জীবনযাত্রাকে ঘৃণা করত সে। স্কুলে পঞ্চম বর্ষে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিল। শুধু নিজেকে সামলেছে আত্মহত্যা করলে বাবাকে আর মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না ভেবে। *সে আমার মাকে খুন করেছে। কিন্তু আমাকে পারবে না।*

টাইলারের মনে হত ইন্সট্রাকটররা যেন ইচ্ছে করেই সবচেয়ে বেশি তার ওপর নাখোশ। এর পেছনে বাবার ইশারা আছে বলে নিশ্চিত ছিল সে। কিন্তু স্কুলের অত্যাচারেও নিজেকে ভেঙে পড়তে দেয়নি টাইলার। ছুটির দিনে তাকে জোর করে বাড়ি পাঠানো হত। যদিও বাবা তাকে দেখে খুশি হতে পারতেন না মোটেই। দুজনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমে বেড়ে চলছিল।

টাইলারের ভাইবোনেরাও ছুটিতে বাড়ি ফিরত। তবে কারও সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হত না। সম্পর্ক ছিল না। বাবা শয়তানি করে নষ্ট করেছেন সম্পর্ক।

পরস্পরের কাছে তারা যেন ছিল অচেনা মানুষের মতো, শুধু অপেক্ষা করত কবে শেষ হবে ছুটি, আর মুক্তি পাবে এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে।

টাইলার জানত তার বাবা মাল্টিবিলিওনিয়ার। কিন্তু মা'র এস্টেট থেকে অল্প টাকা পেত সে, উডি আর কেন্ডাল। হ্যারি স্টানফোর্ড ছেলেদেরকে কোনোরকম আর্থিক সাহায্য করতেন না। বড় হওয়ার পর টাইলারের সন্দেহ হতে থাকে আদৌ সে বাপের সম্পত্তির ভাগ পাবে কিনা। জানত তাকে এবং তার ভাইবোনদেরকে ঠকানো হচ্ছে। *আমার একজন আইনজীবী দরকার।* ভাবত টাইলার। তবে আইনজীবী নিয়োগের প্রশ্নই ছিল না। তাই সে বড় হয়ে আইনজীবী হতে চেয়েছিল।

টাইলারের পরিকল্পনার কথা শুনে বাবা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'তাহলে তুমি উকিল হতে চাইছ, অ্যাঁ? তুমি বোধহয় ভাবছ আমি স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজে একটা চাকরি দিয়ে দেব। সেকথা ভুলে যাও। তুমি আমার কোম্পানির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না!'

আইনের স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট করার পরে টাইলার বোস্টনে প্রাকটিস করতে পারত তাদের পারিবারিক নামের জোরে। ডজন ডজন কোম্পানি তাকে চাকরি দিত। কিন্তু সে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে।

টাইলার সিদ্ধান্ত নেয় শিকাগোতে আইনি ব্যবসা চালাবে। শুরুতে কঠিন ছিল কাজটা। পারিবারিক নাম ব্যবহার করেনি বলে ক্লায়েন্ট পেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল টাইলারের। টাইলার খুব দ্রুত জানতে পারে কেন্দ্রীয় শক্তিশালী কুক কাউন্টি লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারলে তরুণ আইনজীবীদের ভাগ্য খুলে যায়। সে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে একটা চাকরি পেয়ে যায়। পড়াশোনার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল টাইলারের এবং শীঘ্রি এটা কাজেও লেগে যায়। সে সুকৌশলে আসামিদের মামলার কবল থেকে এমনভাবে বের করে নিয়ে আসতে থাকে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সুনাম।

খুব দ্রুত ওপরে উঠছিল টাইলার। একটা সময় তাকে কুক কাউন্টি সার্কিট কোর্ট জাজের পদে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। টাইলার ভেবেছিল এবার তার বাবা তাকে নিয়ে গর্ব করবেন। কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে।

'তুমি? এক সার্কিট কোর্ট জাজ? ফর গডস শেক, আমি তো তোমাকে কেক বানানোর প্রতিযোগিতার বিচারকও করব না।'

বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ড বেঁটে, ওজনদার শরীর। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বাপের কারিশমা কিংবা আকর্ষণীয় চেহারার কিছুই পায়নি সে। তবে টাইলারের গভীর, ভরাট কণ্ঠের রায়-ঘোষণা অনেকের পিলে চমকে দেয়।

টাইলার স্টানফোর্ড একা থাকতে পছন্দ করে। কারও সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা শেয়ার করে না। বয়স চল্লিশ হলেও দেখায় আরও বেশি। তার ভেতরে রসবোধ

বলে কিছু নেই। তার একমাত্র শখ দাবা-খেলা। হপ্তায় সে একদিন স্থানীয় ক্লাবে দাবা খেলতে যায় এবং অনিবার্যভাবেই জেতে।

টাইলার স্টানফোর্ড একজন বিজ্ঞ জুরি, সতীর্থরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। তারা প্রায়ই তার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে। খুব কম মানুষই জানে সে স্টানফোর্ডের ছেলে। কারণ কখনোই সে নিজের বাপের পরিচয় দেয় না।

বিচারকদের চেম্বার টুয়েন্টিসিক্সথ অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিটে, কুক কাউন্টি কোর্ট বিল্ডিঙে। চোদ্দতলা ভবনটির প্রবেশদ্বারে যেতে হয় সিঁড়ি বেয়ে। সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা নোটিশ : **বিচারবিভাগীয় হুকুম অনুযায়ী এ ভবনে প্রবেশকারীর দেহ তল্লাশি করা হবে।**

এখানেই দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় টাইলারের। ডাকাতি, চুরি, ধর্ষণ, মাদক, গুলি ও খুনের রায় দিয়ে। রায়ের ব্যাপারে সে অত্যন্ত কঠোর বলে একটা নাম পেয়েছে—জল্লাদ বিচারপতি। সারাদিন সে বিবাদীপক্ষের হাজারো আর্তি শোনে। কিন্তু কোনোকিছুতেই তার মন টলানো যায় না। তার কাছে অপরাধ অপরাধই এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। তার মনের উল্টোপিঠে অপরাধী হিসেবে সবসময় একজনের ছবি ভাসে—তার বাবা।

টাইলার স্টানফোর্ডের সতীর্থরা তাদের সহকর্মীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে প্রায় কিছুই জানে না। শুধু জানে টাইলার একবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু টেকেনি বিয়েটা। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বর্তমানে টাইলার হাইডপার্কের কিমবার্ক এভিন্যুতে তিনকক্ষবিশিষ্ট একটি জর্জিয়ান স্টাইলের বাড়িতে বাস করছে। এ এলাকার বাড়িঘরগুলো প্রাচীন তবে খুব সুন্দর। প্রতিবেশীদের সঙ্গে টাইলারের কোনো সম্পর্ক নেই এবং প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। টাইলারের একজন কাজের বুয়া আছে। হপ্তায় একদিন এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়। তবে বাজারটা টাইলার নিজেই করে। সে নির্ধারিত রুটিনের একজন মেথডিকাল মানুষ। শনিবার সে বাড়ির কাছের ছোট শপিং মল হার্পার কোর্টে যায় অথবা ফিফটি-সেভেনথ স্ট্রিটে তাকে ওষুধের দোকান কিংবা মি. জি'স ফাইন ফুডে দেখা যায়।

সহকর্মীদের স্ত্রীরা টাইলারকে মাঝেমাঝেই সঙ্গ দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তাদের ধারণা ভীষণ একা টাইলার। তার সুখদুঃখের কথা বলার সঙ্গী দরকার। তারা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে টাইলারের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়, আমন্ত্রণ জানায় ডিনারে। কিন্তু সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে টাইলার।

'আমি সন্ধ্যায় ব্যস্ত আছি,' বলে সে।

'টাইলারের আসলে আইন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই,' এক বিচারক একদিন তার স্ত্রীকে বললেন, 'মেয়েদের সঙ্গ সে পছন্দও করে না। শুনেছি তার নাকি সংসারে ভাঙন ধরেছে।'

ঠিকই শুনেছিলেন তিনি।

ডিভোর্সের পরে টাইলার কসম খায় আর কোনোদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে না। কিন্তু লি'র সঙ্গে সাক্ষাতের পরে হঠাৎ বদলে যায় সবকিছু। লি সুন্দরি, সংবেদনশীল এবং কেয়ারিং—যা আসলে প্রয়োজন ছিল টাইলারের জন্য। টাইলার প্রেমে পড়ে যায় লির। কিন্তু লির টাইলারের প্রেমে পড়তে বয়েই গেছে। কারণ সে একজন সফল মডেল, তার ডজনখানেক ধনী ভক্ত আছে। আর লি দামি জিনিস কিনতে পছন্দ করে।

টাইলার বুঝতে পেরেছিল লি'র মন পেত চাইলেও অন্যদের সঙ্গে অর্থের প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠবে না। কিন্তু বাবা মারা গেলে সবকিছু বদলে যাবে। সে হয়ে উঠবে প্রচণ্ড বড়লোক।

তখন সে লিকে পৃথিবীটা কিনে দিতে পারবে।

টাইলার চিফ জাজের চেম্বারে ঢুকল। 'কিথ, আমাকে ক'দিনের জন্য বোস্টন যেতে হবে। পারিবারিক কারণ। আমার ক'টা দিন ছুটি দরকার। আমার কেসগুলো কাউকে সামলে নিতে বলতে পারবে না?'

'পারব,' জবাব দিলেন চিফ জাজ।

'ধন্যবাদ।'

ওইদিন বিকেলে বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ড রওনা হয়ে গেল বোস্টনের উদ্দেশে। প্লেনে বসে বাবার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল, *'আমি তোমার গোপন কথাটা জানি।'*

৯

বৃষ্টি হচ্ছে প্যারিসে। জুলাই মাসের ঝুম বৃষ্টি। পথচারীরা আশ্রয় নিচ্ছে কোনো ভবন বা দোকানের নিচে, কেউবা ছোটাছুটি করছে ট্যাক্সির জন্য। রু ফবর্জ সেন্ট অনরের একটি বড়, ধূসর রঙের ভবনের অডিটরিয়ামের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। পাঁচ-ছ'জন অর্ধনগ্ন মডেল হিস্টিরিয়া রোগীর মতো এদিক-ওদিক ছুটছে। চিৎকার তাদের চেঁচামেচিতে নরক গুলজার।

এই ঝড় সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে কেন্ডাল স্টানফোর্ড রিনদ। ফ্যাশন শো শুরু হওয়ার আর মাত্র চারঘণ্টা বাকি। আর এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ফ্যাসাদ। সবকিছু কেমন ওলোটাপালোট হয়ে গেছে।

আকস্মিক বিপত্তি : 'W'র জন ফেয়ারচাইল্ডের হঠাৎই প্যারিসে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে কিন্তু তার জন্য কোনো আসন নেই।

ট্রাজেডি : কাজ করছে না স্পিকার সিস্টেম।

ডিজাস্টার : টপ মডেল লিলি অসুস্থ।

ইমার্জেন্সি : দুই মেকআপ আর্টিস্ট ব্যাকস্টেজে শুরু করে দিয়েছে হাতাহাতি।

কেন্ডাল স্টানফোর্ড রিনদকে দেখলে মনে হয় সে তার প্রতিষ্ঠানের মডেলদের একজন। অবশ্য একসময় সে মডেল ছিল। এখন নিজেই একটি বিখ্যাত মডেল এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা। সে যে শো-টি করতে যাচ্ছে, মডেলিং দুনিয়ায় তা রীতিমতো সাড়া ফেলে দেবে বলেই তার বিশ্বাস। তার ভেন্যু ম্যানেজার এল মডেলদের ডিজাইন নিয়ে কথা আলাপ করতে। তাকে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিল কেন্ডাল। তারপর ডুবে গেল নিজের ভাবনায়। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বিখ্যাত মানুষরা আসবেন ওর শো দেখতে। কেন্ডালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন তাঁরা। কেন্ডাল ভাবল এসবের জন্য আমার বাবাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কারণ উনি বলেছিলেন মডেল হিসেবে কোনোদিনই সফল হতে পারব না আমি...

ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন দেখত কেন্ডাল। ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক একটা স্টাইল গড়ে উঠেছে কেন্ডালের মধ্যে। শহরের সবচেয়ে সুন্দর পুতুলটি ছিল তার। মাকে পুতুলগুলো দেখাত সে। মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, ' তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, ডার্লিং। একদিন তুমি অনেক বড় মাপের ডিজাইনার হতে পারবে।'

স্কুলে গ্রাফিক ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ড্রইং, স্পেশিয়াল কনসেপশন আর কালার

কো-অর্ডিনেশন নিয়ে পড়াশোনা করেছে কেন্ডাল।

'শুরু করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো,' এক শিক্ষক উপদেশ দিয়েছিলেন কেন্ডালকে, 'নিজেই মডেল বনে যাওয়া। এতে সেরা ডিজাইনারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তোমার। এবং চোখকান খোলা রাখলে তাদের কাছ থেকে শিখতে পারবে অনেক কিছুই।'

কেন্ডাল তার বাবার কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বলেছিল একদিন। বাবা চোখ কপালে তুলে বলেছেন, 'তুমি? মডেল হবে! তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ।'

স্কুলের পড়া শেষ করে রোজহিল-এ ফিরে গেল কেন্ডাল। *সংসার দেখার জন্য আমাকে বাবার দরকার,* ভেবেছিল সে। বাড়িতে ডজনখানেক চাকর ছিল। তবে কাউকেই সেভাবে ভাগ করে দেয়া হয়নি দায়িত্ব। হ্যারি স্টানফোর্ড বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন। কর্মচারীরা তখন নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করত। কেন্ডাল সবকিছু সামাল দেয়ার চেষ্টা করল। চারকবাকরদের মধ্যে ভাগ করে দিল দায়িত্ব, বাবার পার্টিতে হোস্টের ভূমিকা পালন করল, বাবা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সে-ব্যাপারে কোনো ত্রুটি রাখল না সে। বাবার প্রশংসা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল কেন্ডাল। বদলে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল তাকে।

'ওই থার্ডক্লাস শেফকে কে এনেছে? ওকে এক্ষুনি বিদায় করো...'

'তোমার নতুন কেনা ডিশগুলো আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। তোমার রুচি বলে কিছু নেই দেখছি...'

'আমার বেডরুম নতুন করে সাজাতে কে বলেছে তোমাকে? আমার বেডরুমের ধারেকাছেও আসবে না...'

কেন্ডাল যাই করত কোনোকিছুই তার বাবার পছন্দ হত না।

বাবার অহেতুক শাসন করার মানসিকতা, নিষ্ঠুরতা সইতে না-পেরে বাড়ি থেকে চলে যায় কেন্ডাল। ওই বাড়িতে ভালোবাসা, স্নেহের কোনো স্থান ছিল না। বাবা তাঁর সন্তানদের প্রতি মোটেই খেয়াল রাখতেন না। শুধু তাদেরকে শাসনের চাপে রাখতে চাইতেন। এক রাতে কেন্ডাল শুনতে পেল বাবা তাঁর এক অতিথিকে বলছেন, 'আমার মেয়ের মুখটা ঘোড়ার মতো। বিয়ে করতে গেলে ওকে প্রচুর পয়সা খরচ করতে হবে।'

এটা ছিল কেন্ডালের জন্য চূড়ান্ত আঘাত। সেদিনই বোস্টন ছেড়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করে সে।

হোটেল রুমে একা শুয়ে কেন্ডাল ভাবল, আমি এখন নিউইয়র্কে। আমি ডিজাইনার হব কীভাবে? কীভাবে ঢুকব ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে? কীভাবে আমার প্রতি কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করব? শিক্ষকের উপদেশ মনে পড়ে গেল। *মডেল হিসেবে শুরু করতে হবে। শুরু করার এটাই উৎকৃষ্ট রাস্তা।*

পরদিন সকালে ইয়েলো পেজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল কেন্ডাল। কয়েকটি মডেল এজেন্সির নাম টুকে নিল। তারপর ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেল কেন্ডালের। সিদ্ধান্ত নিল প্রয়োজনে এজেন্সিগুলোর সঙ্গে কিছুদিন থাকবে। তারপর নিজেই ডিজাইনিং শুরু করে দেবে।

তালিকা অনুযায়ী প্রথম এজেন্সি অফিসে গেল কেন্ডাল। ডেস্কের পেছনে বসা মধ্যবয়স্ক-এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'জ্বি। আমি মডেল হতে চাই।'

'আমিও চাই ডিয়ারি—ভুলে যাও।'

'মানে?'

'মানে তুমি তালগাছের মতো লম্বা।'

চোয়াল শক্ত হল কেন্ডালের। 'এখানকার চার্জে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তুমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছ। আমি এ প্রতিষ্ঠানের মালিক।'

পরবর্তী আধডজন এজেন্সির ঘরে গিয়েও একইভাবে ফিরে আসতে হল।

'তুমি বড্ড বেঁটে।'

'বড্ড রোগা।'

'বড্ড মোটা।'

'বয়স বড্ড কম।'

'বয়স বড্ড বেশি।'

'ভুল টাইপ।'

হপ্তা শেষে মরিয়া হয়ে উঠল কেন্ডাল। তার তালিকায় আরও একটি নাম আছে।

প্যারামাউন্ট মডেলস ম্যানহাটানের শীর্ষস্থানীয় মডেলিং এজেন্সি। রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে কাউকে পেল না কেন্ডাল।

অফিসের ভেতর থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। 'আগামী সোমবার তাকে পাওয়া যাবে। তাও মাত্র একদিনের জন্য। আগামী তিন দিনের জন্য সে বুক্‌ড্ হয়ে আছে।'

অফিসের দরজায় উঁকি দিল কেন্ডাল। সুটপরা এক মহিলা কথা বলছে ফোনে।

'ঠিক আছে। দেখছি কী করা যায়।' ফোন রেখে দিল রোজান ম্যারিনাক। চাইল মুখ তুলে। 'দুঃখিত, তোমার মতো কাউকে আমাদের দরকার নেই।'

গলায় মরিয়া সুর ফুটল কেন্ডালের। 'আপনারা যেরকম টাইপ চান আমি সেরকম হতে পারব। আমি লম্বা হতে পারব কিংবা খাটো হতে পারব। আমি বয়স কমাতে পারব, বাড়াতেও পারব। আমি রোগা—'

হাত তুলল রোজান, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও!'

'আমার শুধু একটা সুযোগ দরকার। আমার সত্যি একটা সুযোগ চাই...।'

ইতস্তত করল রোজান। মেয়েটির মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা আছে, ফিগারও চমৎকার। যদিও দেখতে তেমন সুন্দরী নয়। তবে ঠিকঠাক মেকআপ করালে... 'এ লাইনে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?'

'জ্বি। ড্রেস ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি।'

হেসে উঠল রোজান। 'ঠিক আছে। তোমার পোর্টফোলিও দেখি তো!'

শূন্য চোখে রোজানের দিকে তাকাল কেন্ডাল। 'আমার পোর্টফোলিও?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোজান। 'মাই ডিয়ার গার্ল, এমন কোনো মডেল নেই যার পোর্টফোলিও নেই। এটা তোমার বাইবেল। ক্লায়েন্টরা সবার আগে তোমার পোর্টফোলিও দেখতে চাইবে।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তোমার দুটো হেডশট দেখতে চাই—একটা হাসিমুখে, অন্যটা সিরিয়াস চেহারায়।'

'আচ্ছা,' ঘুরতে গেল কেন্ডাল।

'আস্তে আস্তে ঘোরো,' রোজান লক্ষ্য করছে ওকে। 'মন্দ নয়। বেদিং সুট কিংবা নাইটি পরা তোমার ছবি চাই। যেটাতে তোমার ফিগার ফুটে ওঠে।'

'আমি দুটোই পরব,' ব্যগ্র গলায় বলল কেন্ডাল।

ওর ব্যগ্রতা লক্ষ করে হাসল রোজান। 'ঠিক আছে। তুমি...কিছুটা...আলাদা। তবে তোমাকে দিয়ে কাজ চলতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

'এত তাড়াতাড়ি ধন্যবাদ দিয়ো না। ফ্যাশন ম্যাগাজিনের জন্য মডেলিং এত সহজ না। কঠিন বিষয়।'

'আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি।'

'সে দেখা যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে একটা ঝুঁকি নেব। তোমাকে গো-সি'র কাছে পাঠাব।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'গো-সি হল এমন জায়গা যেখানে ক্লায়েন্টরা নতুন মডেলের খোঁজে আসে। ওখানে নানা এজেন্সির মডেল থাকে। একধরনের গোয়ালঘর বলতে পারো।'

'আমি ওখানে যাবো।'

ওটা ছিল শুরু। ডজনখানেক গো-সিতে গেল কেন্ডাল। এক ডিজাইনার একদিন কেন্ডালের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল। কেন্ডালের পরনে ছিল ওই ডিজাইনারের ড্রেস। এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল কেন্ডাল, বাচালের মতো বকবক করতে গিয়ে সুযোগটা প্রায় হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল।

'আপনার ড্রেস আমার সত্যি খুবই ভালো লাগে। আমার মনে হয় আপনার ড্রেসে আমাকে ভালোই মানাবে। মানে যে-কোনো মহিলাকে সুন্দর লাগবে। খুবই সুন্দর ড্রেস ডিজাইন করেন আপনি! তবে আমার মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর লাগে আমি পরলে।' এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল কেন্ডাল, তোতলাচ্ছিল।

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডিজাইনার। 'এটা তোমার প্রথম চাকরি, তাই না?'

'জ্বি, স্যার।'

হাসল ডিজাইনার। 'ঠিক আছে। আমি তোমার জন্য চেষ্টা করে দেখব। তোমার নামটা যেন কী বললে?'

'কেন্ডাল স্টানফোর্ড,' কেন্ডাল ভাবল লোকটা তার নাম এবং টাইটেলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবে কিনা। তবে সম্পর্ক খুঁজে পাবার ব্যাপারে অবশ্যই কোনোরকম আগ্রহ ছিল না ডিজাইনারের।

ঠিকই বলেছিল রোজান। মডেলিং খুব কঠিন কাজ। কেন্ডালকে প্রত্যাখ্যত হওয়ার জ্বালা কীভাবে হজম করতে হয় শিখতে হল, গো-সিতে গিয়ে দেখল এর কোনো গন্তব্য নেই, তাকে হপ্তার-পর-হপ্তা কাটাতে হল বেকার অবস্থায়। যখন হাতে কাজ আসে ওকে মেকআপ নিতে হয় সকাল ছটায়, একটা ফটোসেশন শেষ করে যেতে হয় আরেকটাতে এবং মাঝরাতের আগে বাড়ি ফেরা হয় না।

এক সন্ধ্যায় আরও আধডজন মডেলের সঙ্গে সারাদিন ফটোসেশন শেষে আয়নার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল কেন্ডাল, 'কাল আমি কিছুতেই কাজে যেতে পারব না। দেখেছ, চোখ কেমন ফুলে গেছে!'

একজন মডেল পরামর্শ দিল, 'চোখের ওপর শসা রেখে চোখ বন্ধ করে রাখো। অথবা গরম পানিতে ক্যামোমিল টি-ব্যাগ চুবিয়ে ঠাণ্ডা করো, তারপর মিনিট পনেরো রেখে দাও চোখের উপর। দেখবে ফোলা কমে গেছে।'

পরদিন সকালে সত্যি আর ফোলা থাকল না চোখ।

যেসব মডেলদের কাজের জন্য প্রায়ই ডাক পড়ত তাদেরকে ঈর্ষা করত কেন্ডাল। সে শিখেছে যে-পোশাক পরে সে মডেলিং করছে সে-পোশাকের কখনও সমালোচনা করতে নেই। এ মাধ্যমে কজন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে উঠল। কেন্ডালের সঙ্গে এখন মডেলিং একটি ব্যাগ থাকে। তাতে থাকে নানা প্রয়োজনীয় জিনিপত্র। জামাকাপড়, মেকআপ, জুয়েলারি ইত্যাদি। কীভাবে চুল শুকাতে হয় কিংবা রোলার দিয়ে কার্ল করতে হয় চুল তাও শিখল।

শেখার আরও অনেক কিছু ছিল। ফটোগ্রাফারদের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিল কেন্ডাল। একদিন একজন ফটোগ্রাফার তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'কেন্ডাল, ফটোসেশনের শেষের জন্য সবসময় তোমার হাসিটা সঞ্চয় করে রাখবে। তাতে তোমার মুখে দাগ বা ভাঁজ কম পড়বে।'

কেন্ডাল ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সে অসাধারণ রূপবতী নয়, তবে তার মধ্যে অভিজাত একটি ব্যাপার ছিল।

'ওর মধ্যে আভিজাত্য আছে,' মন্তব্য করেছিল এক অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্ট।

ওটা ফাঁকা বুলি ছিল না।

কেন্ডাল ছিল একা। প্রায়ই সে ডেটিং-এ যায়। তবে অর্থহীন এসব ডেটিং। খুব পরিশ্রম করছিল তবে মনে হচ্ছিল লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনও অনেক দেরি। নিউইয়র্কে প্রথমদিন আসার সময় যে-অবস্থানে ছিল কেন্ডাল, এখনও তেমনটিই আছে। *টপ ডিজাইনারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে,* ভাবল কেন্ডাল।

'আগামী চার হপ্তার জন্য তোমাকে বুক করেছি আমি,' রোজান বলল কেন্ডালকে, 'সবাই তোমাকে পছন্দ করে।'

'রোজান...'

'বলো, কেন্ডাল্!'

'আমি এসব আর করতে চাই না।'

অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকাল রোজান, 'কী?'

'আমি রানওয়ে মডেলিং করতে চাই।'

'প্রতিটি মডেলই রানওয়ে মডেলিং করার স্বপ্ন দেখে। মডেলিং জগতের সবচেয়ে উত্তেজক এবং লাভজনক হল এটা।' অনিশ্চিত শোনাল রোজানের কণ্ঠ। 'কিন্তু ওখানে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার এবং—'

'আমি সম্ভব করব।'

কেন্ডালের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রোজান। 'তুমি সত্যি এটা করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল রোজান। 'ঠিক আছে। তুমি যদি ব্যাপারটাতে সত্যি সিরিয়াস হয়ে থাকো তাহলে সবার আগে শিখতে হবে কীভাবে বিমের ওপর হাঁটতে হয়।'

'মানে?'

ব্যাখ্যা করল রোজান।

ওইদিন বিকেলে ছয় ফুট লম্বা, সরু একটা কাঠের বিম কিনে নিয়ে এল কেন্ডাল। মেঝেতে বসাল। প্রথম কয়েকবার বিমের ওপরে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেল পা পিছলে। কাজটা সহজ নয়, মনে মনে বলল কেন্ডাল। তবে আমি এটা করে ছাড়ব।

প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল সে। বিমের ওপর হাঁটা প্রাকটিস শুরু করে দিল। মিউজিক বাজছে, এক-মানুষ-সমান আয়নার সামনে প্রাকটিস চালিয়ে গেল কেন্ডাল। শুরু করল স্নিকার্স-পায়ে, তারপর হাইহিল, এমনকি ইভনিং গাউন পরেও বিমের ওপর দিয়ে হাঁটল সে।

কেন্ডালের যখন মনে হল এবারে সে প্রস্তুত, গেল রোজানের কাছে।

'আমি তোমার জন্য গলা বাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম,' বলল রোজান। 'আংগারো একজন রানওয়ে মডেল খুঁজছেন। তোমার নাম বলেছি। উনি তোমাকে

একটা সুযোগ দেবেন বলেছেন।

রোমাঞ্চ বোধ করল কেন্ডাল। আংগারো মডেলিং জগতে অন্যতম প্রতিভাবান ডিজাইনার।

পরের হপ্তায় শোয়ে এল কেন্ডাল। অন্য মডেলদের মতো ক্যাজুয়াল থাকার চেষ্টা করল সে।

আংগারো কেন্ডালের হাতে পরার জন্য পোশাক তুলে দিয়ে হাসল।

'গুডলাক।'

'ধন্যবাদ।'

কেন্ডালকে রানওয়েতে দেখে মনে হল যেন এ কাজটাই সে সারাজীবন ধরে করে আসছে। এমনকি অন্যান্য মডেলরাও তাকে দেখে অভিভূত। সফল হল শো, আর সেদিন থেকে এলিট সোসাইটির একজন সদস্য হয়ে গেল কেন্ডাল। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির জায়ান্টদের সঙ্গে কাজ করতে লাগল সে—ইভস সেন্ট লরেন্ট, হ্যালস্টন, ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, ডোনা কারান, ক্যালভিন ক্লাইন, র‍্যালফ লরেন, সেন্ট জন ইত্যাদি।

কেন্ডালের চাহিদা বেড়ে গেল। সারা পৃথিবীতে শো করে বেড়াতে লাগল। প্যারিসে জানুয়ারি এবং জুলাইতে শো হয়, মিলানে হয় মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুনে। এদিকে টোকিওতে এপ্রিল এবং অক্টোবর শো করার শীর্ষ সময়। অত্যন্ত ব্যস্ত এবং বিরামহীন সময়। তবে এ-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করে চলছিল কেন্ডাল।

কাজ করছে কেন্ডাল এবং শিখছে। বিখ্যাত ডিজাইনারদের পোশাকের মডেল হয় সে এবং ভাবে ডিজাইনার হলে এসব পোশাকে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারত। সে বাড়িতে ড্রেস নিয়ে স্কেচ আঁকে, নানা আইডিয়া ভিড় জমায় মস্তিষ্কে।

একদিন স্কেচের একটা পোর্টফোলিও নিয়ে সে গেল ম্যাগাজিনের হেড বায়ারের কাছে। বায়ার স্কেচ দেখে অভিভূত। 'কে এঁকেছে এগুলো?' জানতে চাইল মহিলা।

'আমি এঁকেছি।'

'ভালো। খুব ভালো হয়েছে।'

দুই হপ্তা পরে কেন্ডাল ডোনা কারানের সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করে দিল এবং বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কে শিখতে লাগল। বাড়িতে সে পোশাকের ডিজাইন করে।

একবছর পরে সে নিজের প্রথম ফ্যাশন শো করল। সুপার ফ্লপ হল শো।

সাধারণ মানের ডিজাইনগুলো নজর কাড়তে ব্যর্থ হা। আরেকটা শো'র আয়োজন করল কেন্ডাল। কেউ এল না দেখতে।

আমি ভুল পেশায় এসেছি, হতাশ হয়ে ভাবল কেন্ডাল। তবে বুঝতে পারছিল না শো'র ভুলটা কোথায় হয়েছে।

মাঝরাতে হঠাৎ ভাবনাটা এল মাথায়। কেন্ডাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে উপলব্ধি করতে পারল তার ভুলটা কোথায় হয়েছে। *আমি শুধু মডেলদের পরার জন্য ড্রেস ডিজাইন করছি। আমার আসলে পরিবারের জন্য ডিজাইন করা উচিত। স্মার্ট, আরামদায়ক, সস্তা এবং প্রাকটিকাল।*

প্রায় একবছর সময় লাগল কেন্ডালের আরেকটি শো করতে। শোটি তাৎক্ষণিক সাফল্য পেল।

কেন্ডাল রোজ হিল-এ খুব কমই আসে। তবে সে এলে খুশি হন না তার বাবা। তিনি আগের মতোই আছেন। বদলাননি এতটুকু। বরং মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়েছে।

'এখন পর্যন্ত কাউকে বঁড়শিতে গাঁথতে পারোনি? মনে হয় কোনোদিন পারবেও না।'

এক চ্যারিটি বল-এ কেন্ডালের সঙ্গে পরিচয় মার্ক রিনাদের। সে নিউইয়র্কের এক ক্রোকারিজ হাউজে ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে কাজ করে, নাড়াচাড়া করে বিদেশি মুদ্রা। কেন্ডালের চেয়ে সে বয়সে পাঁচবছরের ছোট, সুদর্শন ফরাসি, লম্বা ও রোগা। সে হাসিখুশি এবং মনোযোগী শ্রোতা, তাকে দেখামাত্র কেন্ডাল তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করল।

রিনাদ পরদিন সন্ধ্যায় কেন্ডালকে ডিনারের আমন্ত্রণ দিল। আর সে-রাতেই রিনাদের সঙ্গে বিছানায় গেল কেন্ডাল। তারপর থেকে প্রতিরাতে ওরা মিলিত হতে লাগল।

এক সন্ধ্যায় মার্ক রিনাদ বলল, 'কেন্ডাল, আমি তোমার প্রেমে পাগলপারা। তুমি নিশ্চয় জানো।'

নরম গলায় কেন্ডাল বলল, 'আমি সারাজীবন ধরে তোমাকেই খুঁজেছি, মার্ক।'

'তবে একটা বড়রকমের সমস্যা আছে। তুমি বিরাট এক সফল মানুষ। আমার উপার্জন তোমার কড়ে আঙুলের ডগার সমানও নয়। হয়তো একদিন—'

কেন্ডাল রিনাদের ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করিয়ে দিল। 'থামো। আমি যা কল্পনা করেছি তারচেয়ে অনেক বেশি তুমি আমাকে দিয়েছ।'

ক্রিসমাস ডেতে কেন্ডাল মার্ককে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে।

'তুমি ওকে বিয়ে করবে?' বিস্ফোরিত হলেন হ্যারি স্টানফোর্ড। 'ওকে কে চেনে? ও কেউ না! সে তোমাকে টাকার লোভে বিয়ে করতে চায়। ভাবছে অগাধ সম্পত্তির মালিক তুমি।'

মার্ককে বিয়ে করার জন্য আর কোনো কারণ দরকার ছিল না কেন্ডালের। পরেরদিনই কানেক্টিকাটে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল ওরা। এ বিয়ে কেন্ডালকে চরম সুখ দিল।

'তোমাকে নিয়ে তোমার বাবাকে আর শাসন করার সুযোগ দেবে না,' রিনাদ বলেছিল কেন্ডালকে। 'উনি সারাজীবন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন অর্থ। ওনার

টাকা আমাদের দরকার নেই।'

কেন্ডাল এরপর আরও বেশি করে ভালোবাসতে থাকে তার স্বামীকে।

স্বামী হিসেবে চমৎকার মার্ক—দয়ালু, বিবেচক এবং কেয়ারিং। আমার সব আছে, খুশিমনে ভাবে কেন্ডাল। *অতীত মরে গেছে।* তার বাবার সাহায্য ছাড়াই সে সফল হতে পেরেছে। আর ক'ঘণ্টা পরে শুরু হবে শো। গোটা ফ্যাশন-বিশ্ব কেন্ডালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। শুভলক্ষণ।

দুর্দান্ত হল শো। মিউজিকের তালে, ফ্ল্যাশ বাল্বের ঝলকানিতে সিক্ত হতে হতে রানওয়েতে হেঁটে এল কেন্ডাল, বোঁ করল, স্মিত হাসিতে গ্রহণ করল প্রশংসা। মার্ক যদি এখন প্যারিসে থাকত খুব খুশি হত কেন্ডালের আজকের বিজয় দেখে। কিন্তু ওর ব্রোকারেজ হাউজ ওকে ছুটি দেয়নি।

লোকজন চলে যাওয়ার পরে অফিসে ফিরে এল কেন্ডাল। সহকারী বলল, 'আপনার একটা চিঠি আছে। হাতে হাতে দিয়ে গেছে একজন।' বাদামি রঙের একটা খাম তুলে দিল সে কেন্ডালের হাতে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল কেন্ডালের। পড়ার আগেই জানে কী আছে ওতে। চিঠিতে লেখা :

প্রিয় মিসেস রিনাদ,

আপনাকে দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ওয়াইল্ড অ্যানিমেল প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন আবার অর্থকষ্টে পড়েছে। ব্যয় সংকুলানের জন্য অনতিবিলম্বে আমাদের ১,০০,০০ ডলার প্রয়োজন। টাকাটা জুরিখের ক্রেডিট সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার 804072-এ পাঠাতে হবে।

নিচে কারও সই নেই।

কেন্ডাল বসে রইল ওখানে। চিঠির দিকে ফাঁকা চাউনি। এর কোনো বিরতি নেই। ব্ল্যাকমেইলের সমাপ্তি ঘটবে না।

আরেক সহকারী তড়িঘড়ি ঢুকল অফিসে। 'কেন্ডাল, আমি দুঃখিত। এইমাত্র একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ শুনলাম।'

ভয়ংকর দুঃসংবাদের খবর আর সইতে পারব না আমি, ভাবল কেন্ডাল।

'কী...কী খবর?'

'রেডিও টেলি লুক্সেমবার্গের খবরে বলছে আপনার বাবা... মারা গেছেন। পানিতে ডুবে মরেছেন।'

কেন্ডাল একমুহূর্তের জন্য ডুবে গেল ভাবনায়। প্রথমেই যে কথাটা তার মাথায় এল তা হল, *আমার কী নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারতেন? আমার সাফল্য নাকি খুনী হিসেবে আমার কর্মকাণ্ড?*

১০

পেগি ম্যালকোভিচের সঙ্গে উড্রো উডি স্টানফোর্ডের বিয়ে হয়েছে দুবছর। তবে হোবসাউন্ডের অধিবাসীদের এখনও পেগিকে 'ওই রক্ষিতা' বলে সম্বোধন করে।

রেইন ফরেস্ট গ্রিলে ওয়েট্রেসের কাজ করত পেগি। ওখানে উডির সঙ্গে পরিচয় তার। হোবসাউন্ডের সোনার ছেলে উডি স্টানফোর্ড। সে ফ্যামিলি-ভিলায় থাকে, অত্যন্ত সুদর্শন, হাসিখুশি, সঙ্গলিপ্সু, হোবসাউন্ডের ফিলাডেলফিয়া এবং লং আইল্যান্ডের সুন্দরী তরুণীরা তার টার্গেট। কাজেই সবাই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল যখন উডি পেগিকে বিয়ে করল। পঁচিশ বছরের পেগির চেহারা শাদামাটা, স্কুলের পার্টও চুকোয়নি, তার কোনো পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তার বাবা দিনমজুর, মা গৃহবধূ।

সবাই আরও বেশি শক্‌ড্ হল এ-কারণে যে-সকলে ভেবেছিল উডি মিমি কারসনকে বিয়ে করবে। মিমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তার বাবা কাঠের বিরাট ব্যবসায়ী। মিমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। এবং মিমি পাগলের মতো ভালোবাসত উডিকে।

হোবসাউন্ডে দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ে পেগি মালকোভিচ গর্ভবতী হয়ে পড়ার কারণে উডি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।

'ফর গডস শেক, বুঝতে পারছি ছেলেটা মেয়েটাকে গর্ভবতী করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে একটা ওয়েট্রেসকে নিশ্চয় তুমি বিয়ে করতে পারো না।' এটা হোবসাউন্ডের অধিবাসীদের চোখে ছিল পাপ।

বছর-কুড়ি আগে হোবসাউন্ডে একই রকমের আরেকটা স্ক্যান্ডাল নাড়া দিয়েছিল। সেটাও স্টানফোর্ড পরিবারকে ঘিরে। বিখ্যাত, অভিজাত পরিবারের মেয়ে এমিলি টেম্পল আত্মহত্যা করে। কারণ তার স্বামী তার সন্তানদের গভর্নেসকে গর্ভবতী করে ফেলেছিলেন।

উডি স্টানফোর্ড যে তার বাপকে ঘৃণা করে এটা সে কখনোই গোপন করার চেষ্টা করেনি। ওয়েট্রেসকে বিয়ে করেছিল দেখাতে সে তার বাপের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

বিয়েতে একমাত্র দাওয়াত পায় পেগির ভাই হুপ। নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এসেছিল সে। পেগির চেয়ে বয়সে দুইবছরের বড় হুপ, ব্রনক্সে এক বেকারিতে কাজ করে। সে লম্বা, অত্যন্ত রোগা, সারামুখে ফুটকি, উচ্চারণ খাঁটি ব্রুকলিনের টান।

'তুমি বউ হিসেবে চমৎকার একটি মেয়ে পেয়েছ,' বিয়ের পরে সে উডিকে বলেছে।

'জানি,' নিষ্প্রাণ গলায় বলেছে উডি।
'আমার বোনের প্রতি খেয়াল রেখো।'
'আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'
বিয়ের চার হপ্তা পরে সন্তান হারায় পেগি।

হোবসাউন্ডে বেশিরভাগ পরিবারই গোঁড়া, স্বতন্ত্র। জুপিটার আইল্যান্ড হোবসাউন্ডের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অংশ। দ্বীপটির পশ্চিম ইন্টারকোস্টাল ওয়াটারওয়ে, পুবে আটলান্টিক মহাসাগর, এখানে শুধু বড়লোকরা বেড়াতে আসেন যাদের পছন্দ প্রাইভেসি ও নিরাপত্তা। বিশ্বের অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে এখানে পুলিশের সংখ্যা বেশি। এখানকার অধিবাসীরা টরেস কিংবা স্টেশন ওয়াগন চালান। তাদের প্রায় সবারই সেইলবোট আছে।

হোবসাউন্ডে যাদের জন্ম হয়নি, তাদেরকে হোবসাউন্ড কম্যুনিটির সদস্য হওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়। উড্রো স্টানফোর্ড এবং 'ওই ওয়েট্রেস'-এর বিয়ের পরে প্রশ্ন উঠল, এখানকার অধিবাসীরা কি কনেকে তাদের সমাজে মেনে নেবে?

হোবসাউন্ডের ডোয়াইন বা পুরোনো সদস্য মিসেস অ্যান্থনি পেলেটিয়ের সকল সামাজিক ঝগড়া-ফ্যাসাদে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ হল ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি এবং হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা মানুষের কবল থেকে কম্যুনিটিকে রক্ষা করা। হোবসাউন্ডে নবাগতদের আগমন ঘটার পরে তারা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মিসেস পেলিটিয়েরের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়, তিনি তাঁর শোফার মারফত তাদের কাছে একটি চামড়ার ট্রাভেলিং ব্যাগ পাঠিয়ে দেন। এর মানে হল তুমি আমাদের সমাজে স্বাগত নও। কাজেই বিদায় হও।

মিসেস পেলেটিয়েরের বান্ধবীরা উৎসাহভরে প্রায়ই একটি গল্প বলেন। আর তা হল—

এক গ্যারেজ মেকানিক এবং তার স্ত্রী হোবসাউন্ডে একটি বাড়ি কিনেছিল। মিসেস পেলটিয়ের তাদেরকে প্রতীক হিসেবে ট্রাভেলিং ব্যাগ পাঠিয়ে দেন। মেকানিকের স্ত্রী এর অর্থ জানার পরে হেসে উঠে বলেছিল, 'ওই শয়তান বুড়ি যদি মনে করে থাকে আমাকে সে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, ভুল ভেবেছে।'

তবে এরপর অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে থাকে। ওই দম্পতি হঠাৎ করে আবিষ্কার করে প্রয়োজনের সময়ে তারা কোনো কাজের লোক পাচ্ছে না, রিপেয়ারম্যান অদৃশ্য, মুদি-দোকানে কিছু অর্ডার দিলে তা পাওয়া যায় না। জুপিটার আইল্যান্ড ক্লাবের সদস্য হওয়া দূরে থাক, তারা স্থানীয় ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে পর্যন্ত যেতে পারত না রিজার্ভেশন পেত না বলে। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলত না। সুটকেস পাবার তিনমাস পরে দম্পতি তাদের বাড়ি বিক্রি করে হোবসাউন্ড ছেড়ে চলে যায়।

কাজেই উডির বিয়ের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর কম্যুনিটির লোকজন নিশ্বাস

চেপে রাখল। প্রথম কয়েক হপ্তা পেগিদেরকে সাধারণ কম্যুনিটি অনুষ্ঠানেও দাওয়াত করা হল না। তবে হোবসাউন্ডের অধিবাসীরা পছন্দ করত উডিকে। তাছাড়া তার নানি ছিলেন হোবসাউন্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারগুলোর একজন।
আস্তে আস্তে লোকে পেগি এবং তাকে তাদের বাড়িতে দাওয়াত দিতে লাগল। উড্রোর বউ দেখতে কেমন জানার আগ্রহও কম ছিল না তাদের।

'মেয়েটার মধ্যে নিশ্চয় বিশেষ কিছু আছে নইলে উড্রো কোনোদিনই তাকে বিয়ে করত না।'

তবে দারুণভাবে হতাশ হয় তারা। পেগির চেহারায় অসাধারণ কিছু নেই, ব্যক্তিত্বহীন, পোশাক নির্বাচনের ব্যাপারেও রুচিহীনতার পরিচয় দেয় সে।

বিস্মিত হল উডির বন্ধুরা। 'এ মেয়ের মধ্যে এমন কী দেখেছে সে যে একে বিয়ে করে বসল। উড্রো অন্য যে-কাউকে বিয়ে করতে পারত!'

উড্রো প্রথম দাওয়াতটা পেল মিমি কারসনের কাছ থেকে। উডির বিয়ের খবরে বুক ফেটে গিয়েছিল তার। নিজের অনুভূতি গোপনও করেনি সে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে যখন মিমিকে বলেছে, 'ভুলে যাও, মিমি। তুমি এ শোক সামলে উঠতে পারবে।' মিমি জবাব দিয়েছে, 'আমি এ শোক নিয়েই বাঁচব। কখনোই ভুলব না ওকে।'

উডি বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল একটা ভুল করে ফেলেছে। তবে এজন্য পেগির ওপর দোষ চাপাতে চায়নি সে। সে ভালো স্বামী হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তবে সমস্যা হল পেগির সঙ্গে তার কোনোদিক থেকেই মিল ছিল না। পেগি তার বন্ধুদের সাথেও মিশতে পারত না।

মাত্র একজন লোকের সঙ্গে সহজে মিশতে পারত পেগি। তার ভাই। প্রতিদিন হুপের সঙ্গে ফোনে কথা বলত সে।

'ওকে আমি খুব মিস করছি,' অনুযোগের সুর পেগির কণ্ঠে।

'ওকে এখানে আসতে বলব? কদিন বেরিয়ে যাবে।'

'পারবে না,' স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভৎর্সনার গলায় বলেছে পেগি। 'ও তো একটা চাকরি করে।'

পার্টিতে পেগিকে নিয়ে যায় উডি। কিন্তু কারও সঙ্গেই সহজ হতে পারে না তার বউ। ঘরের এককোনায় বসে থাকে, ঘন ঘন ঠোঁট বোলায় জিভে। নার্ভাস এবং অস্বচ্ছন্দ।

উডির বন্ধুরা জানে স্টানফোর্ড ভিলায় থাকলেও বাবার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মা যে যৎসামান্য অর্থ রেখে গেছে তার জন্য তা দিয়ে চলে উডির। উডির নেশা হল পোলো এবং সে বন্ধুদের ঘোড়ায় চড়ে এ খেলা খেলে। পোলোতে খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন করা হয় কে কটা গোল দিতে পেরেছে তার ওপর ভিত্তি

করে। উডি গোল দিয়েছে ন'টা। সে এখন বুয়েনস আয়ার্সের মারিয়ানো আগুইরি, টেক্সাসের উইকি এল এফেন্দি, ব্রাজিলের আন্দ্রে দিনিজসহ আরও ডজনখানেক টপ গোলের কাতারে। পৃথিবীতে মাত্র বারোজন দশটি গোলদাতা আছেন, উডি তাঁদের দলে যোগ দেয়ার স্বপ্ন দেখে।

'কেন, জানো?' উডির এক বন্ধু মন্তব্য করেছে। 'কারণ ওর বাবা দশ গোলদাতা।'

মিমি কারসন জানত নিজের পোলো পনি কেনার সাধ্য নেই উডির। তাই সে উডিকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছে। বন্ধুরা কারণ জানতে চাইলে মিমি জবাব দিয়েছে, 'আমি ওকে সুখী দেখতে চাই।'

নবাগতরা যখন জানতে চায় কীভাবে উডির দিন চলে, লোকে স্রেফ কাঁধ ঝাঁকায়। বাস্তবে উডি দ্বিতীয় সারির জীবনযাপন করছে, গলফ-এ স্কিন খেলছে, বাজি ধরছে পোলো ম্যাচে, অন্যদের কাছ থেকে ধার করছে পোলো পনি, ইয়ট রেসিং-এ অংশ নিচ্ছে এবং মাঝেমাঝে পরকীয়ায় জড়াচ্ছে।

পেগির সঙ্গে বিয়েটা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল, যদিও উডি ব্যাপারটা স্বীকার করতে চাইছিল না।

'পেগি,' বলত সে, 'পার্টিতে গেলে অন্যদের সঙ্গে অন্তত একটু কথা-টথা বোলো।'

'আমি সেধে কথা বলতে যাব কেন? তোমার বন্ধুরাই তো আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে।'

'রাখবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল উডি।

হপ্তায় একদিন হোবসাউন্ড সাহিত্যসভা বাজারের প্রকাশিত সাম্প্রতিক বই নিয়ে আলোচনা করে। লাঞ্চের সময়।

এই বিশেষ দিনটিতে মহিলারা খেতে ব্যস্ত, স্টুয়ার্ড এল মিসেস পেলেটিয়েরের কাছে। 'মিসেস উড্রো স্টানফোর্ড বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছেন।'

ফিসফাস শুরু হয়ে গেল টেবিলে।

'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো,' বললেন মিসেস পেলেটিয়ের।

একমুহূর্ত পর ডাইনিংরুমে ঢুকল পেগি। চুল ধুয়েছে সে, পরে এসেছে সেরা পোশাকটি। ওখানে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সে, তাকাচ্ছে দলটার দিকে।

মিসেস পেলেটিয়ের পেগির দিকে তাকিয়ে নড্ করলেন, হাসিমুখে বললেন, 'মিসেস স্টানফোর্ড।'

পেগিও হাসি ফোটাল মুখে। 'জ্বি, ম্যাম।'

'আপনাকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের একজন ওয়েট্রেস আছে।' লাঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিসেস পেলেটিয়ের।

ঘটনা শুনে রেগে আগুন হল উডি। 'মহিলার কতবড় সাহস তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে!' পেগির হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'আবার কখনও ওখানে যাওয়ার আগে আমাকে বলবে, পেগি। দাওয়াত ছাড়া লাঞ্চে যাবে না।'

'আমি জানতাম না,' বিষণ্ণমুখে বলল পেগি।

'ঠিক আছে। আজ রাতে আমরা ব্লেকসে ডিনার করব। আমি চাই—'

'আমি যাব না।'

'কিন্তু ওরা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে।'

'তুমি যাও।'

'তোমাকে ছাড়া আমি যাব না...'

'আমি যাব না।'

রাত করে বাড়ি ফিরত উডি। পেগি নিশ্চিত ছিল অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে পার্টিতে ব্যস্ত থাকে ওর স্বামী।

অ্যাক্সিডেন্টটা বদলে দিল সবকিছু।

ঘটনাটা ঘটল একটা পোলো ম্যাচের সময়। খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল উডি। ঘোড়াটা পড়ল তার উপর। আরেকটা ঘোড়া তাল সামলাতে পারল না। তার লাথি খেল উডি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ওকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন ওর একটা পা ভেঙেছে, পাঁজরের তিনটি হাড়ে চিড় ধরেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফুসফুস।

পরের দুই হপ্তা তিনটে অপারেশন করতে হল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাল উডি। ব্যথা উপশমে ওকে ডাক্তাররা মরফিন দিলেন। প্রতিদিন পেগি হাসপাতালে এল স্বামীকে দেখতে। হুপ নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এল বোনকে সান্ত্বনা দিতে।

এ শারীরিক যন্ত্রণার কোনো তুলনা নেই। শুধু ওষুধ খাওয়ার পর সাময়িক উপশম ঘটে ব্যথার।

বাড়ি ফেরার কিছুদিন পরে বদলে যেতে লাগল উডি। প্রচণ্ড মেজাজি হয়ে উঠল সে। কিছুক্ষণ হাসিখুশি থাকে, পরের মুহূর্তে রেগে খিস্তি খেউড় শুরু করে দেয়। প্রায়ই ডুবে যায় গভীর হতাশায়। ডিনার টেবিলে বসে উডি হাসছে, জোকস বলছে, হঠাৎ রেগে যায় পেগির উপর, শুরু করে গালিগালাজ। আবার কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে ডুবে যায় গভীর ভাবনায়।

ভুলোমনা হতে লাগল উডি। ডেটিং করার জন্য ডেট দিল, কিন্তু ভুলে গেল সেখানে হাজির হতে। দাওয়াত পেয়ে লোকে এসে দেখে বাড়ি নেই উডি। দাওয়াত দেয়ার কথা ভুলে গেছে বেমালুম। সবাই চিন্তায় পড়ে গেল তাকে নিয়ে।

উডি প্রকাশ্যে পেগির সঙ্গে অভদ্র আচরণ শুরু করল। একদিন সকালে উডির এক বন্ধুর জন্য কফি আনতে গিয়ে কাপ থেকে খানিকটা কফি ছলকে পড়ল।

খেঁকিয়ে উঠল উডি, 'ওয়েট্রেস সবসময় ওয়েট্রেসই থাকে।'

পেগির গায়ে মারের দাগ লক্ষ করল অনেকেই। কী হয়েছে লোকে জানতে চাইলে বানোয়াট জবাব দেয় সে— 'দরজায় ধাক্কা খেয়েছিলাম' কিংবা 'বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গেছি।' এখন পেগির জন্য সবার মায়া হতে লাগল। তবে কেউ উডির সমালোচনা করলে প্রতিবাদ করে পেগি।

'খুব ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে উডি,' বলে পেগি। 'ও আর আগের মতো নিজের মধ্যে নেই।' উডির বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না পেগি।

ড. টিচনার ব্যাপারটা প্রথমে ফাঁস করে দিলেন।

পেগিকে একদিন তিনি তাঁর অফিসে আসতে বললেন। নার্ভাস বোধ করল পেগি। 'কোনো সমস্যা, ডাক্তার?'

একমুহূর্ত ওকে দেখলেন ডাক্তার। গালে মারের চোটে কালশিটে পড়ে গেছে, চোখ ফোলা।

'পেগি, তুমি কি জানো উডি ড্রাগ খায়?'

রাগ ফুটল পেগির চোখে। 'না! আমি বিশ্বাস করি না!' চেয়ার ছাড়ল। 'আমি একথা শুনতেও চাই না!'

'উডির আচরণ দেখেও কি তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? ও এই হাসিখুশি আছে তো পরমুহূর্তে রাগে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।'

আবার চেয়ারে বসে পড়ল পেগি। চেহারা মলিন।

'ও অ্যাডিক্টেড।'

ঠোঁট কামড়াল পেগি। 'না,' জেদের সুরে বলল, 'ও তা নয়।'

'ও তা-ই। বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো। তুমি ওকে সাহায্য করতে চাও না?'

'অবশ্যই চাই!' হাত মোচড়াচ্ছে পেগি। 'ওর জন্য আমি যে-কোনো কিছু করতে পারি। যে-কোনো কিছু।'

'ঠিক আছে। তাহলে শুরু করো। উডিকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে পাঠাতে হবে। আমি ওকে এখানে আসতে বলেছি।'

পেগি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের দিকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।' শান্ত শোনাল গলা।

সেদিন বিকেলে ড. টিচনারের অফিসে ঢুকল উডি ঝরঝরে মুড নিয়ে। 'আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, ডক্? পেগির ব্যাপারে কথা বলবেন, তাই না?'

'না। তোমার ব্যাপারে কথা বলব, উডি।'

বিস্মিত দেখাল উডিকে। 'আমার ব্যাপারে? আমি আবার কী করলাম?'

'তুমি কী করেছ নিশ্চয় জানো।'

'মানে?'

'এভাবে চলতে থাকলে তুমি নিজের এবং পেগির জীবনটা ধ্বংস করে ফেলবে। তুমি কী নিচ্ছ, উডি?'

'নিচ্ছি?'

'আমার প্রশ্নটা শুনেছ তুমি।'

দীর্ঘ বিরতি।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

বসে থাকল উডি, মেঝের দিকে দৃষ্টি। যখন কথা বলল, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি... আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছি। তবে আর সইতে পারছি না।'

'কী নিচ্ছ তুমি?'

'হেরোইন।'

'মাই গড!'

'বিশ্বাস করুন, বন্ধ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু... পারিনি।'

'তোমার সাহায্য দরকার। আর সাহায্য করার মতো জায়গা আছে। তোমাকে জুপিটারে হার্বার গ্রুপ ক্লিনিকে পাঠাব। যাবে?'

একটু ইতস্তত করে সায় দিল উডি। 'আচ্ছা।'

'তোমাকে হেরোইন দিচ্ছে কে?' জানতে চাইলেন ড. টিচনার।

মাথা নাড়ল উডি, 'তা আপনাকে বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে। তোমাকে ক্লিনিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

পরদিন সকালে ড. টিচনার তার অফিসে বসে আছেন পুলিশপ্রধানের সঙ্গে।

'ওকে কেউ হেরোইন সরবরাহ করছে,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু তার নাম বলেনি।'

চিফ অব পুলিশ মার্ফি তাকালেন ড. টিচনারের দিকে। মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি জানি কাজটা কে করছে।'

সন্দেহ করার মতো অনেকেই আছে। ছোট শহর হোবসাউন্ড। এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। জানে কে কী ব্যবসা বা চাকরি করছে।

ব্রিজ রোডে কিছুদিন আগে একটি মদের দোকান খোলা হয়েছে। দিন-রাত সবসময় তারা হোবসাউন্ডের খদ্দেরদের মদ সরবরাহে ব্যস্ত থাকে।

একটি স্থানীয় ক্লিনিকের ডাক্তারকে অতিরিক্ত ড্রাগ প্রেসক্রাইব করার জন্য জরিমানা করা হয়েছে।

বছরের শুরুর দিকে ওয়াটারওয়ের বিপরীত দিকে একটি জিমনাশিয়াম খোলা হয়েছে। শোনা যায়, ট্রেনার অ্যাস্টেরয়েড নেয় এবং তার খদ্দেরদের জন্য ড্রাগ জোগাড় করে দেয়।

তবে এদের কাউকে সন্দেহ করছেন না চিফ অব পুলিশ মার্ফি। তিনি অন্য একজনকে সন্দেহ করেছেন।

হোবসাউন্ডে বহুদিন ধরে মালির কাজ করছে টনি বেনেদোত্তি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজটা করে সে। হর্টিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করেছে টনি, বাগান করার কাজে সময় ব্যয় করতে ভালোবাসে। তার সাজানো বাগান এবং লনগুলো হোবসাউন্ডের সবচেয়ে সুন্দর বাগান। খুব চুপচাপ স্বভাবের মানুষ টনি। লোকে তার সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানে না। মালি হলেও সে পড়াশোনা করেছে। সমম্ভবত এ কারণে তার অতীত নিয়ে লোকের একটা আগ্রহ রয়েছে। মার্ফি টনিকে ডেকে পাঠালেন।

'ব্যাপারটা যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে হয়, ওটা আমি রিনিউ করেছি,' বলল টনি।

'বসো।' হুকুম দিলেন মার্ফি।

'কোনো সমস্যা?'

'হুঁ। তুমি পড়াশোনা-জানা মানুষ, ঠিক?'

'জ্বি।'

চেয়ারে হেলান দিলেন চিফ অব পুলিশ। 'তাহলে মালি হতে গেলে কেন?'

'প্রকৃতিকে ভালোবাসি তাই।'

'কদ্দিন ধরে মালির কাজ করছ?'

বিস্মিত দেখাল টনিকে, 'আমার কোনো কাস্টমার আপনাকে অভিযোগ করেছে?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'পনেরো বছর।'

'তোমার চমৎকার একটি বাড়ি এবং বোট আছে?'

'জ্বি।'

'মালির কাজ করে তুমি বাড়ি এবং বোটের মালিক হলে কী করে?'

'বাড়িটা খুব বড় নয়। বোটও।'

'হয়তো অন্য কোনো খাত থেকে তোমার পয়সা আসে।'

'মানে...?'

'তুমি মিয়ামিতে কয়েকজনের সঙ্গে কাজ করো, না?'

'জ্বি।'

'সেখানে প্রচুর ইটালিয়ান আছে। তুমি ওদেরকে কখনও কোনো বিশেষ কাজ করে দিয়েছ?'

'কী বিশেষ কাজ?'

'ধরো মাদক সরবরাহ।'

আতঙ্কিত দেখাল টনিকে। 'মাই গড! অবশ্যই না।'

সামনে ঝুঁকলেন মার্ফি। 'একটা কথা বলি, বেনেদোত্তি। তোমার ওপর আমি

নজর রাখছি। তুমি যাদের সঙ্গে কাজ করো তাদের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা তোমাকে কিংবা তোমার মাফিয়া বন্ধুদেরকে এখানে চায় না। বোঝা গেছে?'

এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল টনি। তারপর তাকাল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'বেশ। আমি চাই কালকের মধ্যে তুমি বিদায় হবে। তোমার চেহারা আবার দেখতে চাই না।'

হার্বার গ্রুপ ক্লিনিকে তিন হপ্তা থাকতে হল উডিকে। যখন ফিরে এল, আবার সেই পুরোনো উডির চেহারায় পাওয়া গেল তাকে—বন্ধুবৎসল, হাসিখুশি। সে পোলো খেলতে শুরু করল, চড়তে লাগল মিমি কারসনের ঘোড়ায়।

রোববার পাম বিচ পোলো অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব-এর অষ্টম বার্ষিকী পালিত হল। সাউথ শোর বুলেভার্ডে রীতিমতো ট্রাফিক জ্যাম বেঁধে গেল। কারণ তিন লাখ ভক্ত এসে ভিড় জমিয়েছে পোলো মাঠে। মাঠের পশ্চিমদিকের বক্সসিট দখল করল তারা, বিপরীতদিকের সস্তা আসনগুলোয় বসল অন্যান্যরা। পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের কয়েকজন আজ খেলতে এসেছেন।

মিমি কারসনের পাশে পেগি, বক্সসিটে বসেছে মিমির অতিথি হিসেবে।

'উডি বলল তুমি নাকি এই প্রথম পোলোম্যাচ দেখছ। এর আগে খেলা দেখতে আসোনি কেন?' জিজ্ঞেস করল মিমি।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল পেগি। 'আ... আমার খুব নার্ভাস লাগে উডির খেলা দেখতে। আমি চাই না ও আবার আহত হোক। এটা খুব বিপজ্জনক খেলা, না?'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল মিমি, 'আটজন খেলোয়াড়, প্রত্যেকের ওজন একশো পঁচাত্তর পাউন্ড করে, তাদের নয়শো পাউন্ড ওজনের পনিগুলো যখন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ত্রিশ গজ বিস্তারের মাঠে পরস্পরের দিকে ধেয়ে যায়—হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে।'

শিউরে উঠল পেগি। 'উডির আবার কিছু হলে আমি সইতে পারব না। সত্যি পারব না। ওকে নিয়ে আমি খুব ভয়ে থাকি।'

নরম গলায় বলল মিমি কারসন, 'ভয়ের কিছু নেই। ও সেরাদের একজন। ও হেক্টর বারান্টাসের কাছে খেলা শিখেছে, তুমি জানো?'

বোকা-বোকা চেহারা নিয়ে মিমির দিকে তাকাল পেগি। 'কে?'

'উনি একজন টেন-গোল প্লেয়ার। পোলোর কিংবদন্তি।'

'ও, আচ্ছা।'

পনিগুলো মাঠে ঢুকতে জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

'কী হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল পেগি।

'খেলা শুরুর আগে ওরা একটা প্র্যাকটিস সেশন শেষ করল। এখন শুরু হবে খেলা।'

মাঠে দুই দল সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। তাদের মাথার উপর ফ্লোরিডার উত্তপ্ত সূর্য।

উডিকে দারুণ দেখাচ্ছে—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। পেগি ওকে লক্ষ্য করে হাত নাড়ল, ছুড়ে দিল চুমু।

দুটো দলই পাশাপাশি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতে ম্যালেট (পোলো খেলার জন্য হাতুড়ির মতো লম্বা লাঠি)।

'সাধারণত ছ'টা বিরতি নিয়ে খেলা হয়। একে বলে ক্লাকার্স।' মিমি কারসন ব্যাখ্যা করছে পেগিকে। 'প্রতিটি ক্লাকার সাত মিনিট স্থায়ী হয়। ঘণ্টা বাজলে সমাপ্তি ঘটে ক্লাকারের। তারপর খানিক বিশ্রাম। প্রতিবার ওরা ঘোড়া বদলায়। যাদের স্কোর সবচেয়ে বেশি হয় মানে সবচেয়ে বেশি গোল দিতে পারে, তারা জিতে যায় খেলায়।'

'ঠিক।'

মিমির সন্দেহ হল পেগি খেলার মাজেজা সত্যি কতটুকু বুঝতে পেরেছে ভেবে।

মাঠে খেলোয়াড়রা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আম্পায়ারের দিকে। অপেক্ষা করছে ঘণ্টা বাজার জন্য। দর্শকদের উপর চোখ বুলাল আম্পায়ার। হঠাৎ শাদা প্লাস্টিক বলটা ছুড়ে দিল খেলোয়াড়দের দুই সারির মাঝখানে। শুরু হয়ে গেল খেলা।

খেলায় প্রথম তিনটে ক্লাকারে জিতে গেল উডির দল। তার টিমমেটরা এসে তাকে অভিনন্দিত করল। তারপর একে একে চলে গেল মাঠে। হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগল উডির। নিজেকে চাঙা করে তোলার ওষুধ হাতের কাছেই আছে। কিন্তু জিনিসটা নেবে কি নেবে না এ নিয়ে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মনে পড়ল সে কথা দিয়েছে ও-জিনিস আর খাবে না। কিন্তু একবারই তো, মনকে বোঝাল উডি। আর কোনোদিন সে ও-জিনিস ছোঁবে না। গাড়িতে গেল উডি। হাত বাড়াল গ্লাভ কমপার্টমেন্টের দিকে।

মাঠে ফিরে এল উডি। গুনগুন করে গান গাইছে। চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। দর্শকের উদ্দেশে হাত নাড়ল, যোগ দিল অপেক্ষমাণ দলের সঙ্গে। *আমার কোনও দলেরও দরকার নেই*, ভাবছে উডি। *আমি একাই ওই হারামজাদাগুলোর সঙ্গে এখন লড়তে পারি। আমি পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়।* মুচকি হাসল উডি।

ষষ্ঠ ক্লাকারে'র সময় দুর্ঘটনাটা ঘটল। ফাউল করে বসল উডি। আম্পায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পেনাল্টি গোলের সুযোগ দিলেন।

এরপর যেন উন্মাদ হয়ে গেল উডি। তিন মিনিটের মধ্যে সে আরও দুবার চড়াও হল প্রতিপক্ষের উপর, ফাউল করে বসল। ফলে পেনাল্টি পেল প্রতিপক্ষ এবং দুটো গোলও পেল। সবাই ধরে নিয়েছিল উডির দল জিতবে। কিন্তু ওর বারবার ফাউল

করার কারণে নিশ্চিত জয় ফস্কে গেল। হেরে গেল উডির দল।

খেলার নাটকীয় পরিবর্তনে স্তম্ভিত মিমি।

পেগি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, 'অবস্থা সুবিধের না, না?'

তার দিকে ফিরল মিমি। 'অবস্থা আমার কাছে সুবিধের ঠেকছে না, পেগি।'

এক স্টুয়ার্ড হাজির হল বক্সে, 'মিস কারসন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

মিমি পেগিকে বলল, 'আমি আসছি এখুনি।'

পেগি ওদেরকে চলে যেতে দেখল।

খেলা শেষ। থম মেরে গেছে উডির দল। উডি লজ্জায় তার দলের লোকদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। মিমি কারসনকে দেখা গেল দ্রুত হেঁটে আসছে।

'উডি, একটা খারাপ খবর আছে। খুবই খারাপ খবর।' একটা হাত রাখল সে উডির কাঁধে। 'তোমার বাবা মারা গেছেন।'

উডি তাকাল মিমির দিকে। মাথা নাড়ল ডানে-বামে। ফোঁপাচ্ছে। 'আ-আমি দায়ী এজন্য। আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে।'

'না। নিজেকে দোষ দিচ্ছ কেন? এজন্য তুমি দায়ী নও।'

'হ্যাঁ। আমিই দায়ী।' কেঁদে উঠল উডি, 'তুমি বুঝতে পারছ না? পেনাল্টি না দিলে আমরাই জিতে যেতাম খেলায়।'

১১

জুলিয়া স্টানফোর্ড কোনোদিন তার বাপকে দ্যাখেনি। ওর বাবা এখন মৃত। কানসাস সিটি স্টার-এ কালো হেডলাইন লেখা : **টাইকুন হ্যারি স্টানফোর্ড সাগরে ডুবে মারা গেছেন!**

খবরের কাগজের প্রথম পাতার ছবির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জুলিয়া স্টানফোর্ড। মনের ভেতরে মিশ্র অনুভূতি। *আমার মার সঙ্গে উনি যে আচরণ করেছেন সেজন্য কি আমি তাঁকে ঘৃণা করি, নাকি তিনি আমার বাবা বলে ভালোবাসি? আমি কোনোদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি এজন্য কি আমি অপরাধবোধে ভুগছি? নাকি উনি কখনও আমার খোঁজ নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি বলে তাঁর উপর আমি ক্রুদ্ধ? কিন্তু এসব চিন্তা করে এখন লাভ নেই* ভাবল সে। কারণ উনি মারা গেছেন।

তার বাবা তার কাছে সবসময়ই মৃত ছিলেন। আবার তিনি মারা গেছেন। ওর সঙ্গে যেন প্রতারণা করেছেন। ঠিক জানে না কেন, বিরাট কিছু একটা হারানোর বেদনা ব্যথিত করে তুলছে জুলিয়াকে। গর্দভ! ভাবল সে।

যাকে আমি চিনিই না তাকে হারানোর বেদনায় কেন বেদনার্ত হব আমি? খবরের কাগজের ছবির দিকে আবার তাকাল সে। *তাঁর কোনোকিছু কি আমার মধ্যে আছে?* দেয়ালে ঝোলানো আয়নার দিকে তাকাল জুলিয়া। চোখ। আমার চোখ তাঁর মতোই গাঢ় ধূসর রঙের।

বেডরুমের ক্লজিটে ঢুকল জুলিয়া। কাবার্ডের ভাঙা একটা বাক্স সরাল, ভেতর থেকে কিনারে বসে স্ক্র্যাপবুক খুলল জুলিয়া। পরের দু'ঘণ্টা ডুবে রইল স্ক্র্যাপবুকের ছবি নিয়ে। গভর্নেসের ইউনিফর্ম-পরা ওর মায়ের অসংখ্য ছবি হ্যারি স্টানফোর্ড, মিসেস স্টানফোর্ড এবং তার তিন বাচ্চার সঙ্গে। বেশিরভাগ ছবি ইয়টের। ইয়টে তাঁরা রোজহিল কিংবা হোবসাউন্ড ভিলায় বেড়াতে গেছেন।

খবরের কতগুলো হলদে ক্লিপিং স্ক্র্যাপবুক থেকে আলাদা করল জুলিয়া। বোস্টনে বহু-আগে-ঘটে-যাওয়া স্ক্যান্ডালের ঘটনা ছাপা হয়েছে এতে। হেডলাইনগুলো প্রায় আবছা হয়ে এসেছে। তবু পড়া যায় :

বিকন হিল-এ প্রেমকুঞ্জ

বিলিওনিয়ার হ্যারি স্টানফোর্ডের স্ক্যান্ডাল

টাইকুনের স্ত্রীর আত্মহত্যা

গভর্নেস রোজমেরি নেলসন অদৃশ্য

আরও ডজনখানেক গসিপ কলাম লেখা হয়েছে কটাক্ষ করে। জুলিয়া অনেকক্ষণ বসে রইল, ডুবে গেছে স্মৃতিচারণে।

মিলাউইকি'র সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে জন্ম জুলিয়ার। শৈশবের যেসব কথা ওর মনে পড়ে তা শুধুই এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে স্থানান্তরের স্মৃতি। এমন সময়ও গেছে যখন খাবার কিনে খাওয়ারও পয়সা ছিল না, বেকার হয়ে কাটাতে হয়েছে দিনের-পর-দিন। ছোটমেয়েটি শীঘ্রি বুঝে গিয়েছিল মা'র কাছে খেলনা বা নতুন পোশাক কেনার আবদার করে লাভ নেই। দিতে পারবে না মা।

পাঁচবছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হল জুলিয়া। প্রতিদিন একই পোশাক এবং একই নোংরা জুতো পরে যেত বলে ওর সঙ্গে ঠাট্টা করত ক্লাসমেটরা। বাচ্চারা ওকে অপমান করে কিছু বললে প্রতিবাদ করত জুলিয়া। প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করত সে। এবং প্রায়ই প্রিন্সিপালের কাছে তার নামে নালিশ যেত। জুলিয়াকে নিয়ে কী করবেন বুঝতে পারতেন না শিক্ষকরা। একটার-পর-একটা ঝামেলা লেগেই থাকত জুলিয়াকে নিয়ে। তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়নি একটিমাত্র কারণে : জুলিয়া ছিল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী।

জুলিয়ার মা তাকে বলেছিল তার বাবা মারা গেছেন। তা-ই বিশ্বাস করেছে জুলিয়া। কিন্তু বারোবছর বয়সে একদিন একটা অ্যালবামে কয়েকজন অচেনা লোকের সঙ্গে মা'র ছবি দেখে অবাক হল সে।

'এরা কারা?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

জুলিয়ার মা বুঝতে পারল সত্যিকথা বলার সময় এসেছে এখন।

'বসো, সোনা,' সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল জুলিয়ার হাত। খবরটা ফাঁস করতে কোনো কৌশলের আশ্রয় নিল না। 'এ তোমার বাবা। ওই মেয়েটি তোমার সৎবোন আর ওরা দুজন তোমার সৎভাই।

মা'র দিকে তাকাল জুলিয়া, বিস্মিত। 'বুঝতে পারলাম না।'

সত্যটা জেনে জুলিয়ার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ওর বাবা বেঁচে আছেন! ওর সৎ ভাইবোনও আছে। তথ্যটা হজম করতে কষ্ট হল। 'কেন... কেন আমাকে মিথ্যা বললে তুমি?'

'তখন খুব ছোট ছিলে। বললেও বুঝতে পারতে না। তোমার বাবা আর আমার... প্রেম ছিল। উনি ছিলেন বিবাহিত। আর আমি... আমাকে চলে আসতে হয়েছে তোমাকে জন্ম দেয়ার জন্য।'

'আমি তাঁকে ঘৃণা করি,' বলল জুলিয়া।

'না। তাঁকে ঘৃণা কোরো না।'

'উনি কী করে তোমার সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পারলেন?'

'দোষ শুধু ওনার নয়, আমারও ছিল,' করুণ শোনাল জুলিয়ার মা'র কণ্ঠ। 'তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। আর আমার বয়স ছিল কম, বোকাসোকাও ছিলাম। জানতাম এ প্রেম কোনো সুফল বয়ে আনবে না। উনি বলতেন আমাকে ভালোবাসেন... কিন্তু উনি ছিলেন বিবাহিত, পরিবার ছিল। এবং... আমি তারপর গর্ভবতী হয়ে পড়ি।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'এক সাংবাদিক আমাদের ব্যাপারটা জেনে ফেলে। তারপর সবগুলো পত্রিকায় ছাপা হয় খবরটা। আমি পালিয়ে যাই। ভেবেছিলাম তোমার এবং আমার জন্য ফিরে যাব তার কাছে। কিন্তু তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে বসে। আর আমি... আমি তাঁর বা তাঁর সন্তানের কখনও মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাইনি। দোষটা আমারই। কাজেই ওনাকে দোষ দিয়ো না।'

তবে গল্পের একটা অংশ রোজমেরি গোপন রেখেছে তার মেয়ের কাছে। বাচ্চা হওয়ার পরে হাসপাতালের ক্লার্ক বলেছিল, 'আমরা বার্থ সার্টিফিকেট লিখব। বাচ্চার নাম কি জুলিয়া নেলসন লিখব?'

রোজমেরি হ্যাঁ বলতে গিয়েও থেমে গেছে। ভেবেছে না! *ও তো হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে। আমার মেয়ের নামে তার বাবার পদবিই থাকবে।*

'আমার মেয়ের নাম জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

রোজমেরি হ্যারি স্টানফোর্ডকে চিঠি লিখেছিল। বলেছিল জুলিয়ার কথা। কিন্তু কোনোদিন চিঠির জবাব পায়নি।

বিখ্যাত এক পরিবারে তার জন্ম শুনে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল জুলিয়া। এ পরিবারকে নিয়ে পত্রিকায় লেখা হয় শুনে সে রীতিমতো অভিভূত। জুলিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে গেল, হ্যারি স্টানফোর্ডকে নিয়ে সমস্ত লেখা বের করল। হ্যারিকে নিয়ে কয়েক ডজন আর্টিকেল লেখা হয়েছে। তিনি একজন কোটিপতি, তিনি ভিন্ন-এক জগতে বাস করেন যে-জগত থেকে জুলিয়া ও তার মা সম্পূর্ণ বিতাড়িত।

একদিন জুলিয়ার এক ক্লাসমেট তাকে গরিব বলে উপহাস করল। ঝংকার দিয়ে উঠল জুলিয়া, 'আমি মোটেই গরিব নই। আমার বাবা পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন। আমাদের ইয়ট আছে, আছে বিমান এবং এক ডজন সুন্দর বাড়ি।'

জুলিয়ার কথা শুনে ফেললেন তার টিচার। তিনি ডাকলেন, 'জুলিয়া, এদিকে এসো।'

জুলিয়া শিক্ষকের ডেস্কে গেল, 'এভাবে মিথ্যাকথা বলতে নেই।'

'আমি মিথ্যাকথা বলিনি,' প্রতিবাদ করল জুলিয়া। 'আমার বাবা কোটিপতি। তিনি প্রেসিডেন্ট এবং রাজা-বাদশাদের বন্ধু।'

সাধারণ, জীর্ণ সুতোর পোশাক-পরা কিশোরী মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন টিচার। বললেন, 'জুলিয়া, তুমি সত্যকথা বলছ না।'

'অবশ্যই সত্যকথা বলছি,' গোঁ ধরে রইল জুলিয়া।

প্রিন্সিপালের অফিসে পাঠানো হল জুলিয়াকে। তারপর বাবার কথা স্কুলে একবারও উচ্চারণ করেনি জুলিয়া।

মা কেন তাকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে তার কারণও জানতে পারল জুলিয়া।

প্রেসের ভয়ে। প্রেস হ্যারি স্টানফোর্ডের পিছু ছাড়ছিল না কিছুতেই, গসিপ ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজগুলো পুরোনো স্ক্যান্ডাল খুঁড়ে বের করছিল। সাংবাদিকরা অবশেষে খুঁজে বের করে ছেড়েছে রোজমেরি নেলসন কে ছিল এবং সে কোথায় থাকছে। কাজেই জুলিয়াকে নিয়ে পালাতে হয়েছে রোজমেরির।

হ্যারি স্টানফোর্ডকে নিয়ে লেখা খবরের কাগজের প্রতিটি লেখা খুঁটিয়ে পড়ল জুলিয়া, এবং প্রতিবার তার বাবাকে ফোন করার ইচ্ছে হল। জুলিয়ার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল তার বাবা তার মাকে নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জুলিয়ার ইচ্ছে করল একদিন ফোন করে বলে, 'আমি তোমার মেয়ে। তুমি যদি আমাদেরকে দেখতে চাও...'

জুলিয়া কল্পনা করল তার ফোন পেয়ে বাবা ওদের কাছে চলে এসেছেন, কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন ওদেরকে। ওর মাকে বিয়ে করেছেন। তারপর ওরা সুখে শান্তিতে বসবাস শুরু করেছে।

বড় হচ্ছে জুলিয়া স্টানফোর্ড, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ঘন কালো লম্বা চুল, হাসিখুশি চেহারা, বাবার মতোই ঝকঝকে ধূসর চোখ, মেদহীন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব। তবে সে যখন হাসে, মানুষ সবকিছু ভুলে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

প্রায়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল বলে বিভিন্ন রাজ্যের নানা স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছে জুলিয়াকে। গরমের ছুটিতে সে নিজেই উপার্জন করতে লাগল কখনও ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ক্লার্কের কাজ করে, কখনওবা ওষুধের দোকানে রিসেপশনিস্ট হয়ে।

কানসাসের সিটিতে কলেজজীবন শেষ করল জুলিয়া। স্কলারশিপে পড়াশোনা করেছে সে এখানে। পড়াশোনার পালা শেষ। এখন কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না জুলিয়া। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ বন্ধুরা তাকে অভিনয় করতে বলল।

'রাতারাতি তুমি তারকা হয়ে যাবে!'

হেসে কথাটা উড়িয়ে দিল জুলিয়া, 'কার দায় পড়েছে প্রতিদিন সকালে ওঠার?'

আসল কারণ হল ফিল্মে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ বোধ করেনি সে প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। সারাটা জীবন সে আর তার মা প্রেসের ধাওয়া খেয়ে কাটিয়েছে। তাও কী? বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার জন্য।

জুলিয়ার বাবা-মাকে একত্রিত করার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটল যেদিন মারা গেল ওর মা।

সব হারানোর বেদনায় শোকার্ত হয়ে পড়ল ও। *আমার বাবার জানা উচিত মা তার জীবনের একটা অংশ ছিল,* ভাবল জুলিয়া। বোস্টনে বাবার বিজনেস হেডকোয়ার্টার্সের ফোন নাম্বারের দিকে তাকাল সে। ফোন করল। সাড়া দিল এক রিসেপশনিস্ট।

'গুড মর্নিং, স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ।'

ইতস্তত করল জুলিয়া।

'স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ, হ্যালো? আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল জুলিয়া। *মা থাকলে নিশ্চয় চাইত না আমি ফোন করি।*

ও এখন একা। ওর কেউ নেই।

কানসাস সিটির মেমোরিয়াল পার্ক সেমিট্রিতে মাকে কবর দিল জুলিয়া। শোক জানাতে আর কেউ এল না। জুলিয়া কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবল—*মা, কাজটা ঠিক হয়নি, একটা ভুলের মাশুল তোমাকে বয়ে বেড়াতে হল সারাজীবন। তোমার যন্ত্রণার কিছুটা বোঝাও যদি আমি বইতে পারতাম। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, মা। সবসময় ভালোবাসব।* মা তার জন্য রেখে গেছে শুধু পুরোনো কিছু ফটোগ্রাফ আর খবরের কাগজের ক্লিপিং।

মার মৃত্যুর পরে স্টানফোর্ড পরিবারকে নিয়ে ভাবতে বসল জুলিয়া। *ওরা ধনী। জুলিয়া ওদের কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারে। কক্ষনো না।* সিদ্ধান্ত নিল সে। *আমার মার সঙ্গে হ্যারি স্টানফোর্ড যে ব্যবহার করেছেন তারপর তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।*

কিন্তু জীবনধারণের জন্য পয়সা-কড়ি দরকার। কোনো একটা পেশা বেছে নিতে হবে ওকে। কিন্তু কী পেশা বেছে নেবে ও?

ব্রেন সার্জন?

চিত্রকর?

অপেরা গায়িকা?

পদার্থবিজ্ঞানী?

জ্যোতির্বিদ?

কানসাস সিটির কানসাস কম্যুনিটি কলেজের নাইট স্কুলে সেক্রেটারিয়েল কোর্সে ভর্তি হল জুলিয়া।

কোর্স শেষ করার পরের দিন একটা চাকরিদাতা এজেন্সিতে গেল জুলিয়া। এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সেলরের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও ডজনখানেক প্রার্থী। জুলিয়ার পাশে বসা ছিল ওর সমবয়েসী এক সুন্দরী।

'হাই! আমি স্যালি কনর্স।'

'আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

'আজ যেভাবেই হোক একটা চাকরি আমাকে জোটাতেই হবে,' গুঙিয়ে উঠল স্যালি। 'ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আমাকে।'

জুলিয়া শুনল তার নাম ধরে ডাকা হচ্ছে।

'গুডলাক!' বলল স্যালি।

'ধন্যবাদ।'

'আপনার আবেদনপত্রে দেখলাম আপনি কলেজে পড়েছেন, গরমের ছুটিতে ছোটখাটো কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেক্রেটারিয়েট স্কুল আপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।' ভদ্রমহিলা জুলিয়ার ডোশিয়ারে চোখ রেখে কথা বলছেন। 'শর্টহ্যান্ডে আপনার গতি মিনিটে নব্বই শব্দ। আর টাইপিং স্পিড মিনিটে ষাট?'

'জ্বি, ম্যাম।'

'মনে হয় আপনার জন্যে কিছু একটা করতে পারব আমরা। আর্কিটেক্টদের ছোট একটা ফার্ম আছে। ওদের সেক্রেটারি দরকার। বেতন বেশি নয়...'

'তাতে অসুবিধে নেই,' চট করে বলল জুলিয়া।

'বেশ। আপনি ওখানে যোগাযোগ করুন। নাম-ঠিকানা টাইপ করা একটা কাগজ জুলিয়াকে ধরিয়ে দিলেন কাউন্সেলর। 'কাল দুপুরে আপনার ইন্টারভ্যু।'

হাসল জুলিয়া। 'ধন্যবাদ।' উত্তেজনাবোধ করছে।

অফিস থেকে বেরিয়েছে ও, ডাক পড়ল স্যালির।

'আশা করি কিছু পেয়ে যাবেন।' বলল জুলিয়া।

'ধন্যবাদ!'

কী ভেবে কিছুক্ষণ বসে থাকল জুলিয়া। দশ মিনিট বাদে অফিস থেকে বেরুল স্যালি। হাসছে।

'কাজ হয়েছে! উনি ফোন করলেন। আমি আমেরিকান মিউচুয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে রিসেপশনিস্ট পদে কাল যোগ দিচ্ছি। আপনার কী খবর?'

'কাল জানতে পারব।'

'আপনিও নিশ্চয় চাকরিটা পেয়ে যাবেন। চলুন না আজ একসঙ্গে লাঞ্চ করি?'

'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

লাঞ্চের সময় অনেক গল্প করল দুজন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পর্কটা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল।

'ওভারল্যান্ড পার্কে একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখে এসেছি,' বলল স্যালি। 'দুই বেডরুম, বাথ, কিচেন এবং লিভিং রুমও আছে। খুবই সুন্দর। তবে একা ভাড়া জোগাতে পারব না। যদি দুজনে মিলে...'

হাসল জুলিয়া, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। অবশ্য যদি চাকরিটা পাই।'

'অবশ্যই পাবে,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল স্যালি।

পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিনের অফিসে যাওয়ার পথে জুলিয়া ভাবল, আমার জন্য এটা বিরাট একটা সুযোগ। এ রাস্তা ধরে অনেকদূরে যেতে পারব আমি। আমি আর্কিটেক্টদের জন্য কাজ করব। স্থপতিরা স্বপ্নদ্রষ্টা। তারা নগরীর স্কাইলাইন তৈরি করেন, পাথর ও কাচ দিয়ে সৃষ্টি করেন সুন্দর এবং ম্যাজিক। আমিও স্থপতিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করব যাতে ওদের স্বপ্নের অংশীদার হতে পারি।

আর্মার বুলেভার্ডে পুরোনো বাণিজ্যিক ভবনে অফিসটা। জুলিয়া এলিভেটরে চেপে তিনতলায় উঠে এর। নামল লিফট থেকে। দাঁড়াল অসংখ্য দাগঅলা একটা দরজার সামনে। তাতে লেখা : পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিন, স্থপতি। নিজেকে শান্ত করতে গভীর দম নিল জুলিয়া এবং ঢুকে পড়ল ভেতরে।

তিনজন পুরুষ রিসেপশন-রুমে অপেক্ষা করছিল জুলিয়ার জন্য। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

'আপনি সেক্রেটারির কাজের জন্য এসেছেন?'

'জ্বি, স্যার।'

'আমি আল পিটার্স,' বলল টেকোজন।

'বব ইস্টম্যান,' জানাল বিনুনী।

'ম্যাক্স টলকিন,' নিজের পরিচয় দিল ভুঁড়িঅলা।

এদের সবার বয়স চল্লিশ বা তার কাছাকাছি।

'শুনলাম এর আগে কোথাও সেক্রেটারির কাজ করেননি,' বলল আল পিটার্স।

'জ্বি, স্যার।' জবাব দিল জুলিয়া। তারপর যোগ করল দ্রুত, 'তবে আমি খুব দ্রুত শিখে নিতে পারি। কঠোর পরিশ্রমও করতে জানি।' স্থপতিবিদ্যা নিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা ব্যক্ত করল না ইচ্ছে করেই। ওরা ওকে আগে চিনুক, জানুক। তারপর এ নিয়ে কথা বলা যাবে।

'বেশ। আপনাকে একটা সুযোগ আমরা দেব,' বলল বব ইস্টম্যান। 'দেখি কদ্দূর কী করতে পারেন।'

উল্লাসবোধ করল জুলিয়া। 'ওহ্, ধন্যবাদ। আপনাদেরকে—'

'বেতনের কথা বলি,' বলল ম্যাক্স টলকিন, 'শুরুতে খুব বেশি বেতন আমরা দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' বলল জুলিয়া, 'আমি—'

'সপ্তায় তিনশো ডলার,' জানাল অ্যান পিটার্স।

ঠিকই বলেছে ওরা। টাকার অঙ্কটা কম। জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল জুলিয়া। 'চাকরিটা আমি করব।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। হাসল।

'বেশ!' বলল আল পিটার্স। 'চলুন অফিসটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

অফিস দেখতে কয়েক মিনিট লাগল মাত্র। ছোট রিসেপশন-রুম এবং তিনটে

ছোট ছোট অফিস, যেন স্যালভেশন আর্মি আসবাব দিয়ে সাজিয়েছে। ল্যাভেটরি ...ঘরে। এরা সবাই আর্কিটেক্ট হলেও তিনজনে মিলে ব্যবসা দেখে। আল পিটার্স ... ব্যবসাটা দেখে, বব ইস্টম্যান সেলসম্যানের কাজ করে আর ম্যাক্স টলকিন দেখে কন্সট্রাকশনের দিকটা।

'আমাদের সবার জন্য কাজ করবেন আপনি,' বলল পিটার্স।

'বেশ।' জুলিয়া জানে সে নিজেকে ওদের জন্য অপরিহার্য করে তুলবে।

ঘড়ি দেখল আল পিটার্স। 'সাড়ে বারোটা বাজে। লাঞ্চ করা দরকার।'

রোমাঞ্চ বোধ করল জুলিয়া। *সে এখন দলের একটা অংশ। ওরা তাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিচ্ছে।*

পিটার্স বলল, 'নিচে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আমি কর্নড বিফ স্যান্ডউইচ পটেটো সালাদ এবং ডেনিশ খাব।

টলকিন বলল, 'আমি খাব প্যাস্ট্রামি আর চিকেন স্যুপ। স্যুপটা যেন আগুন গরম থাকে।'

'জ্বি, স্যার।'

বব ইস্টম্যান জানাল, 'আমার লাগবে পট রোস্ট প্ল্যাটার আর সফট ড্রিঙ্ক। ডায়েট কোলা।'

'এই নিন টাকা।' কুড়ি ডলারের একটা নোট এগিয়ে দিল আল পিটার্স।

দশ মিনিট বাদে রেস্টুরেন্টে ঢুকল জুলিয়া। কাউন্টারের পেছনের লোকটিকে বলল, 'আমাকে কর্নড বিফ স্যান্ডউইচ, পটেটো সালাদ এবং একটা ডেনিশ দিন। সেই সঙ্গে প্যাস্টামি স্যান্ডউইচ, আগুন গরম চিকেন স্যুপ এবং পট রোস্ট প্ল্যাটার ও ডায়েট কোলা।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আপনি পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিনে কাজ করেন, না?'

জুলিয়া এবং স্যালি পরের সপ্তায় ওভারল্যান্ড পার্কের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল। স্যালি ...থে প্রস্তাব দিল সে রান্না করবে। আপত্তি করল না জুলিয়া। বেশ সুস্বাদু হল রান্না। সিদ্ধান্ত নেয়া হল রান্না করেই খাবে ওরা।

পরের রাতে জুলিয়ার পালা। স্যালি এক গরাস খাবার মুখে নিয়েই বিকৃত করল চেহারা। 'জুলিয়া, আমার লাইফ ইনসিওরেন্স করা নেই। আমি বরং রান্না করি আর তুমি বাসন ধুয়ে দিয়ো, কেমন?

দুই রুমমেটের মধ্যে চমৎকার সখ্য গড়ে উঠল। ছুটির দিনে ওরা গ্লেনউড ফোর-এ সিনেমা দেখতে যায়, শপিং করে ব্যানিস্টার মল-এ। জামাকাপড় কেনে সুপার ফ্লি ডিসকাউন্ট হাউজ থেকে। এক রাতে ওরা স্টিফেনসন'স ওল্ড অ্যাপল ফার্ম-এ গেল ডিনার করতে। মাঝে মাঝে সম্ভব হলে চার্লি চার্লিজ-এ গেল জ্যাজ শুনতে।

জুলিয়া পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিন-এর কাজটা উপভোগ করছে। ফার্মের ব্যবসা অবশ্য তেমন ভালো না। খদ্দের খুব কমই জোটে। নগরীর স্কাইলাইন তৈরিতে জুলিয়া সাহায্য করতে পারছে না বটে, তবে বসদের সঙ্গে কাজ করে মজাই পাচ্ছে। ওরা যেন একই পরিবারের সদস্য। সবাই যে-যার সমস্যার কথা খুলে বলে জুলিয়ার কাছে। জুলিয়া সমর্থ এবং দক্ষ, দ্রুত ঢেলে সাজিয়ে ফেলল অফিস।

ক্লায়েন্টদের অভাব দূর করার জন্য কিছু-একটা করতে চাইছে জুলিয়া। কিন্তু কীভাবে করবে বুঝতে পারছে না। অবশ্য শীঘ্রি উপায় একটা পেয়েও গেল। কানসাস সিটি স্টার-এ একটা খবর ছাপা হয়েছে—এক মহিলা-প্রতিষ্ঠানের নতুন নির্বাহীর জন্য লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে। চেয়ারপারসন সুসান ব্যান্ডি।

পরদিন দুপুরে জুলিয়া আল পিটার্সকে বলল, 'লাঞ্চ থেকে ফিরতে আমার একটু দেরি হবে।'

হাসল সে। 'নো প্রবলেম, জুলিয়া।' মেয়েটিকে পেয়ে ওরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবছে।

জুলিয়া প্লাজা ইন-এ হাজির হল। ঢুকল যেখানে লাঞ্চ পরিবেশন করা হচ্ছে, সে ঘরে। দরজার পাশে টেবিল নিয়ে বসা মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'জ্বি, আমি এক্সিকিউটিভ উইমেন্স লাঞ্চে এসেছি।'

'আপনার নাম?'

'জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

তালিকায় চোখ বুলাল মহিলা। 'দুঃখিত, আমি তালিকায়...'

হাসল জুলিয়া। 'আমি আসলে সুসান ব্যান্ডির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আমি পিটার, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিন-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল মহিলা। 'তো!'

'আমি শুধু সুসানের সঙ্গে কথা বলে চলে আসব।'

ব্যাংকোয়েট রুমে সুসজ্জিত, সুবেশী মহিলারা গল্প করছিল। জুলিয়া এগিয়ে গেল তাদের দিকে। 'সুসান ব্যান্ডি কে?'

'ওই যে,' একজন হাত তুলে দেখিয়ে দিল লম্বা, অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলাকে। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স।

জুলিয়া গেল সুসানের কাছে। 'হাই, আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

'হ্যালো।'

'আমি পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিনের সঙ্গে আছি। আপনি নিশ্চয় ওদের নাম শুনেছেন।'

'আমি—'

'এরা কানসাস সিটির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় আর্কিটেকচারাল ফার্ম।'

'আচ্ছা।'

'আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। তবু আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য যতটুকু অবদান রাখা যায়, আমি করব।'

'ওয়েল, দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অব ইউ, মিস...'

'স্টানফোর্ড।'

আর ওটা ছিল মাত্র শুরু।

এক্সিকিউটিভ উইমেন্স অর্গানাইজেশন কানসাস সিটির বেশিরভাগ টপ ফার্মকে রিপ্রেজেন্ট করে। জুলিয়া শীঘ্রি তাদের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল। সপ্তায় অন্তত একদিন একজন সদস্যর সঙ্গে লাঞ্চ করল ও।

'আমাদের কোম্পানি ওলেথে নতুন বিল্ডিং বানাবে।'

জুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পৌঁছে দিল তার বসদেরকে।

'মি. হ্যানলি টোঙ্গানক্সিতে সামার হোম বানাবেন।'

কেউ খবরটা জানার আগে পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিন পেয়ে গেল কাজটা।

একদিন জুলিয়াকে ডেকে বব ইস্টম্যান বলল, 'তুমি খুব ভালো কাজ করছ, জুলিয়া। অসাধারণ এক সেক্রেটারি তুমি।'

'আমার একটা উপকার করবেন?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'অবশ্যই।'

'আমাকে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি বলবেন। এতে আমার ক্রেডিবিলিটি বাড়ে।'

সময় পেলেই খবরের কাগজে বাবাকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা পড়ে জুলিয়া। কিংবা টিভিতে তাঁর সাক্ষাৎকার দেখে। তবে সে যে হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে একথা স্যালি কিংবা তার চাকরিদাতাদের কাউকে জানায়নি।

ছেলেবেলায় জুলিয়ার স্বপ্ন ছিল ডরোথির মতো সেও কানসাস ছেড়ে জাদুর কোনো শহরে যাবে। যেখানে ইয়ট আর প্রাইভেট প্লেনের ছড়াছড়ি থাকবে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর খবর শোনার পরে তার সে-স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

জুলিয়া ভাবছে, *আমার কোনো পরিবার নেই। তবে আমার দুজন সৎভাই এবং একটি সৎবোন আছে। ওরাই তো আমার পরিবার। আমি কি ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাব? বুদ্ধিটা কি ভালো নাকি মন্দ? দেখা হলে পরস্পরের প্রতি কেমন অনুভূতি হবে আমাদের?*

তবে জুলিয়ার সিদ্ধান্ত ছিল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

১২

এ যেন অচেনা মানুষদের সম্মেলন। বহুদিন পরে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে।

জাড টাইলার বোস্টনে উড়ে এল প্লেনে।

প্যারিস থেকে এল কেন্ডাল স্টানফোর্ড রিনাদ। নিউইয়র্কের ট্রেনে চড়ল মার্ক রিনাদ।

উডি স্টানফোর্ড এবং পেগি গাড়ি নিয়ে রওনা হল হোবসাউন্ড থেকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল কিংস চ্যাপেলে। গির্জার বাইরের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে রাখল পুলিশ, জনতা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল না। তারা দেখল চ্যাপেলে একে একে প্রবেশ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সিনেটর এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ। হ্যারি স্টানফোর্ড তাঁর জীবদ্দশায় সারাবিশ্বের হোমড়াচোমড়াদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে চ্যাপেলের সাতশো আসন পূর্ণ হয়ে গেল এসব ব্যক্তির আগমনে।

গির্জার ভেতরের ঘরে সাক্ষাৎ হল মার্ক টাইলার এবং উডির। অস্বস্তিকর একটা সাক্ষাৎ। এরা যেন পরস্পরকে চেনে না। এদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রিতা রয়েছে শুধু গির্জার বাইরে শবযানে শোয়ানো মানুষটার মাধ্যমে।

'এ আমার স্বামী, মার্ক,' পরিচয় করিয়ে দিল কেন্ডাল।

'এ আমার স্ত্রী পেগি। পেগি, আমার বোন কেন্ডাল এবং ও ভাই টাইলার।'

নরম গলায় 'হাই-হ্যালো' সম্বোধন করা হল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, অস্বস্তি নিয়ে দেখছে পরস্পরকে। ওদের অস্বস্তি ভেঙে দিতে ঘরে ঢুকল একজন লোক।

'এক্সকিউজ মি,' বলল সে। 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ এখনই শুরু হবে। আপনারা কি আসবেন?'

লোকটা ওদেরকে চ্যাপেলের সংরক্ষিত আসনে নিয়ে গেল। আসনে বসল ওরা, ডুবে গেল যে যার চিন্তায়।

বোস্টনে আবার এসে অদ্ভুত লাগছে টাইলারের। এখানকার মনে পড়ার মতো

তেমন ভালো স্মৃতি ওর নেই। মা এবং রোজমেরি বেঁচে থাকার সময়ের দু-একটি কথা শুনে মনে আছে। তখন টাইলারের বয়স এগারো। টাইলার গোয়া'র আঁকা বিখ্যাত একটি ছবি দেখেছিল। শনি তার সন্তানকে গিলে খাচ্ছে। ছবিটির সঙ্গে বাবার মিল খুঁজে পেত সে।

আর এখন, বাবার কফিনের দিকে তাকিয়ে টাইলারের মনে হল শনি মরে গেছে।

আমি তোমার নোংরা সত্যটা জানি।

পাদরি এসে দাঁড়ালেন চ্যাপেলের ঐতিহাসিক প্রচারবেদিতে।

'যিশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পুনর্জন্ম এবং জীবন : সে আমাকে বিশ্বাস করে যদিও সে মৃত তবু সে বাঁচিয়া থাকিবে : আর যে আমাতে বিশ্বাস করিবে তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না।'

উল্লাসবোধ করছে উডি। গির্জায় আসার আগে এক পুরিয়া হেরোইন খেয়েছে সে। নেশা কাটেনি এখনও। ভাইবোনের দিকে তাকাল সে। টাইলারের ওজন বেড়েছে। ওকে বিচারকের মতোই লাগছে। কেন্ডাল দেখতে সুন্দরী হয়েছে তবে ওকে বিধ্বস্ত লাগছে। বাবার মৃত্যুর কারণে? *না, বাবাকে সে আমার মতোই ঘৃণা করে।* পাশে বসা স্ত্রীর দিকে ফিরল সে। *আমি দুঃখিত বুড়োটাকে ওকে দেখাতে পারিনি। তাহলে বুড়ো হার্ট অ্যাটাক হয়েই মারা যেত।*

বলে চলেছেন পাদরি।

'পিতা যেমন তাহার সন্তানদের স্নেহ করেন, প্রভুও তেমনি তাহাদেরকে দয়া করেন। তিনি আমাদের সম্পর্কে সকল কিছুই জানেন; তিনি আমাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেন আমরা ধূলিকণা ছাড়া কিছু নই।'

কেন্ডাল পাদরির কথা শুনছে না। সে লাল পোশাকটার কথা ভাবছে। এক বিকেলে বাবা তাকে নিউইয়র্কে ফোন করেছিলেন।

'তুমি তাহলে বড় ডিজাইনার হয়ে গেছ, তাই না? বেশ। দেখি তো কেমন ডিজাইনার হয়েছ। আমি আমার নতুন গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে শনিবার রাতে চ্যারিটি বল্-এ যাচ্ছি। তোমার মতোই লম্বা সে। তুমি তার জন্যে একটা ড্রেস বানিয়ে দাও।'

'শনিবারের মধ্যে? পারব না, বাবা। আমি...'

'তোমাকে পারতেই হবে।'

কালোরঙের অত্যন্ত কুৎসিত ডিজাইনের একটা ড্রেস বানিয়েছিল কেন্ডাল। পাঠিয়ে দিয়েছিল বাপকে। বাবা আবার ফোন করেছেন ওকে।

'তোমার ড্রেস পেয়েছি। আমার গার্লফ্রেন্ড ওটা পরবে না বলেছে। কাজেই শনিবার তুমি আমার সঙ্গে ডেট করছ। আর ওই ড্রেসটাই তোমাকে পরতে হবে।'

'না!'

তারপর এসেছিল ভয়ংকর হুমকি, 'তুমি নিশ্চয় চাও না আমি নিরাশ হই। চাও কি?'

পার্টিতে যেতে হয়েছিল কেন্ডালকে সেই বিশ্রী ড্রেস পরেই। ওটা জীবনের সবচেয়ে অস্বস্তিকর সন্ধ্যা ছিল তার জন্য।

'আমরা এই পৃথিবীতে কিছুই নিয়ে আসি না, কিছু নিয়েও যাব না। 'প্রভু আমাদেরকে দান করেন আবার তিনি তা লইয়াও যান, ঈশ্বরের নামে।'

অস্বস্তি লাগছে পেগি স্টানফোর্ডের। প্রকাণ্ড গির্জার শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যে সে বিমোহিত। দেখছে অভিজাত চেহারার মানুষজন। এই প্রথম বোস্টন এসেছে ও। এ শহর তার কাছে মনে হচ্ছে স্টানফোর্ডদের পৃথিবী। সে যেখানে আছে তার চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের মানুষ এরা। তাই অস্বস্তিতে ভুগছে পেগি। সে তার স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরল।

'সকল মাংস ঘাস এবং সকল সৎকর্ম মাঠের ফুল...তবে ঘাস শুকাইয়া যায়, ঝরিয়া পড়ে ফুল; কিন্তু আমাদের প্রভুর বাণী থাকে চিরন্তন।'

মার্ক ব্লাকমেইল-এর চিঠি নিয়ে ভাবছে। চিঠিটি এসেছে তার স্ত্রীর নামে। অত্যন্ত কৌশলে, চাতুর্যের সঙ্গে লেখা হয়েছে চিঠিটি। এর পেছনে কে আছে অনুধাবন করা অসম্ভব। কেন্ডালের দিকে তাকাল সে। ম্লান, আড়ষ্ট চেহারা। *ও আর কত সহ্য করতে পারবে?* ভাবল সে। স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে এল মার্ক।

মন্ত্রপাঠ শেষ হলে পাদরি ঘোষণা করলেন, 'কবর দেয়ার সময় শুধু পারিবারিক সদস্যরা উপস্থিত থাকতে পারবেন।'

কফিনের দিকে তাকাল টাইলার। ভাবল ভেতরের লাশটির কথা। গতরাতে কফিন সিল করার আগে সে বোস্টনের লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ফিউনেরাল হোম-এ চলে এসেছে।

সে দেখতে চেয়েছে তার বাপ মৃত।

শোকাকুল মানুষের ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, উডি সেদিকে তাকিয়ে হাসল : *লোকে যা চায় তা তাদেরকে দাও।*

ক্যামব্রিজে মাউন্ট অবার্ন সেমেট্রি কবরে কফিন শোয়াতে বেশি সময় লাগল না। পরিবারের লোকজন দেখল কফিন নামানো হচ্ছে কবরে, তারপর মাটি ফেলা হল। পাদরি বললেন, 'আপনারা এখানে থাকতে না চাইলে থাকার দরকার নেই।'

মাথা ঝাঁকাল উডি, 'ঠিক আছে।' হেরোইনের নেশা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। নার্ভাস লাগছে ওর। 'চলো-চলে যাই।'

মার্ক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

টাইলার ফিরল দলটির দিকে। 'আমরা রোজ-হিল-এ আছি। সব কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকছি।' কিছুক্ষণ পরে লিমুজিনে চড়ে ওরা বাড়ির পথ ধরল।

স্টানফোর্ড এস্টেটে রোজহিল। ওখানে চমৎকার সুন্দর প্রাচীন একটি ভিক্টোরিয়ান আদলে বাড়ি আছে। বিকন হিল পাহাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে বাড়িটি। এ বাড়িতে নিরানন্দ স্মৃতি বুকে নিয়ে বড় হয়েছে স্টানফোর্ডের ছেলেমেয়েরা। বাড়ির সামনে এসে থামল লিমুজিন, যাত্রীরা নামল গাড়ি থেকে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুরোনো প্রাসাদের দিকে।

'বাবা এ-বাড়িতে নেই, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন না ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে,' বলল কেন্ডাল।

মুচকি হাসল উডি, 'উনি এখন জাহান্নামে ব্যস্ত।'

গভীর দম নিল টাইলার। 'চলো।'

সদর দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ওরা, খুলে গেল কপাট। দাঁড়িয়ে আছে বাটলার ক্লার্ক। তার বয়স সত্তর, ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রোজহিল-এ বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে আসছে। টাইলাদেরকে সে বড় হতে দেখেছে, স্ক্যান্ডালগুলোরও সাক্ষী সে।

ওদেরকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লার্কের চেহারা, 'গুড আফটারনুন!' কেন্ডাল জড়িয়ে ধরল তাকে, 'ক্লার্ক, তোমাকে আবার দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার!'

'হ্যাঁ, অনেকদিন পরে দেখা হল, মিস কেন্ডাল।'

'আমি এখন মিসেস রিনাদ। এ আমার স্বামী মার্ক।'

'কেমন আছেন, স্যার?'

'আমার স্ত্রী আপনার অনেক গল্প করেছে।'

'নিশ্চয় অনেক বদনাম করেছে।'

'বরং উল্টো। আপনার অনেক প্রশংসা করেছে সে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' ক্লার্ক ঘুরল টাইলারের দিকে। 'গুড আফটারনুন, জাজ স্টানফোর্ড।'

'হ্যালো, মার্ক।'

'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম, স্যার।'

'ধন্যবাদ। তোমাকে বেশ লাগছে।'

'আপনাকেও, স্যার। যা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'না, ঠিক আছে। তুমি কি আমাদের সবার দেখাশোনা করতে এসেছ?'

'জ্বি। আশা করি এখানে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।'

'আমি আমার পুরোনো ঘরটা পাচ্ছি তো?'

হাসল ক্লার্ক। 'অবশ্যই।' উডির দিকে ফিরল সে। 'আপনাকে দেখেও খুব খুশি হয়েছি, মি. উড্রো। আমি চাই—'

উডি পেগির বাহু খামচে ধরল, 'চলো,' চাঁছাছোলা গলা তার।

'আমার ফ্রেশ হয়ে নেয়া দরকার।'

সবাই দেখল ওদেরকে পাশ কাটিয়ে পেগিকে নিয়ে দোতলায় উঠে গেল উডি।

বাকিরা ঢুকল প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে। ঘরে মার্বেল টপের চকচকে বিশাল টেবিল, তার চারপাশে সারবাঁধা চেয়ার ও কাউচ। উঁচু ছাদ থেকে ঝুলছে অত্যন্ত দামি ঝাড়বাতি। দেয়ালে মধ্যযুগের পেইন্টিং।

ক্লার্ক ঘুরল টাইলারের দিকে। 'জাজ স্টানফোর্ড, আপনার জন্যে একটা ম্যাসেজ আছে। মি. সিমন ফিটজেরাল্ড আপনাকে ফোন করে জানাতে বলেছেন আপনারা কখন তার সঙ্গে মিটিঙে বসতে পারবেন।'

'সিমন ফিটজেরাল্ড কে?'

জবাব দিল কেন্ডাল। 'ফ্যামিলি অ্যাটর্নি। বাবার সঙ্গে বহুদিন ধরে আছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।'

'সম্ভবত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কথা বলবেন,' মন্তব্য করল টাইলার। ঘুরল অন্যদের দিকে। 'তোমাদের অসুবিধা না থাকলে কাল সকালে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।'

'শেফ ডিনার রেডি করছে,' ক্লার্ক জানাল ওদেরকে। 'আটটার সময় খাবার দিতে বলি?'

'বলো।' বলল টাইলার।

'ইভা এবং মিলি আপনাদেরকে ঘর দেখিয়ে দেবে।'

টাইলার তার বোন এবং ভগ্নীপতির দিকে তাকাল। 'আটটায় আমরা এখানে মিলিত হব, ঠিক আছে?'

উডি এবং পেগি দোতলায় তাদের বেডরুমে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল পেগি, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'ঠিক আছি,' খেঁকিয়ে উঠল উডি, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

পেগি দেখল বাথরুমে ঢুকল উডি, দড়াম শব্দে বন্ধ করে দিল দরজা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে। অপেক্ষা করছে।

দশ মিনিট বাদে বাথরুমের দরজা খুলল উডি। হাসতে হাসতে বলল, 'হাই বেবি।'

'হাই।'

'পুরোনো বাড়িটা কেমন লাগছে?'

'এটা...এটা খুব বড়।'

'অস্বাভাবিক বলতে পারো।' বিছানার পাশে হেঁটে গেল উডি, জড়িয়ে ধরল পেগিকে। 'এই ঘরে আমি থাকতাম। দেয়ালে সাঁটানো ছিল ব্রুইন, কেলটিক আর রেড সক্সের পোস্টার। আমি চেয়েছিলাম অ্যাথলেট হব। বোর্ডিং স্কুলে আমি ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। অন্তত আধডজন কলেজ কোচ তাদের কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।'

'তুমি কার প্রস্তাবটা নিলে?'

মাথা নাড়ল উডি, 'কারোটাই না। বাবা বলেছিলেন ওরা শুধু স্টানফোর্ড নামটার ব্যাপারে আগ্রহী, যাতে তাঁর কাছ থেকে টাকা খাওয়া যায়। বাবা আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন। ওখানে কেউ ফুটবল খেলত না।' এক মুহূর্ত নীরব থাকল সে। তারপর হাসল। বিকৃত দেখাল মুখ। 'বাবা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। আমাদের কোনোকিছুতে উৎসাহ দিতেন না। বরং নিরুৎসাহিত করতেন। মনে আছে আমি ঘোড়ায় উঠতে চেয়েছিলাম। বাবা উঠতে দেননি। বলেছিলেন, 'তুমি কোনোদিন ঘোড়সওয়ার হতে পারবে না। কারণ তুমি একটা অলসের ধাড়ি।' উডি তাকাল পেগির দিকে। 'এজন্যই আমি নাইন-গোল পোলো খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি।'

•

একসঙ্গে ডিনার টেবিলে এল ওরা, যেন কেউ কাউকে চেনে না, অস্বস্তিকর নীরবতা ঘিরে থাকল সকলকে। সবার মধ্যে যোগসূত্রিতা দুঃখময় শৈশব-স্মৃতি।

কেন্ডাল ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। ভিড় করে এল নানা স্মৃতি। ডাইনিং টেবিলটি ক্লাসিক্যাল ফ্রেঞ্চ বলা চলে, পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের, চারদিকে ওয়ালনাট চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। ঘরের এককোণে নীল-ক্রিম রঙের ফরাসি প্রাদেশিক কর্নার আর্মোয়ার। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ওয়াত্তু ও ফ্রাগোনার্দ।

কেন্ডাল ফিরল টাইলারের দিকে। 'ফিরেল্লো মামলায় তোমার রায়ের কথা পড়লাম খবরের কাগজে। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ তুমি।'

'বিচারকের কাজটা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ,' মন্তব্য করল পেগি।

'মাঝে মাঝে।'

'কী ধরনের মামলার রায় দিতে হয় আপনাকে?' জানতে চাইল মার্ক।

'ক্রিমিনাল কেস—ধর্ষণ, মাদক, খুন।'

চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল কেন্ডালের, কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মার্ক ওর হাত চেপে ধরেছে। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার।

টাইলার মৃদু গলায় কেন্ডালকে বলল, 'শুনলাম তুমি ডিজাইনার হিসেবে অনেক নাম কামিয়েছ।'

শ্বাস করতে কষ্ট হল কেন্ডালের। 'হুঁ।'

'ও এক দারুণ ডিজাইনার,' বলল মার্ক।

'আর মার্ক, তুমি কী করছ?'

'আমি একটা ব্রোকারেজ হাউসে আছি।'

'তার মানে তুমি ওয়াল স্ট্রিটের তরুণ মিলিওয়েনারদের একজন।'

'আরে না। মাত্র তো শুরু করলাম।'

টাইলার সস্নেহে তাকাল মার্কের দিকে। 'একজন সফল নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছ। নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান তুমি।'

লাল হয়ে উঠল কেন্ডাল, মার্কের কানে ফিসফিস করল, 'ওর কথায় কান দিয়ো না। শুধু মনে রেখো আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

মাদক ভালোই ধরেছে উডিকে। স্ত্রীর দিকে ফিরল সে। 'পেগি ইচ্ছে করলেই ভালো জামাকাপড় পরতে পারে। তবে কিসে তাকে মানায় তা নিয়ে সে সচেতন নয়। তুমি কি সচেতন, অ্যাঞ্জেল?'

বিব্রত চেহারা নিয়ে বসে থাকল পেগি। কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না।

'ওয়েট্রেস কস্ট্যুম?' পরামর্শ দিল উডি।

পেগি বলল, 'এক্সকিউজ মি।' টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সে, একদৌড়ে চলে গেল ওপরে।

অন্যরা কটমট করে তাকিয়ে থাকল উডির দিকে।

দাঁত বের করে হাসল উডি। 'ও একটু বেশিমাত্রায় সংবেদনশীল। তো, কাল আমরা উইল নিয়ে কথা বলছি, না?'

'হ্যাঁ,' বলল টাইলার।

'বাজি ধরে বলতে পারি বুড়ো আমাদের জন্য একটা ফুটো পয়সাও রেখে যায়

নি।'

মার্ক বলল, 'কিন্তু তাঁর সহায়-সম্পত্তি তো কম নেই...'

নাক সিঁটকাল উডি। 'তুমি আমাদের বাবাকে চেনো না। সে আমাদের জন্যে বড়জোর নিজের-ব্যবহার-করা পুরোনো জ্যাকেট আর একবক্স সিগার রেখে গেছে। সে সবসময় আমাদেরকে শাসন করত। তার টাকা খরচ হত আমাদেরকে শাসন করার পেছনে। তার প্রিয় একটা হুমকি ছিল, 'তুমি নিশ্চয় আমাকে নিরাশ করবে না, করবে কি?' আমরা সবসময় তার কথামতো সুবোধ বালক হয়ে চলার চেষ্টা করেছি। কারণ একটাই—আমার বাপের অগাধ টাকা। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, বুড়ো টাকাটা তার সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

টাইলার বলল, 'সেকথা তো আমরা কালই জানতে পারব, না?'

পরদিন ভোরে সিমন ফিটজেরাল্ড এবং স্টিভ গ্লোন এসে হাজির হলেন। ক্লার্ক তাদেরকে লাইব্রেরিতে নিয়ে এল। 'আমি ওদেরকে জানাচ্ছি আপনারা এসে পড়েছেন।'

'ধন্যবাদ।' ওরা দেখলেন চলে গেল বাটলার।

লাইব্রেরি ঘরটি বিশাল। বিরাট একজোড়া ফ্রেঞ্চ ডোরের ওপাশে বাগান। ঘরটি কালো ওককাঠের তৈরি, দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমারি। তাতে ঘরে ঘরে চামড়া-বাঁধানো বইয়েল সারি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরামদায়ক কয়েকখানা চেয়ার এবং ইটালিয়ান রিডিং ল্যাম্প। এক-কোনায় কাচেমোড়া মেহগনি কেবিনেট। তার ভেতরে হ্যারি স্টানফোর্ডের ঈর্ষা-জাগানো বন্দুকের সংগ্রহ। ডিসপ্লে কেসের নিচে বিশেষ ড্রয়ার তৈরি করা হয়েছে অ্যামুনিশন রাখার জন্য।

'চিত্তাকর্ষক একটি সকাল হতে চলেছে আজ', বলল স্টিভ। 'ভাবছি এদের প্রতিক্রিয়া কী হবে।'

'কেমন প্রতিক্রিয়া হয় জানতে পারব শীঘ্রি।'

ঘরে প্রথমে ঢুকল কেন্ডাল ও মার্ক।

সিমন ফিটজেরাল্ড বললেন, 'গুডমর্নিং। আমি সিমন ফিটজেরাল্ড। এ আমার সহকারী স্টিভ গ্লোন।'

'আমি কেন্ডাল রিনাদ। আর এ আমার স্বামী মার্ক।'

পুরুষরা হ্যান্ডশেক করল।

ঘরে ঢুকল উডি ও পেগি।

কেন্ডাল বলল, 'উডি, ইনি মি. ফিটজেরাল্ড আর উনি মি. গ্লোন।' মাথা ঝাঁকাল উডি। 'হাই, আপনারা কি নগদ কিছু নিয়ে এসেছেন?'

'আমরা ঠিক...'

'ঠাট্টা করছিলাম! এ আমার স্ত্রী পেগি।' উডি তাকাল স্টিভের দিকে। 'বুড়ো কি আমার জন্য কিছু রেখে গেছে নাকি...'

ঘরে ঢুকল টাইলার। 'গুড মর্নিং।'

'জাজ স্টানফোর্ড?'

'জ্বি।'

'আমি সিমন ফিটজেরাল্ড। আর এ স্টিভ গ্লোন। আমার সহযোগী স্টিভই আপনার বাবার লাশ কোর্সিকা থেকে নিয়ে এসেছে।'

টাইলার ঘুরল স্টিভের দিকে। 'শুনে খুশি হলাম। আমরা ঠিক জানি না কী ঘটেছে। খবরের কাগজগুলো তো ইনিয়ে বিনিয়ে নানা গল্প ফেঁদেছে। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র জড়িত নেই তো?'

'না। মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা। কর্সিকার উপকূলে প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে যায় আপনার বাবার ইয়ট। তার দেহরক্ষী দিমিত্রি কামিনস্কি বলেছে আপনার বাবা তাঁর কেবিনের বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় বাতাসে তাঁর হাত থেকে কিছু কাগজপত্র উড়ে যায়। ওগুলো ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যান সাগরে। যখন তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয় ততক্ষণে সব শেষ।'

'কী ভয়ংকর মৃত্যু!' শিউরে উঠল কেন্ডাল।

'কামিনস্কির সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?'

'দুর্ভাগ্যবশত না। আমি কর্সিকায় পৌঁছে দেখি সে চলে গেছে।

ফিটজেরাল্ড বললেন, 'ইয়টের ক্যাপ্টেন আপনার বাবাকে নিষেধ করেছিলেন ঝড়ের মধ্যে ইয়ট না-ছাড়ার জন্য। কিন্তু এখানে ফিরে আসার তাগিদ ছিল তাঁর। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। খুব বড় কোনো সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি।'

জিজ্ঞেস করল টাইলার, 'সমস্যাটা কী আপনি জানেন?'

'না। আমি ছুটি বাদ দিয়ে এখানে আসি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি জানি না কী—'

বাধা দিল উডি, 'সবকিছুই বেশ ইন্টারেস্টিং শোনাচ্ছে। কিন্তু এগুলো তো পুরোনো গল্প, তাই না? উইলের কথা বলুন। সে আমাদের জন্য কিছু রেখে গেছে নাকি যায়নি?' তার হাত চুলকাচ্ছে।

'আমরা বসে কথা বলি?' পরামর্শ দিল টাইলার।

চেয়ারে বসল ওরা। সিমন ফিটজেরাল্ড ওদের মুখোমুখি বসার জন্য দখল করলেন ডেস্ক। একটা ব্রিফকেস খুলে কিছু কাগজপত্র বের করলেন।

বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত উডি, 'খোদার কসম বলছি, সে আমাদের জন্য

কিছু রেখে গেছে নাকি যায় নি?'

কেন্ডাল বলল, 'উডি...'

'জবাবটা জানা আছে আমার,' ক্রুদ্ধ গলা উডির। 'আমাদের জন্য সে একটা ফুটোপয়সাও রেখে যায়নি।'

হ্যারি স্টানফোর্ডের সন্তানদের ওপর চোখ বুলালেন সিমন ফিটজেরাল্ড। 'সত্যি বলতে কী,' বললেন তিনি, 'আপনারা সবাই সহায়-সম্পত্তির সমান ভাগ পাবেন।'

স্টিভ টের পেল উল্লাসের একটা ঢেউ বয়ে গেল ঘরে।

উডি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফিটজেরাল্ডের দিকে।

হাঁ হয়ে গেছে মুখ। 'কী! আপনি সত্যি বলছেন?' লাফ মেরে খাড়া হল। 'দারুণ!' অন্যদের দিকে ঘুরল সে। 'শুনলে তো তোমরা। হারামজাদা বুড়োর অবশেষে মতি ফিরেছে।' সিমন ফিটজেরাল্ডের দিকে তাকাল আবার। 'কত টাকার সম্পত্তি?'

'সঠিক অঙ্কটা জানি না। তবে ফোর্বস সাময়িকীর সাম্প্রতিক সংখ্যা অনুযায়ী, স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের বর্তমান বাজারমূল্য ছয় বিলিয়ন ডলার। এর বেশিরভাগ বিনিয়োগ করা হয়েছে নানা কর্পোরেশনে। তবে লিকুইড অ্যাসেট রয়েছে চারশো মিলিয়ন ডলার।'

শুনে স্তম্ভিত কেন্ডাল। 'তার মানে আমাদের একেক জনের ভাগে পড়ছে একশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি! এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' *আমি মুক্ত,* ভাবছে সে। ওদের দাবি মিটিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য রক্ষা পাব ওদের কবল থেকে। মার্কের দিকে তাকাল কেন্ডাল। ঝলমল করছে চেহারা। ওর হাতে চাপ বাড়াল।

'অভিনন্দন,' বলল মার্ক। টাকার মূল্য সে অন্যদের চেয়ে ভালো বোঝে।

সিমন ফিটজেরাল্ড বললেন, 'আপনারা জানেন, স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের নিরানব্বই শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন আপনার বাবা। কাজেই এ শেয়ারগুলো আপনাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। তবে কিছু ফর্মালিটিজ পূরণ করতে হবে। তাছাড়া, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এ সম্পত্তির আরেকজন উত্তরাধিকারী থাকতে পারেন।'

'আরেকজন উত্তরাধিকারী?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'এ সম্পত্তির আরেকজন দাবিদার আছেন।'

কেন্ডাল তাকাল বৃদ্ধের দিকে। 'কে?'

ইতস্তত করলেন সিমন ফিটজেরাল্ড। এখন লুকোবার অবকাশ নেই। 'আমার ধারণা আপনারা সবাই জানেন বেশ কয়েক বছর আগে আপনাদের বাবার ঔরসে তার গভর্নেস একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়।'

'রোজমেরি নেলসন,' বলল টাইলার।

'জ্বি। তার মেয়ের জন্ম হয় মিলাউইকিতে, সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে।'

নীরবতা যেন ঘন হয়ে এল ঘরে।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল উডি। 'সে তো পঁচিশ বছর আগের কথা।'

'সঠিক হিসাব ছাব্বিশ বছর।'

কেন্ডাল প্রশ্ন করল, 'কেউ জানে সে এখন কোথায়?'

সিমন ফিটজেরাল্ডের কানে ভেসে এল হ্যারি স্টানফোর্ডের কণ্ঠ।

'ও আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে ওর মেয়ে হয়েছে। সে যদি ভেবে থাকে আমার কাছ থেকে টাকা-কড়ি পাবে, ভুল ভেবেছে। তাকে একটা ফুটোপয়সাও দেব না আমি।'

'না', ধীরে বললেন ফিটজেরাল্ড। 'কেউ জানে না তিনি কোথায়।'

'তাহলে আমরা তার কথা বলছি কেন?'

'আপনাদের সবাইকে সতর্ক করে দিতে বলছি উনি যদি সম্পত্তির দাবি নিয়ে আসেন, তাহলে তাকেও সমান ভাগ দিতে হবে।'

'এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে বলে মনে করি না, 'দৃঢ়গলায় বলল উডি। 'ও হয়তো জানেও না সে কার মেয়ে।'

টাইলার তাকাল সিমন ফিটজেরাল্ডের দিকে। 'আপনি বললেন আপনি এস্টেটের সঠিক পরিমাণ জানেন না। জিজ্ঞেস করতে পারি কি কেন?'

'কারণ আমাদের ফার্ম শুধু আপনার বাবার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে। তাঁর কর্পোরেট বিষয় দ্যাখে অন্য আরও দুটো ল ফার্ম। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং বলেছি যত দ্রুত সম্ভব অর্থনৈতিক স্টেটমেন্টগুলো তৈরি করে ফেলতে।'

'এতে কতদিন লাগতে পারে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল কেন্ডাল।

আমাদের খরচ চালাতে এ মুহূর্তে এক লাখ ডলার দরকার।

'সম্ভবত দুই/তিন মাস।'

মার্ক লক্ষ করল তার স্ত্রীর চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। সে ফিটজেরাল্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা আরও দ্রুত করা যায় না?'

জবাব দিল স্টিভ গ্লোন, 'সম্ভব না। উইল পরীক্ষা করে দেখবে প্রবেট কোর্ট, কাজেই সময় লাগবে।'

'প্রবেট কোর্ট কী জিনিস?' জানতে চাইল পেগি।

'প্রবেট হলো problem-এর পাস্ট পার্টিসিপল—এর মানে প্রমাণ করা। এটা—'

'আপনার কাছে ইংরেজি গ্রামার শিখতে চায়নি ও,' খেঁকিয়ে উঠল উডি। 'কাজটা এখনই করা সম্ভব নয় কেন?'

টাইলার তার ভাইর দিকে ফিরল। 'আইন হুট করে কাজ করে না। কারও মৃত্যু

হলে উইল পাঠাতে হয় প্রবেট কোর্টে। সবরকম অ্যাসেট নিয়ে তদন্ত হবে। তারপর রিপোর্ট কোর্টে পেশ করা হবে। এসব অ্যাসেটের ট্যাক্স দেয়া হয়েছে কিনা তা দেখা হবে। তারপর বেনিফিশিয়ারিদের কাছে এস্টেট তুলে দেয়ার আবেদন করতে হবে।'

খিক খিক হাসল উডি। 'আমি কোটিপতি হওয়ার জন্য চল্লিশ বছর ধরে অপেক্ষা করছি। আরও একমাস অপেক্ষা করতে পারব।'

সিমন ফিটজেরাল্ড সিধে হলেন। চোখ বুলালেন সবার ওপরে। 'আর যদি কোনো কথা না থাকে...'

আসন ছাড়ল টাইলার। 'আপাতত আর কোনো কথা নেই। ধন্যবাদ, মি. ফিটজেরাল্ড এবং মি. গ্লোন। কোনো সমস্যা হলে আপনাদেরকে জানাব।'

ওদেরকে লক্ষ করে নড্ করলেন সিমন। পা বাড়ালেন দরজার দিকে। তাঁর পেছন পেছন এগোল স্টিভ গ্লোন।

বাইরে, ড্রাইভওয়েতে, সিমন ফিটজেরাল্ড জিজ্ঞেস করলেন স্টিভকে— 'পরিবারটির সঙ্গে তো পরিচয় হল। কেমন লাগল?'

'কাউকেই শোকাভিভূত মনে হলো না। যেন সবাই উৎসবে এসেছে। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, মি. সিমন, বাপ যদি তার সন্তানদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণাই করতেন তাহলে তিনি কেন ওদের নামে টাকা-পয়সা দিয়ে গেলেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিমন ফিটজেরাল্ড। 'এ প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। হয়তো এজন্যই উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। তার টাকা অন্য কাউকে দিতে চেয়েছিলেন হয়তো।'

সে রাতে ঘুম হল না কারও। যে-যার ভাবনায় ডুবে রইল।

টাইলার ভাবছে, *এটা ঘটেছে। এটা সত্যি ঘটেছে! আমি লি-কে গোটা পৃথিবী এখন কিনে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। যে-কোনো কিছু ওকে দিতে পারি! সবকিছু!*

কেন্ডাল ভাবছে, *টাকাটা হাতে পাওয়া মাত্র ওদেরকে চিরতরে কিনে ফেলব আমি। আর ওরা বিরক্ত করবে না আমাকে।*

উডি ভাবছে, *আমি পৃথিবীর সেরা পনির মালিক হব। আর কারও পনি ধার করতে হবে না। আমি টেন গোল-এ পৌঁছে যাব।* পাশে ঘুমিয়ে থাকা পেগির দিকে তাকাল সে। *প্রথমেই এই গর্দভ মাগীকে ছেড়ে দেব।* পরক্ষণে ভাবল, *না, আমি তা করতে পারব না।*

বিছানা থেকে নামল উডি। ঢুকল বাথরুমে। যখন ফিরে এল, দুনিয়াটা দারুণ লাগল তার কাছে।

পরদিন সকাল।

নাস্তা খেতে-খেতে উডি খুশি-খুশি গলায় বলল, 'আমার মনে হয় আমরা সবাই কিছু-না-কিছু পরিকল্পনা করছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। 'একটা মাত্র প্ল্যানে কি কাজ হবে? এতগুলো টাকা!'

চোখ তুলে চাইল টাইলার। 'আমাদের সকলের জীবনযাত্রাই পাল্টে যাবে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল উডি। 'হারামজাদা বাপটার উচিত ছিল বেঁচে থাকার সময় টাকাটা দিয়ে দেয়া। তাহলে আরও আগে উপভোগ করতে পারতাম জীবন।'

ক্লার্ক ঢুকল ঘরে। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'মাফ করবেন। একজন মিস জুলিয়া স্টানফোর্ড এসেছেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

নুন

১৩

'জুলিয়া স্টানফোর্ড?'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। বিস্মিত।

'ও এসে পড়েছে!' ককিয়ে উঠল উডি।

টাইলার দ্রুত বলল, 'লাইব্রেরিতে চলো।' তাকাল ক্লার্কের দিকে।

'মহিলাকে ওখানে পাঠিয়ে দেবে, প্লিজ?'

'জ্বি, স্যার।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, সবাইকে দেখছে অস্বস্তি নিয়ে।

'আ...আমার বোধহয় এখানে আসা উচিত হয়নি।'

'ঠিক বলেছ!' বলল উডি, 'কে তুমি?'

'আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড,' তোতলাল মেয়েটা।

'না। আমি আসলে তোমার পরিচয় জানতে চাইছি।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না মেয়েটা, মাথা নাড়ল। 'আ-আমার মায়ের নাম রোজমেরি নেলসন। হ্যারি স্টানফোর্ড আমার বাবা।'

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'তুমি যে হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে তার কোনো প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

ঢোক গিলল জুলিয়া। 'সেরকম কোনো প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণ তো থাকবেই না,' খেঁকিয়ে উঠল উডি। 'তোমার এত সাহস কী করে হল—'

বাধা দিল কেন্ডাল, 'বাবার মৃত্যুতে আমরা সবাই খুব শক্ড। বুঝতেই পারছ। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে... তাহলে তুমি আমাদের সৎবোন।'

মাথা দোলাল জুলিয়া। 'তুমি নিশ্চয় কেন্ডাল।' ঘুরল সে টাইলারের দিকে। 'তুমি টাইলার।' তাকাল উডির দিকে। 'আর তুমি উড্রো। তোমাকে সবাই উডি ডাকে।'

'পিপল পত্রিকা পড়ে সবার নাম জেনে ফেলেছ দেখছি,' ব্যঙ্গ করল উডি।

টাইলার বলল, 'তুমি নিশ্চয় আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছ, মিস...আ... পজিটিভ কোনো প্রমাণ ছাড়া আমরা তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না...'

'আমি বুঝতে পারছি,' সে চারপাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাল। 'আমি নিজেও জানি না কেন এখানে এলাম।'

'অবশ্যই জানো,' বলল উডি। 'টাকার জন্যে।"

'টাকার লোভ আমার নেই,' ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বলল জুলিয়া। 'সত্যি বলতে কী, আ-আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

কেন্ডাল পরখ করছে ওকে। 'তোমার মা কোথায়?'

'মারা গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার খবর শুনে...'

'আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে উঠলে,' শ্লেষের সুর উডির গলায়।

টাইলার বলল, 'তুমি বলছ নিজের পরিচয় দেয়ার মতো বৈধ কোনো প্রমাণ তোমার হাতে নেই।'

'বৈধ? ন্-না, নেই। এ-ব্যাপারটি আমার মাথাতেই আসেনি। তবে আমি এমন অনেক কথা জানি যা মা না বললে জানতে পারতাম না।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

জুলিয়া বলল, 'আমার মা একটা গ্রিনহাউজের কথা বলতেন। বাড়ির পেছনে নাকি ছিল ওটা। মা গাছপালা, ফুল ভালোবাসত। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বাগানে কাটাত সে...'

উডি বলল, 'ওই গ্রিনহাউজের ছবি বহু পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।'

'তোমার মা তোমাকে আর কী বলেছেন?'

'অনেক কথা! মা তোমাদের সবার কথা বলতেন, একমুহূর্ত ভাবল সে। 'বলেছেন একবার তিনি তোমাদেরকে নিয়ে লেকে ঘুরে বেড়িয়েছেন বোট নিয়ে। তখন তোমরা সবাই খুব ছোট। একজন বোট উল্টে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলে। তবে কোন্‌জন ঠিক মনে নেই আমার।'

উডি ও কেন্ডেল তাকাল টাইলারের দিকে।

'আমি।' বলল সে।

'মা তোমাদেরকে নিয়ে ফিলেনে শপিং করতে যান একবার। তোমাদের একজন হারিয়ে গিয়েছিলে। সবাই তখন ভয়ে কাঁদতে শুরু করো।'

ধীরে ধীরে বলল কেন্ডাল, 'আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তো! আর কী?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'মা তোমাদেরকে ইউনিয়ন অয়েস্টার হাউজে নিয়ে যান। তুমি প্রথম ঝিনুকের স্বাদ নিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ো।'

'আমার মনে আছে সেকথা।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। নীরব চাউনি।

উডির দিকে তাকাল জুলিয়া। 'তোমাকে নিয়ে মা চার্লসটাউন নেভি ইয়ার্ডে গিয়েছিলেন ইউএসএস কন্সটিটিউশন দেখাতে। তুমি ওখান থেকে আসতে চাইছিলে না। তোমাকে জোর করে টেনে আনতে হয়।' কেন্ডালের দিকে ফিরল সে।

'আর একদিন পাবলিক গার্ডেনে ফুল ছিঁড়তে গিয়ে পুলিশের হাতে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলে।'

ঢোক গিলল কেন্ডাল, 'ঠিক বলেছ।'

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে জুলিয়ার কথা।

'একদিন মা তোমাদের সবাইকে নিয়ে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে যান। তোমরা মাস্টাডন এবং সি সার্পেন্টের কঙ্কাল দেখে ভয় পেয়ে যাও।'

কেন্ডাল আস্তে আস্তে বলল, 'সে রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারি নি।'

জুলিয়া ফিরল উডির দিকে। 'এক ক্রিসমাসে মা তোমাকে স্কেটিং করতে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি পা পিছলে পড়ে যাও। তোমার একটা দাঁত ভেঙে যায়। সাত বছর বয়সে তুমি একটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলে। তোমাকে পায়ে সেলাই দিতে হয়েছে। পায়ে ক্ষতচিহ্ন ছিল।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল উডি, 'দাগটা আছে এখনও।'

জুলিয়া ফিরল অন্যদের দিকে। 'তোমাদের একজনকে কুকুরে কামড়ায়। আমি তার নাম ভুলে গেছি। মা তাকে ম্যাসাচুসেটস জেনারেলে ভর্তি করেন।'

মাথা দোলাল টাইলার। 'র‍্যাবিজের ইনজেকশন নিতে হয়েছিল আমাকে।'

জুলিয়ার মুখ থেকে এখন স্রোতের বেগে বেরিয়ে আসছে কথা। 'উডি, আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাও তুমি। হলিউডে যাচ্ছিলে অভিনেতা হওয়ার আশায়। আমাদের বাবা তোমার উপর খুবই রেগে যান। তিনি তোমাকে ঘরে আটকে রাখেন। খেতেও দেননি। আমার মা লুকিয়ে তোমাকে খাবার খাইয়েছেন।'

মাথা দোলাল উডি। নিশ্চুপ।

'আ...আমি বুঝতে পারছি না আর কী বলব তোমাদেরকে। আমি...' হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল ওর। 'আমার কাছে একটা ছবি আছে।' পার্স খুলল জুলিয়া। বের করল ছবি। কেন্ডালের হাতে দিল।

সবাই ভিড় করে এল ছবি দেখার জন্য। ওদের তিনজনের শিশুবয়সের ছবি। গভর্নেসের পোশাকপরা সুন্দরী এক মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার মা ছবিটি দিয়েছেন।'

টাইলার জানতে চাইল, 'তোমার মা তোমাকে আর কিছু দেননি?'

মাথা নাড়ল জুলিয়া, 'না। আমি দুঃখিত। হ্যারি স্টানফোর্ডের স্মৃতি মনে পড়ে যায় এমন কিছু তিনি সঙ্গে রাখতে চাননি।'

'তোমাকে ছাড়া, অবশ্যই।' বলল উডি।

ওর দিকে ঝট করে ঘুরল জুলিয়া। 'তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো বা না-ই করো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তোমরা বুঝতে পারছ না... আমি... আমি কত আশা করে—' তার গলা বুজে এল।

টাইলার বলল, 'আমার বোন বলেছে তোমার আকস্মিক আবির্ভাব আমাদেরকে চমকে দিয়েছে। মানে...হুট করে একজন এসে দাবি করছে সে আমাদের পরিবারের সদস্য...আমাদের সমস্যাটা বুঝতেই পারছ। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিছুটা সময় দরকার।'

'অবশ্যই।'

'তুমি উঠেছ কোথায়?'

'ট্রেমন্ট হাউজে।'

'ওখানে চলে যাও। গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে শীঘ্রি যোগাযোগ করব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'ঠিক আছে।' সবার দিকে তাকাল একে একে। নরম গলায় বলল, 'তোমরা আমাকে নিয়ে যা-ই ভাবো না কেন, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার বলে মনে করি।'

'চলো তোমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই,' বলল কেন্ডাল।

হাসল জুলিয়া। 'ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব। এখানে এসে অব্দি মনে হচ্ছে এখানকার সবকিছু যেন আমি চিনি।'

ঘুরে দাঁড়াল জুলিয়া। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কেন্ডাল বলল, 'আমার...মনে হচ্ছিল ও যেন সত্যি আমাদের বোন।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' আপত্তি জানাল উডি।

'আমার মনে হচ্ছে...' শুরু করল মার্ক।

ওরা সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, হাত তুলে থামিয়ে দিল টাইলার। 'এভাবে চেঁচামেচি করে লাভ নেই। যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা। বলা যায়, মেয়েটাকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছে, আমরা জুরি। আমরাই সিদ্ধান্ত নেব তাকে বিশ্বাস করব কি করব না। সবার এ ব্যাপারে একমত হওয়া দরকার।

সায় দিল উডি। 'ঠিক বলেছ।'

টাইলার বলল, 'আমার ধারণা মেয়েটা প্রতারক।'

'প্রতারক? কেন?' প্রতিবাদ করল কেন্ডাল। 'ও সত্যি আমাদের বোন না হলে আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে এত কিছু জানতেই পারত না।'

টাইলার ফিরল তার দিকে। 'কেন্ডাল, আমরা যখন ছোট ছিলাম ওই সময় এ বাড়িতে কতগুলো চাকরবাকর ছিল?'

বিস্মিত দেখাল কেন্ডালকে। 'কেন?'

'ডজনখানেক, ঠিক? এদের কেউ হয়তো এই মেয়েটি যা বলে গেছে সেসব কথা জানত। এ বাড়িতে কত চাপরাশি, ড্রাইভার, বাবুর্চি এসেছে। এদের কেউ হয়তো মেয়েটাকে ছবিটা দিয়েছে।'

'তুমি বলতে চাইছ... ও কারও সঙ্গে যোগসাজশ করে এখানে এসেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল টাইলার। 'ভুলে যেয়ো না এর পেছনে বিশাল অঙ্কের টাকা জড়িত।'

'কিন্তু ও বলল টাকার প্রতি ওর লোভ নেই,' মার্ক মনে করিয়ে দিল।

মাথা ঝাঁকাল উডি। 'হ্যাঁ, তা বলেছে।' টাইলারের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ও যে জাল তা প্রমাণ করব কীভাবে কোনো রাস্তা নেই—'

'রাস্তা একটা আছে,' অন্যমনস্ক টাইলার।

সবাই তাকাল তার দিকে।

'কী সেটা?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'কাল জানাব।'

সিমন ফিটজেরাল্ড ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা বলছেন জুলিয়া স্টানফোর্ড এত বছর পরে উদয় হয়েছে?'

'জুলিয়ার পরিচয় দিয়ে এক মহিলার উদয় ঘটেছে,' তাঁকে শুধরে দিল টাইলার।

'এবং ওকে আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?' জানতে চাইল স্টিভ।

'একদমই না। নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে সে আমাদের ছেলেবেলার কিছু গল্প শুনিয়েছে। এসব ঘটনা আমাদের বাড়ির চাকরবাকরও জানে। তাদের কাছ থেকে হয়তো এসব শুনেছে। আর যে পুরোনো ছবিটা সে দেখিয়েছে তা দিয়ে প্রমাণ হয় না কিছুই। চাকরবাকরদের সঙ্গে যোগসাজশে এ-কাজটা করতে পারে মেয়েটা। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব সে একটা প্রতারক।'

ভুরু কোঁচকাল স্টিভ। 'কীভাবে প্রমাণ করবেন?'

'খুব সহজ। ডিএনএ টেস্ট করাব।'

অবাক হল স্টিভ গ্লোন। 'তাহলে আপনার বাবার লাশ তুলতে হবে কবর খুঁড়ে।'

'হ্যাঁ।' টাইলার ফিরল সিমন ফিটজেরাল্ডের দিকে। 'এতে কোনো সমস্যা আছে?'

'আমি কবর খুঁড়ে লাশ তোলার অর্ডারের ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু মেয়েটি কি রাজি হবে এ প্রস্তাবে?'

'আমি ওকে জিজ্ঞেস করিনি এখনও। রাজি না হলে বুঝব সে টেস্টের ফলাফল নিয়ে ভীত।' ইতস্তত করল সে। 'কাজটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তবে সত্য প্রমাণ করার এটাই একমাত্র রাস্তা।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন ফিটজেরাল্ড, 'ঠিক আছে।' ফিরলেন স্টিভের দিকে। 'তুমি কাজটা করতে পারবে?'

'অবশ্যই,' স্টিভ তাকাল টাইলারের দিকে। 'নিয়মকানুন তো আপনার জানাই আছে। লাশ তোলার জন্য করোনারের অফিসে আবেদন করতে হবে। কেন কবর খুঁড়ে লাশ তুলতে চাইছেন তার কারণ জানাতে হবে। অনুরোধ অনুমোদিত হলে করোনারের অফিস ফিউনেরাল হোমের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তাদেরকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে। লাশ তোলার সময় করোনারের অফিসের কেউ উপস্থিত থাকবেন।

'সময় লাগবে কদ্দিন?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'তিন/চারদিন। আজ বুধবার। সোমবার নাগাদ আমরা লাশ তুলতে পারব।'

'বেশ।' ইতস্তত করল টাইলার। 'আমাদের একজন ডিএনএ এক্সপার্ট দরকার যাকে আদালত বিশ্বাস করবে। এমন কাউকে চেনেন?'

স্টিভ বলল, 'চিনি। তার নাম পেরি উইংগার। বোস্টনেই আছে। এ-ধরনের কাজে সেই সেরা। আমি ওকে খবর দিচ্ছি।'

'তাহলে তো ভালোই হল। যত তাড়াতাড়ি এ ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারব

ততই মঙ্গল।'

পরদিন সকাল দশটায় রোজহিল লাইব্রেরিতে ঢুকল টাইলার। ওখানে উডি, পেগি, কেন্ডাল এবং মার্ক তার জন্য অপেক্ষা করছে। টাইলারের সঙ্গে এক আগন্তুক।

'ইনি পেরি উইংগার,' বলল টাইলার।

'কী করেন ইনি?' জানতে চাইল পেগি।

'আমাদের ডিএনএ এক্সপার্ট।'

কেন্ডাল তাকাল টাইলারের দিকে, 'ডিএনএ এক্সপার্ট দিয়ে কী হবে?'

টাইলার বলল, 'আমরা প্রমাণ করে দেব এই মেয়েটি প্রতারক। আমি সহজে ওকে ছাড়ছি না।'

'তুমি বুড়োমানুষটাকে কবর থেকে তুলবে?' জিজ্ঞেস করল উডি।

'হুঁ। আমাদের আইনজীবীরা কবর থেকে লাশ তোলার অনুমতি পাবার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মেয়েটা সত্যি আমাদের সৎবোন কিনা, ডিএনএ টেস্টে প্রমাণ হয়ে যাবে। বোন না হলেও তা জানা যাবে।'

মার্ক বলল, 'ডিএনএ টেস্টটা কী জিনিস?'

কেশে গলা পরিস্কার করে নিল মার্ক উইংগার। 'সহজভাবে বলতে গেলে ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ হল বংশপরম্পরার অণু। এতে প্রতিটি মানুষের জেনেটিক কোড থাকে। রক্ত, বীর্য, লালা, চুল, এমনকি হাড় থেকেও এটা বের করে আনা যায়। মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে এমন লাশেরও ডিএনএ পরীক্ষা করা সম্ভব।'

'আচ্ছা! এ তো খুব সহজ একটা ব্যাপার,' মন্তব্য করল মার্ক।

কপালে ভাঁজ পড়ল পেরি উইংগারের। 'অত সহজ নয়। দু-ধরনের ডিএনএ পরীক্ষা আছে। PCR টেস্ট, এতে ফলাফল পেতে তিনদিন লাগে এবং আরও জটিল RFZP টেস্ট, এতে ছয় থেকে আট হপ্তা লাগে সময়। আমরা প্রথম টেস্টটি করব।'

'কীভাবে টেস্ট করবেন?' জানতে চাইল কেন্ডাল।

'বেশ কয়েকটি ধাপ আছে। প্রথমে স্যাম্পল সংগ্রহ করে ডিএনএ টুকরো করে কাটা হবে। টুকরো বা খণ্ডগুলো জেল-এ ভিজিয়ে রেখে তাতে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহ করা হবে। নেগেটিভ চার্জ দেয়া ডিএনএ অগ্রসর হবে পজেটিভ-এর দিকে। বেশ কয়েকঘণ্টা পরে খণ্ডাংশগুলো নিজেরাই জোড়া লেগে যাবে। ডিএনএ-এর কাটা অংশ আলাদা করতে আলকালাইন কেমিকেল ব্যবহার করা হয়। তারপর খণ্ডাংশগুলো একটি নাইলন শিটে স্থানান্তর করা হয়। ওগুলো চোবানো হয় পানিতে এবং রেডিও অ্যাকটিভ শ্রোব—'

'এই টেস্ট কতটা নির্ভরযোগ্য?' বাধা দিল উডি।

'শতকরা একশো ভাগ।'

উডি ফিরল তার ভাইয়ের দিকে। 'টাইলার, তুমি একজন বিচারক। ধরো, মেয়েটা সত্যি হ্যারি স্টানফোর্ডের সন্তান। কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে আমাদের বাবার

কখনও বিয়ে হয়নি। সে কেন আমাদের সম্পত্তির ভাগ পাবে?'

'আইন অনুসারে,' ব্যাখ্যা করল টাইলার, 'আমাদের বাবার পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সে আমাদের সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে।'

'তাহলে জলদি ডিনএএ টেস্ট করাও এবং প্রমাণ হয়ে যাক মেয়েটা একটা প্রতারক!'

টাইলার, উডি, কেন্ডাল, মার্ক এবং জুলিয়া ট্রেমন্ট হাউজের ডাইনিংরুম রেস্টুরেন্টের একটি টেবিলে বসেছে। পেগি আসেনি। থেকে গেছে রোজ হিল-এ। 'কবর থেকে লাশ তোলা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগবে না,' বলেছে সে।

ওরা এখন জুলিয়া স্টানফোর্ড বলে পরিচয় দেয়া মেয়েটির মুখোমুখি।

'তোমরা আমাকে কী করতে বলছ বুঝতে পারছি না,' বলল সে।

'খুব সহজ একটা কথা,' বলল টাইলার। 'ডাক্তার তোমার ত্বক পরীক্ষা করে দেখবে—আমাদের বাবার ত্বকের সঙ্গে তোমার মিল আছে কিনা। ডিএনএ-এর মলিকিউল মিলে গেলে প্রমাণ হয়ে যাবে তুমি সত্যি তাঁর মেয়ে। তবে তুমি যদি টেস্ট করাতে না চাও...'

'আ...আমার ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল উডি।

'ঠিক বলতে পারব না,' শিউরে উঠল জুলিয়া। ' বাবার লাশ কবর থেকে তোলা হবে প্রমাণ করার জন্য যে...'

'যে তুমি আসলে কে।'

সবার ওপর একে একে চোখ বুলাল জুলিয়া। 'তোমাদের বিশ্বাস অর্জন করার আর কোনো রাস্তা নেই?'

'না,' মাথা নাড়ল টাইলার। 'টেস্ট করাতে রাজি হয়ে যাওয়াই একমাত্র রাস্তা।'

দীর্ঘ বিরতি।

'ঠিক আছে। করাব আমি টেস্ট।'

লাশ কবর থেকে তোলার কাজটা যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল ততটা সহজ হল না। সিমন ফিটজেরাল্ড নিজে করোনারের সঙ্গে কথা বললেন।

'না! ফর গডস শেক, সিমন! আমি এ-কাজ করতে পারব না! জানো, কী বিকট গন্ধ ছড়াবে ওটা? এ লাশ হেঁজিপেজি কারও নয়। হ্যারি স্টানফোর্ডের। যদি ব্যাপারটা কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যায় মিডিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়বে ওখানে।'

'মারভিন, ব্যাপারটা খুব জরুরি। এখানে মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। কাজেই ব্যাপারটা যাতে কেউ জানতে না পারে সেভাবে কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'আর কোনো রাস্তা নেই...?'

'না। নেই।'

'মেয়েটাকে তোমার প্রতারক বলে মনে হয়, সিমন।'

'সত্যি বলতে কী আমি জানি না। তবে আমার মতামতে কিছু আসে যায় না। এতে আমাদের কারও মতামতেই কিছু আসে যায় না। আদালত প্রমাণ দেখতে চাইবে, ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে দেখানো হবে প্রমাণ। কাজেই কাজটা তোমাকে করতেই হচ্ছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন করোনার, 'ঠিক আছে। করব। তবে একটা কাজ করতে পারবে?'

'কী?'

'ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। মিডিয়া যেন কোনোভাবেই টের না পায়।'

'কথা দিচ্ছি এ ঘটনা কেউ জানবে না। শুধু পরিবারের লোকজন উপস্থিত থাকবে ওখানে।'

'কবে করতে হবে কাজটা?'

'সোমবার।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন করোনার। 'ঠিক আছে। আমি ফিউনেরাল হোম-এ ফোন করছি। তোমার কাছে কিন্তু আমার একটা পাওনা থেকে গেল, সিমন।'

'আমি ভুলব না।'

সোমবার সকাল নটায় মাউন্ট অবার্ন সেমেট্রির যে-অংশে কবর দেয়া হয়েছে হ্যারি স্টানফোর্ডকে, সে-জায়গা 'মেইনটেনান্স রিপেয়ার'-এর নোটিশ টাঙিয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হল। কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কবরের পাশে শুধু থাকল উডি, পেগি, টাইলার, কেন্ডাল, মার্ক, জুলিয়া, সিমন ফিটজেরাল্ড, স্টিভ গ্লোন এবং করোনারের অফিসের প্রতিনিধি ড. কলিন্স। পেরি উইংগারও আছে। কবর থেকে কফিন তোলার প্রস্তুতি চলছে।

কফিন মাটিতে তুলে আনা হল। ফোরম্যান তাকাল দলটার দিকে। 'এখন কী করব?'

'খুলুন, প্লিজ।' বললেন সিমন। ঘুরলেন পেগির দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে?'

'এক মিনিট। স্রেফ ত্বকের একটা স্যাম্পল নেব।'

ফোরম্যান ও তার সহযোগীরা কফিন খুলতে শুরু করল।

'আমি এসব দেখতে চাই না,' বলল কেন্ডাল। 'দেখতে হবে?'

'হ্যাঁ,' বলল উডি। 'অবশ্যই দেখতে হবে।'

সবাই সম্মোহিত হওয়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কফিনের দিকে। দেখছে খুলে যাচ্ছে কফিনের ডালা। খুলে গেল পুরোপুরি।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠল কেন্ডাল।

কফিন খালি।

১৪

রোজ হিল। ফোন রেখে দিল টাইলার। 'ফিটজেরাল্ড বলছেন মিডিয়া কিছুই জানতে পারবে না। আর সেমিট্রি নিশ্চয় চাইবে না তাদের দুর্নাম হোক। করোনার ড. কলিন্সকে মুখ বন্ধ করে রাখার হুকুম দিয়েছেন। আর পেরি উইংগার কাউকে কিছু বলবে না বলে বিশ্বাস করা যায়।'

উডি শুনছে না টাইলারের কথা। 'হারামজাদী কীভাবে কাজটা করল কিছুতেই বুঝতে পারছি না!' বলল সে, 'তবে ওকে আমি ছাড়ব না।' অন্যদের দিকে কটমট করে তাকাল। 'তোমরা নিশ্চয় ভাবছ কাজটা ও করেনি।'

আস্তে আস্তে বলল টাইলার, 'তোমার সঙ্গে আমি একমত উডি, এ-কাজ সে ছাড়া অন্য কেউ করবে না। মেয়েটা খুব চালাক। আর ও একা নয়। কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। বুঝতে পারছি না ঠিক কিসের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি।'

'এখন কী করবে?' জিজ্ঞেস করল কেন্ডাল।

কাঁধ ঝাঁকাল টাইলার। 'সত্যি বলছি জানি না আমি। তবে একটা ব্যাপার জানি মেয়েটা কোর্টে যাবে এবং উইলের জন্য লড়াই করবে।'

'ওর জেতার কোনো সম্ভাবনা আছে?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল পেগি।

'আছে। মানুষকে প্রভাবিত করার সহজাত ক্ষমতা আছে মেয়েটার। আমরাও তো ওর কথা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম।'

'কিছু-না-কিছু তো করতেই হবে, 'চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। 'পুলিশে জানাব?'

'ফিটজেরাল্ড বললেন পুলিশ নিখোঁজ লাশটার খোঁজ পায়নি। ওরা বিষয়টা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্যও করতে চায় না।'

'ওদেরকে তদন্ত করতে বলি?'

মাথা নাড়ল টাইলার। 'এটা পুলিশি বিষয় নয়। এটা প্রাইভেট—' থেমে গেল সে, ভাবল একমুহূর্ত। তারপর বলল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী কাজ?'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগিয়ে দিই মেয়েটির পেছনে। সে ওর আসল পরিচয় খুঁজে বের করবে।'

'বুদ্ধি মন্দ নয়। তোমার চেনা আছে এরকম কেউ?'

'না, এখানে কাউকে চিনি না। তবে ফিটজেরাল্ডকে বলতে পারি একজন শখের গোয়েন্দা খুঁজে দেয়ার জন্য। অথবা...' ইতস্তত করল সে। ' লোকটার সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। তবে শিকাগোতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভের কথা শুনেছি। খুব নামডাক আছে লোকটার।'

মার্ক বলল, 'তাহলে ওকে ভাড়া করছি না কেন আমরা?'

টাইলার সবার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমাদের সকলের মতামতের ওপর।

'আমাদের এতে কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?' জিজ্ঞেস করল কেন্ডাল।

'অনেক খরচ লাগবে কিন্তু,' বলল টাইলার।

মুখ ঝামটা দিল উডি। 'খরচ? এটা মিলিয়ন ডলারের বিষয়।'

মাথা ঝাঁকাল টাইলার। 'তা অবশ্য ঠিক।'

'নাম কী লোকটার?'

ভুরু কোঁচকাল টাইলার। 'ঠিক মনে পড়ছে না। সিম্পসন...বা সিমনস এরকম কিছু একটা হবে। দাঁড়াও, শিকাগোতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে ফোন করি।'

কনসোল থেকে ফোন তুলল টাইলার। ডায়াল করল একটা নাম্বারে। দুই মিনিট পরে সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলল সে, 'আমি জাজ টাইলার স্টানফোর্ড। আপনাদের অফিসে মাঝেমধ্যে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ কাজ করে। সিমনস বা এরকম একটা নাম—'

অপর পাশের কণ্ঠটি বলল, 'আপনি বোধহয় ফ্রাঙ্ক টিমনসের কথা বলছেন।'

'টিমনস! হ্যাঁ, হ্যাঁ।' টাইলার অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ওর নাম্বারটা দিতে পারবেন? তাহলে সরাসরি কথা বলতাম।'

ফোন নাম্বার লিখল টাইলার। রেখে দিল রিসিভার।

ওদের দিকে ফিরল সে, 'তো তোমরা যদি সবাই রাজি থাকো, আমি লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

সবাই সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

পরদিন বিকেল। ক্লার্ক ঢুকল ড্রইংরুমে। ঘোষণা করল, 'মি. টিমনস।'

চল্লিশের কোঠায় বয়স লোকটার, ফ্যাকাশে গাত্রবর্ণ, বক্সারদের মতো পেশিবহুল শরীর। নাকটা ভাঙা, চোখজোড়া ঝকঝকে, অনিসন্ধিৎসু। টাইলার, মার্ক, উডি সবার ওপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চোখ বুলাল সে একে একে। 'জাজ স্টানফোর্ড?'

মাথা ঝাঁকাল টাইলার। 'আমি জাজ স্টানফোর্ড।'

'ফ্রাঙ্ক টিমনস,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা।

'বসুন, মি. টিমনস।'

'ধন্যবাদ।' বসল সে। 'আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'জ্বি।'

'সত্যি বলতে কী, আপনাদের জন্য কতটুকু কী করতে পারব জানি না আমি। আমার এখানে কোনো অফিশিয়াল কানেকশন নেই।'

'এটা পুরোপুরি আনঅফিশিয়াল,' তাকে আশ্বস্ত করল টাইলার।

'আমরা এক তরুণীর পরিচয় জানতে চাই।'

'আপনি ফোনে বলেছেন মেয়েটি নিজেকে আপনাদের সৎবোন বলে দাবি করছে। এবং ডিএনএ টেস্ট করারও কোনো উপায় নেই।'

'ঠিক,' বলল উডি।

দলটার ওপর চোখ বুলাল সে। 'এবং আপনারা বিশ্বাস করেন না যে সে আপনাদের সৎবোন?'

'বিশ্বাস করি না,' বলল টাইলার। 'আবার সে সত্যিকথাও বলতে পারে। আপনাকে আমরা ভাড়া করেছি মেয়েটি আসল না নকল সে-ব্যাপারে যথার্থ প্রমাণ হাজির করবেন।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনাদেরকে এজন্য প্রতিদিন এক হাজার ডলার দিতে হবে সেইসঙ্গে অন্যান্য খরচাও।'

খাবি খেল টাইলার, 'এক হাজার...'

'দেব,' তাকে বাধা দিল উডি।

'মহিলা সম্পর্কে আপনারা যা যা জানেন, সমস্ত তথ্য দিতে হবে আমাকে।'

কেন্ডাল বলল, 'তেমন কিছু জানি না আমরা।'

টাইলার বলল, 'নিজেকে প্রমাণ করার মতো কিছু নেই তার। সে আমাদের শৈশবের কয়েকটা গল্প শুনিয়ে বলেছে এসব নাকি তার মা তাকে বলেছে। এবং—'

হাত তুলল গোয়েন্দা। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। তার মা কে?'

'তার মার নাম রোজমেরি নেলসন। ছেলেবেলায় আমাদের গভর্নেস ছিল।'

'তার কী হয়েছে?'

অস্বস্তি নিয়ে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

উডি বলল, 'মহিলার সঙ্গে আমাদের বাবার একটা সম্পর্ক ছিল। মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তারপর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তারপর মহিলা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'আচ্ছা।'

'এ থেকে কিছুই বোঝা গেল না।' গোয়েন্দা বসে থাকল। ভাবছে। শেষে বলল, 'ঠিক আছে। দেখছি কী করা যায়।'

'আমরা সেটাই চাই।' বলল টাইলার।

গোয়েন্দা প্রথমে গেল বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে। সেখানে বসে হ্যারি স্টানফোর্ডের সঙ্গে তার গভর্নেসের সঙ্গে পরকীয়া, মিসেস স্টানফোর্ডের আত্মহত্যা বিষয়ক সমস্ত খবর পড়ল। উপন্যাস লেখার মতো প্রচুর উপাদান আছে এতে।

এরপর সে গেল সিমন ফিটজেরাল্ডের কাছে।

'আমার নাম ফ্রাঙ্ক টিমনস। আমি—'

'আমি জানি আপনি কে, মি. টিমনস। জাজ স্টানফোর্ড আপনাকে সাহায্য করতে বলেছেন। আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

‘হ্যারি স্টানফোর্ডের অবৈধ কন্যার আসল পরিচয় জানতে চাইছি আমি। ওর বয়স এখন সম্ভবত ছাব্বিশ চলছে, না?’

‘জ্বি। তার জন্ম ১৯৬৯ সালের ৯ আগস্ট, উইসকনসিন রাজ্যের মিলাউকির সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে। তার মা নাম রেখেছিল জুলিয়া।’ কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। ‘ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। এর বেশি কিছু জানি না।’

‘এতেই চলবে,’ বলল গোয়েন্দা, ‘এতেই চলবে।’

মিলাউইকির সেন্ট জোসেফ হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট মিসেস ডোহার্টির বয়স ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল ধূসর।

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। মনে আছে,’ বলল সে। ‘কীভাবে ভুলি সেকথা? ভয়ানক স্ক্যান্ডাল ছিল ওটা। সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল এ সংবাদ। সাংবাদিকরা এখানে মেয়েটার খোঁজ পেয়ে যায়। ওদের অত্যাচারে আর থাকতে পারেনি সে।’

‘মেয়েকে নিয়ে সে কোথায় গিয়েছিল?’

‘বলতে পারব না। কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।’

‘হাসপাতালের বিল মিটিয়ে গিয়েছিল?’

‘জ্বি না। আমার এখনও মনে আছে সেই দিনটির কথা। আপনার ওই চেয়ারে বসে ছিল সে। বলেছিল পুরো বিল শোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পরে দেবে কথা দেয়। হাসপাতালের আইনের বিরুদ্ধে যদিও চলে যায় ব্যাপারটা, কিন্তু মেয়েটার জন্যে এমন মায়া লাগছিল আমার, যাওয়ার সময় এত অসুস্থ ছিল সে, আমি আর টাকা চাইতে পারিনি।’

‘বিলের টাকা কি সে পরে শোধ করেছে?’

‘অবশ্যই। দুই মাস পরেই। সে কোথায় যেন সেক্রেটারির একটা কাজ পেয়ে গিয়েছিল।’

‘ কোথায়, মনে আছে?’

‘না। কী করে মনে থাকবে? পঁচিশ বছর আগের ঘটনা, মি. টিমনস।’

‘মিসেস ডোহার্টি, আপনি কি আপনাদের সকল রোগীর রেকর্ড রেখে দেন ফাইলে?’

‘অবশ্যই।’ তাকাল সে গোয়েন্দার দিকে। ‘আপনি আমাকে রেকর্ড ঘেঁটে দেখতে বলছেন?’

অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল গোয়েন্দা। ‘যদি কিছু মনে না করেন।’

‘এতে রোজমেরির কোনো উপকার হবে?’

‘অনেক।’

‘ঠিক আছে। দেখছি,’ বলে চলে গেল মিসেস ডোহার্টি।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরল মহিলা, হাতে একটুকরো কাগজ।

‘পেয়েছি। রোজমেরি নেলসন। রিটার্ন অ্যাড্রেস হল এলিট টাইপিং সার্ভিস। ওমাহা। নেব্রাস্কা।’

এলিট টাইপিং সার্ভিস চালান ষাটোর্ধ্ব জনৈক মি. অটো ব্রডরিক।

‘আমরা সাময়িক ভিত্তিতে অনেককে ভাড়া করি,’ বললেন তিনি। ‘অতদিন আগের কথা মনে থাকার কথা আপনি আশা করেন কীভাবে?’

‘এটা বিশেষ একটা কেস। মহিলা ছিল সিঙ্গল, পঁচিশের কোঠায় বয়স, রোগা, দুর্বল। তখন সবে মা হয়েছে সে—’

‘রোজমেরি!’

‘জ্বি, ওকে মনে আছে আপনার?’

‘রোজমেরিস বেবি নামে একটা ছবি দেখেছিলাম আমি। এজন্যেই ওর নামটা মনে আছে আমার। কাজেই রোজমেরি যখন এসে আমাকে বলল তার একটি বাচ্চা আছে। আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিই এবং...’

‘রোজমেরি নেলসন কতদিন কাজ করেছে আপনার সঙ্গে?’

‘প্রায় বছরখানেক। এরপর প্রেসের নজরে পড়ে যায় মেয়েটা। ওদের জ্বালাতনে এক মধ্যরাতে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় রোজমেরি।’

‘মি. ব্রডরিক, রোজমেরি পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল জানেন?’

‘ফ্লোরিডা। উষ্ণ আবহাওয়ার দরকার ছিল ওর। আমি ওকে ওখানকার এক এজেন্সির কাছে যেতে বলেছিলাম।’

‘এজেন্সির নামটা জানতে পারি?’

‘নিশ্চয়। নাম গেল্ এজেন্সি।’

স্টানফোর্ড পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের দুইদিন পরে বোস্টনে ফিরল গোয়েন্দা। আগেই ফোন করেছিল। স্টানফোর্ড পরিবার অপেক্ষা করছিল তার জন্য। রোজহিল-এর বাড়ির ড্রইংরুমে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছে তারা।

‘আপনি নাকি আমাদের জন্যে খবর নিয়ে এসেছেন, মি. টিমনস,’ বলল টাইলার।

‘জ্বি।’ ব্রিফকেস খুলে কিছু কাগজপত্র বের করল শখের গোয়েন্দা। ‘খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেস,’ বলল সে, ‘যখন শুরু করলাম—’

‘ভূমিকা রাখুন,’ অধৈর্য গলা উডির। ‘মেয়েটা প্রতারক নাকি প্রতারক নয় সেটা বলুন।’

মুখ তুলে চাইল টিমনস, ‘কিছু মনে করবেন না, মি. স্টানফোর্ড। কথাগুলো আমাকে ধীরেসুস্থে বলতে দিন।’

টাইলার কটমট করে তাকাল উডির দিকে। ‘আচ্ছা, আপনি বলুন।’

নোটে চোখ রেখে শুরু করল গোয়েন্দা। ‘স্টানফোর্ডের গভর্নেস রোজমেরি

নেলসনের একটি কন্যাসন্তান হয়। সে হ্যারি স্টানফোর্ডের ঔরসজাত। রোজমেরি তার সন্তানকে নিয়ে নেব্রস্কোর ওমাহায় চলে যায়। ওখানে সে এলিট টাইপিং সার্ভিসে একটি কাজ জুটিয়ে নেয়। তার চাকরিদাতা আমাকে বলেছে ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না রোজমেরি।

'পরে আমি জানতে পারি সে তার মেয়েকে নিয়ে ফ্লোরিডা গিয়েছিল। ওখানে গেল্ এজেন্সিতে কাজ করত রোজমেরি। ওখান থেকে গেছে সানফ্রান্সিসকো। সেখানে তারা দশ বছর ছিল। ওখানেই শেষ হয়ে যায় ট্রেইল। এরপর অদৃশ্য হয়ে যায় তারা।' মুখ তুলে চাইল গোয়েন্দা। ব্রিফকেসের দিকে হাত বাড়াল। বের করল আরেকটা কাগজ। 'রোজমেরির মেয়ে জুলিয়া সতেরো বছর বয়সে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করে।'

'তো!' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় ড্রাইভারদের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়,' একটা কার্ড দেখাল সে। 'এখানে আসল জুলিয়া স্টানফোর্ডের আঙুলের ছাপ আছে।'

উত্তেজিত হয়ে টাইলার বলল, 'আচ্ছা! যদি আঙুলের ছাপ মিলে যায়—' বাধা দিল উডি, 'তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে সে আমাদের বোন।'

মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দা। 'ঠিক। আমি একটি পোর্টেব্‌ল ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিট নিয়ে এসেছি। যদি আপনারা পরীক্ষাটা এখনই করে দেখতে চান। উনি আছেন এখানে?'

'ও হোটেলে আছে। প্রতিদিন সকালে ওর সঙ্গে কথা হয় আমার। বলেছি সমস্যার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত যেন কোথাও না যায়।'

'চলো,' বলল উডি। 'ওর হোটেলে যাই।'

আধঘণ্টা পরে ট্রেমন্ট হাউজের একটি হোটেলরুমে ঢুকল দলটা। ওরা ঘরে ঢুকে দেখল জিনিসপত্র বাধাছাঁদা করছে জুলিয়া।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল কেন্ডাল।

ঘুরল মেয়েটা। 'বাড়ি। এখানে আসা ভুল হয়ে গেছে আমার।'

টাইলার বলল, 'এজন্যে তুমি আমাদেরকে দোষ দিতে পারো না...'

টাইলারের দিকে ফিরল জুলিয়া। রাগে গনগন করছে মুখ, 'এখানে আসা অব্দি আমাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে খালি সন্দেহ আর সন্দেহ। তোমরা ভেবেছ তোমাদের টাকায় ভাগ বসাতে এসেছি আমি। না, সেজন্য আসিনি, এসেছিলাম আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হতে, তারা কীরকম দেখতে। আমি... যাকগে, বাদ দাও।' সে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

টাইলার বলল, 'এ ফ্রাঙ্ক টিমনস। শখের গোয়েন্দা।'

চাইল জুলিয়া, 'এখন আবার কী? আমাকে গ্রেফতার করবেন?'

'না, ম্যাম। সতেরো বছর বয়সে সানফ্রান্সিসকো থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স পায় জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

থেমে গেল জুলিয়া, 'হুঁ, আমি পেয়েছিলাম। কেন লাইসেন্স পাওয়াটা আইনত নিষিদ্ধ নাকি?'

'না, ম্যাম। কথা হল—'

'কথা হল—,' বলে উঠল টাইলার—'ওই লাইসেন্সে জুলিয়া স্টানফোর্ডের আঙুলের ছাপ রয়েছে।'

ওদের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'তোমরা কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।

উডি বলল, 'তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে ওই ছাপ আমরা মিলিয়ে নিতে চাই।'

চেহারা কঠোর দেখাল জুলিয়ার। 'না! আমি আঙুলের ছাপ মেলাতে পারব না।'

'কেন?' প্রশ্ন করল মার্ক।

শক্ত হয়ে গেছে জুলিয়ার শরীর। 'কারণ তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আমি একটা ক্রিমিনাল। বেশ, যা হবার হয়েছে। এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

নরম গলায় বলল কেন্ডাল, 'তুমি সত্যি কে তা প্রমাণ করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। তোমার মতো আমরাও কম আপসেট নই। ব্যাপারটার ফয়সালা হওয়া দরকার।'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল জুলিয়া। শেষে বলল, 'ঠিক আছে, ফয়সালা করে ফ্যালো।'

'বেশ।'

'মি. টিমনস...' বলল টাইলার।

'জ্বি।' গোয়েন্দা ছোট একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিট বের করে রাখল টেবিলে। ইঙ্ক প্যাড খুলল। 'একটু এদিকে আসুন, প্লিজ।'

সবাই দেখল টেবিলের সামনে হেঁটে গেল জুলিয়া। গোয়েন্দা জুলিয়ার একটা হাত ধরল তারপর এক এক করে প্রতিটি আঙুলের ডগা দিয়ে ইঙ্ক প্যাডে চাপ দিল। এরপর শাদা একটা কাগজে কালিমাখা আঙুলের ছাপ নিল সে। 'কাজটা মন্দ করি নি, কি বলেন?' গোয়েন্দা তাজা আঙুলের ছাপের পাশে লাইসেন্স ব্যুরোর কার্ড রাখল।

ওরা টেবিলের সামনে চলে এল। তাকাল দুইজোড়া প্রিন্টের দিকে।

হুবহু একইরকম আঙুলের ছাপ।

প্রথমে রা ফুটল উডির মুখে, 'ওগুলো...একদম...এক।'

কেন্ডাল জুলিয়ার দিকে তাকাল মিশ্র অনুভূতি নিয়ে, 'তুমি সত্যি আমাদের বোন, না?'

অশ্রুসজল চোখে হাসল মেয়েটা, 'আমি তো তোমাদেরকে তাই বোঝাতে চেয়েছি।'

সবাই একসঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'অবিশ্বাস্য...!'

'এত বছর পরে...'

'তোমার মা কেন ফিরে এলেন না...?'

'দুঃখিত, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি...'

জুলিয়ার হাসিতে উদ্ভাসিত হল ঘর। 'ঠিক আছে। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

উডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্ড হাতে নিয়ে বলল, 'মাই গড! এটা বিলিয়ন ডলারের কার্ড! ' কার্ডটা পকেটে পুরল সে। 'আমি এটা ব্রোঞ্জ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব।'

টাইলার ফিরল দলটার দিকে। 'এবার একটু ফুর্তি করা যায়। সবাই রোজ হিল-এ চলো!' জুলিয়ার দিকে ঘুরল সে। 'তোমাকে আমরা স্বাগত পার্টি দেব। চলো।'

সবার ওপর চোখ বুলাল জুলিয়া, ঝকমক করছে।

'এ যেন স্বপ্ন হল সত্যি। অবশেষে একটা পরিবার পেলাম আমি।'

আধঘণ্টা পর। ওরা রোজহিল-এ ফিরে এসেছে। মেয়েটা নিজের নতুন ঘর সাজাচ্ছে। অন্যেরা নিচতলায়, আড্ডা দিচ্ছে।

'ওর নিশ্চয় মনে হয়েছে জেরার মধ্যে ছিল,' মন্তব্য মনে হওয়ারই কথা,' বলল পেগি। 'কী করে যে ব্যাপারটা সহ্য করল জানি না।'

কেন্ডাল বলল, 'নতুন জীবনের সঙ্গে এখন খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই হল।'

'ও খাপ খাইয়ে নিতে পারবে,' শুকনো গলায় বলল উডি।

সিধে হল টাইলার। 'আমি একটু উপরে যাচ্ছি। দেখি ও কী করছে।'

উপরে উঠে এল টাইলার, দাঁড়াল মেয়েটার ঘরের দরজার সামনে। টোকা দিল। জোর গলায় ডাকল, 'জুলিয়া?'

'খোলা আছে। ভেতরে এসো।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল টাইলার। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ করল টাইলার। হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে, মুখে মুচকি হাসি।

'আমরা পেরেছি, মার্গো,' বলল সে। 'আমরা পেরেছি!'

নাইট

১৫

ওস্তাদ দাবাড়ুর মতো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্লটটা সাজিয়ে ছিল সে। তবে ইতিহাসে এর চেয়ে লাভজনক দাবাখেলা আর হয়নি। এ বিলিয়ন ডলারের খেলা—আর এ খেলায় জিতে গেছে সে। নিজের মধ্যে অদম্য, অপরাজেয় শক্তি টের পাচ্ছে সে। *বড় কোনো দান মারার সময় তুমিও কি এরকম অনুভব করতে, বাবা? তবে তোমার যে-কোনো বড় দানের চেয়েও এটা বড়। শতাব্দীর সেরা অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। এবং কাজটা করেছি অত্যন্ত সুচারুভাবে। কেউ আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।*

এক অর্থে বলা যায় লি'র কারণেই সবকিছুর সূত্রপাত। অদ্ভুত, অপূর্ব লি। পৃথিবীতে এই মানুষটার চেয়ে আর কাউকে ভালোবাসে না সে। বার্লিনে, ওয়েস্ট বেলমন্ট এভিন্যুতে এক গে বার-এ ওদের পরিচয়। লি লম্বা, পেশিবহুল শরীর, সোনালি চুল। ওর মতো সুন্দর পুরুষ জীবনে দেখেনি টাইলার।

ওদের পরিচয়পর্বের শুরুটা ছিল এরকম, 'আমি তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিতে পারি?'

লি টাইলারের দিকে তাকিয়ে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে।

'কোনো আপত্তি নেই।'

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে টাইলার প্রস্তাব দিয়েছে, 'আমার বাড়ি গিয়ে ড্রিঙ্ক করি না, চলো?'

হেসেছে লি, 'আমার দাম অনেক।'

'কত?'

'এক রাতের জন্যে পাঁচশো ডলার।'

দ্বিতীয়বার ভাবেনি টাইলার। 'চলো।'

রাতটা ওদের কাটল টাইলারের বাড়িতে।

লি উষ্ণ, সংবেদনশীল এবং কেয়ারিং। শুরুতেই টাইলার ওর প্রতি এমন একাত্মবোধ করল, এরকম আর কারও প্রতি অনুভব করেনি। প্রচণ্ড আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল ওর মধ্যে।

সকাল হল। টাইলার ততক্ষণে লি'র প্রেমে গভীর হাবুডুবু খাচ্ছে।

টাইলার আগে শিকাগোর কায়রো, বিজু থিয়েটারসহ নানা গে হ্যাং আউট থেকে তরুণদেরকে তুলে এনেছে। কিন্তু এখন সে জানে সবকিছু বদলে যেতে চলেছে।

এখন থেকে সে শুধু লিকেই চায়।

সকালে, টাইলার নাস্তা তৈরি করছে, জিজ্ঞেস করল, 'রাতে কী খাবে?'

লি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, 'সরি। আজ রাতে আমার ডেট আছে।'

টাইলার যেন প্রচণ্ড ঘুসি খেল পেটে।

'কিন্তু, লি, আমি ভাবলাম তুমি আর আমি...'

'টাইলার, ডিয়ার, পণ্য হিসেবে আমার দাম অনেক, আগেই বলেছি। যারা সবচেয়ে বেশি টাকা দেয় আমি শুধু তাদের কাছেই যাই। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তবে মনে হয় না আমাকে ধরে রাখার ক্ষমতা তোমার আছে।'

'তুমি যা চাও তাই দেব তোমাকে।' বলল টাইলার।

লাজুক হাসল লি। 'সত্যি? বেশ, আমি চমৎকার শাদা ইয়টে চড়ে সেন্ট ট্রপেজে বেড়িয়ে আসতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'লি, আমি তোমার সকল বন্ধুদের চেয়ে ধনী।'

'আচ্ছা? তবে আমি যে শুনলাম তুমি একজন বিচারপতি।'

'হ্যাঁ। তবে আমি অনেক টাকার মালিক হতে চলেছি। মানে...অনেক ধনী হব।'

লি জড়িয়ে ধরল টাইলারকে। 'কিচ্ছু ভেবো না, টাইলার। বিষ্যুদবার থেকে আমি একদম ফ্রি।'

ওটা ছিল শুরু। টাইলারের কাছে টাকাটা আগেও জরুরি ব্যাপার ছিল, কিন্তু এখন তা অবসেশনে পরিণত হল। লি'র জন্যে টাকা দরকার তার। লিকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। লি অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছে, ব্যাপারটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবে না টাইলার। ওকে আমার পেতে হবে।

বারো বছর বয়সে টাইলার বুঝতে পারে সে সমকামী। একদিন স্কুলের এক ছেলেকে চুমু খেতে গিয়ে বাপের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। বাবার ভয়ংকর রাগের ঝাপটা সইতে হয়েছে টাইলারকে। 'আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় আমার ছেলে একটা ফ্যাগট, সমকামী। তোমার নোংরা ব্যাপারটা আমি জেনে ফেলেছি। এখন থেকে তোমার ওপর আমার সতর্ক নজর থাকবে।'

টাইলারের বিয়েটা ছিল মস্ত এক ঠাট্টা।

'তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেব,' একদিন বললেন হ্যারি স্টানফোর্ড।

তখন ক্রিসমাস। টাইলার রোজহিল-এ এসেছিল ছুটিতে। কেন্ডাল এবং উডি তখন চলে গেছে, টাইলারও যাওয়ার মতলব করেছে, এমন সময় বোমাটা পড়ল।

'তোমার বিয়ে দেব আমি।'

'বিয়ে? প্রশ্নই ওঠে না! আমি পারব না...'

'আমার কথা শোনো। লোকে তোমাকে নিয়ে নানা কানাঘুষো শুরু করেছে।

এবং ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বিয়ে করলে ওদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।'

প্রতিবাদ করল টাইলার, 'লোকের কথায় আমার কিছু আসে যায় না। এটা আমার জীবন।'

'তোমার জন্যে একটা সমৃদ্ধ জীবন আশা করি আমি, টাইলার। বয়স হয়ে যাচ্ছে আমার। শীঘ্রি হয়তো...' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

গাধার সামনে মুলো ঝোলানো হল।

নাওমি স্কুইলারের চেহারা শাদামাটা, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, যার বিরাট কোনো উচ্চাশা নেই। শুধু ভালো করে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই হল। সে হ্যারি স্টানফোর্ডের নামে এমন অভিভূত তাঁর ছেলে বিচারক না হয়ে পাম্পিং গ্যাস হলেও তাকে বিয়ে করতে আপত্তি ছিল না নাওমির।

হ্যারি স্টানফোর্ড নাওমিকে নিয়ে একবার বিছানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। শীঘ্রি তার প্রতি বিরক্তবোধ করতে থাকেন স্টানফোর্ড। তখন সিদ্ধান্ত নেন টাইলারের জন্যে এ মেয়ে উপযুক্ত হবে।

আর হ্যারি স্টানফোর্ড যা চান, হাসিল করে ছাড়েন।

বিয়েটা হল দুই মাস বাদে। বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব বেশি জাঁকজমক করা হল না—দেড়শো লোক নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। মধুচন্দ্রিমার জন্যে বর-কনেকে পাঠিয়ে দেয়া হল জ্যামাইকায়। ব্যর্থ, কলঙ্কজনক একটা হানিমুন।

বিয়ের রাতে নাওমি বলল, 'ঈশ্বর, এ কেমন লোককে বিয়ে করলাম আমি! তোমার জিনিসটা আছে কীজন্য?'

টাইলার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আমাদের সেক্সের দরকার নেই। আমরা আলাদা জীবনযাপন করতে পারি। থাকলাম একসঙ্গে, তবে আমরা যে-যার বন্ধু বেছে নিতে পারি।''

'ঠিক বলেছ। তাই করব আমি।'

নাওমি টাইলারের ওপর প্রতিশোধ নিতে লাগল অন্যভাবে। সে শহরের সবচেয়ে বিলাসবহুল দোকান থেকে যা মন চায় তাই কিনতে থাকল। প্রায়ই নিউইয়র্ক গেল শপিং করতে।

'আমি যে বেতন পাই তা দিয়ে তোমার এত কেনাকাটার খরচ বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আপত্তি জানাল টাইলার।

'টাকা যেখান থেকে পারো জোগাড় করবে। আমি যা ইচ্ছা কিনব।'

বাপের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল টাইলার।

বাপ খিকখিক হাসলেন, 'মহিলারা খুব খরুচে হয়। তোমার নিজেকেই ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে।'

'কিন্তু, বাবা, আমার কিছু টাকা দরকার—'

‘একদিন সারা পৃথিবীর টাকা চলে আসবে তোমার হাতে।’

টাইলার ব্যাপারটা নাওমিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ‘একদিন’ কবে আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি নয়। সে বুঝতে পেরেছে ওই ‘একদিন’ কোনোদিনই আসবে না। নাওমি টাইলারকে যতটা পারে শুষে নেয়ার পরে ডিভোর্সের মামলা করল। টাইলারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্যারি স্টানফোর্ড ঘটনা শুনে মন্তব্য করলেন, ‘ফ্যাগেট সবসময় ফ্যাগটই থাকে।’

টাইলারকে তার বাবা শুধু পচানোর চেষ্টা করতেন। একদিন টাইলার আদালতে বসে বিচারকার্য নিয়ে ব্যস্ত, তার গোমস্তা এসে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘মাফ করবেন, ইয়োর অনার...’

টাইলার বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল, ‘কী?’

‘আপনার ফোন।’

‘কী? হয়েছেটা কী তোমার? আমি একটা মামলার শুনানির মাঝখানে আছি—’

‘আপনার বাবা ফোন করেছেন, ইয়োর অনার। বলেছেন খুব জরুরি। আপনাকে এখুনি কথা বলতে বলেছেন।’

রেগে গেল টাইলার। তাকে এভাবে বিরক্ত করার কোনো অধিকার তার বাবার নেই। ফোনটাকে অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছে হল টাইলারের। কিন্তু সত্যি যদি জরুরি হয়ে থাকে...

আসন ছাড়ল টাইলার, ‘আদালত পনেরো মিনিটের জন্যে মুলতবি রাখা হল।’

টাইলার দ্রুত ঢুকল নিজের চেম্বারে। ফোন তুলল, ‘বাবা?’

‘আশা করি তোমাকে বিরক্তি করছি না,’ বিদ্রূপ বাবার কণ্ঠে।

‘করছেন। আমি একটা মামলার শুনানির মাঝখানে ছিলাম।’

‘মামলার শুনানির গুল্লি মারো।’

‘বাবা...’

‘একটা সিরিয়াস সমস্যায় পড়ে গেছি। তোমার সাহায্য দরকার।’

‘কী সমস্যা?’

‘আমার শেফ আমার টাকা মেরে দিচ্ছে।’

যা শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না টাইলারের। রাগে ভালোভাবে কথাই বলতে পারল না সে। ‘আপনি আমাকে আদালত থেকে তুলে এনেছেন এজন্যে যে...’

‘তুমিই তো আইন, তাই না? তো ওই ব্যাটা আইন ভাঙছে। আমি চাই তুমি বোস্টন এসে আমার বাড়ির সকল কর্মচারীকে জেরা করবে। ওরা আমাকে ফতুর করে ছাড়ল!’

বিস্ফোরিত হওয়া থেকে কোনোমতে নিজেকে বিরত রাখল টাইলার। ‘বাবা...’

‘এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিগুলোর ওপর একটুও ভরসা হয় না।’

'আমি একটা মামলার শুনানির মাঝখানে রয়েছি। আমার পক্ষে এখন বোস্টন যাওয়া সম্ভব নয়।'

ভীতিকর নীরবতা নেমে এল একমুহূর্তের জন্যে। 'কী বললে?'

'বললাম যে...'

'তুমি নিশ্চয় আমাকে নিরাশ করবে না, টাইলার, করবে কি?'

'আমাকে বোধহয় ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে উইলে পরিবর্তন আনার জন্যে।'

আবার সেই মুলো। টাকা। বাপ মরলেই বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যাবে টাইলার।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, 'তুমি যদি তোমার প্লেনটা পাঠিয়ে দিতে...'.

'পারব না। হাতের তাস ঠিকমতো খেলতে শেখো, বিচারপতি। তাহলে একদিন ওই প্লেনের মালিক তুমি হতে পারবে। যাকগে, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। কমার্শিয়াল প্লেন ধরে চলে এসো।' কেটে গেল লাইন।

চেয়ারে বসে রইল টাইলার। তীব্র অপমানবোধ করছে। *আমার বাবা সারাজীবন এরকম ব্যবহার করে গেল। গোল্লায় যাক সে। আমি যাব না। কিছুতেই যাব না!*

কিন্তু টাইলার ওই সন্ধ্যার প্লেনে রওনা হয়ে গেল বোস্টনের উদ্দেশে।

হ্যারি স্টানফোর্ডের চাকরবাকরের সংখ্যা বাইশ। এর মধ্যে রয়েছে সেক্রেটারি, বাটলার, হাউজকিপার, মেইড, বাবুর্চি, ড্রাইভার, মালি এবং একজন বডিগার্ড।

'চোর। সব শালারা চোর,' অভিযোগের সুরে বললেন হ্যারি স্টানফোর্ড।

'এদেরকে এত সন্দেহ করলে তুমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কিংবা পুলিশের কাছে যাচ্ছ না কেন?'

'কারণ আমার জন্যে তুমি আছ,' বললেন হ্যারি স্টানফোর্ড। 'তুমি একজন বিচারপতি, ঠিক? তো, আমার হয়ে তুমি ওদের বিচার করবে।'

এ হল শ্রেফ শয়তানি।

টাইলার বাড়ির চারপাশের অত্যন্ত দামি আসবাব ও পেইন্টিংগুলোতে চোখ বুলাল। *এসব কিছু একদিন আমার হবে।* ভাবল সে।

বাটলার ক্লার্কসহ পুরোনো কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলল টাইলার। চাকরদের প্রত্যেককে জেরা করল সে, পরীক্ষা করে দেখল ওদের জিনিসপত্র। বেশিরভাগ কর্মচারী নতুন। কারণ হ্যারি স্টানফোর্ড এমন একজন মানুষ যার সঙ্গে কাজ করা খুব কঠিন। নিয়োগপ্রাপ্তদের খুব কমই দু-একদিনের বেশি টিকে থাকে। নতুনদের দু-একজনের সামান্য হাতটানের অভ্যাস রয়েছে। আর এদের একজনের মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এছাড়া আর কোনো সমস্যা দেখতে পেল না স্টানফোর্ড।

শুধু দিমিত্রি কামিনস্কি ছাড়া।

হ্যারি স্টানফোর্ডের দেহরক্ষী এবং ম্যাসেঞ্জার দিমিত্রি কামিনস্কি। আদালতে বিচারপতির আসনে বসে একটা লাভ হয়েছে টাইলারের, মানুষ চিনতে তার ভুল হয় না। দিমিত্রিকে দেখেই মনে হল এর মধ্যে গোলমেলে কিছু আছে। অতিসম্প্রতি দিমিত্রিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হ্যারি স্টানফোর্ডের আগের বডিগার্ড চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সে কামিনস্কির কথা বলেছিল মনিবকে।

প্রকাণ্ডদেহী দিমিত্রি কামিনস্কি, ব্যারেলের মতো চিতানো বুক, সামান্য নড়াচড়ায় কিলবিল করে ওঠে হাতের পেশি। তার ইংরেজি উচ্চারণে রুশ টান। 'আমাকে দেখা করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ,' এমপ্লয়মেন্ট চেয়ারে বসার ইঙ্গিত দিল টাইলার। 'বসো।' এ লোকের এমপ্লয়মেন্ট রেকর্ডে চোখ বুলিয়েছে সে। তেমন কিছু জানতে পারেনি। রেকর্ডে শুধু লেখা দিমিত্রি সম্প্রতি এসেছে রাশিয়া থেকে।

'তোমার জন্ম রাশিয়ায়?'

'জ্বি,' উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করছে সে টাইলারকে।

'কোথায়?'

'স্মোলেনস্ক।'

'রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকা এলে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল কামিনস্কি। 'এখানে সুযোগ বেশি।'

সুযোগটা কিসের? ভাবল টাইলার। লোকটা কী যেন লুকাচ্ছে তার কাছ থেকে। কুড়ি মিনিট কথা বলল ওরা। কথা শেষে টাইলার নিশ্চিত হয়ে গেল এ লোক সত্যি কিছু-একটা গোপন করার চেষ্টা করছে।

টাইলার ফ্রেড মাস্টারসনকে ফোন করল। এ এফবিআইতে কাজ করে।

'ফ্রেড, আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'অবশ্যই।'

'এক রাশান সম্পর্কে তথ্য চাই আমার। মাসছয় আগে এখানে এসেছে সে, কাজটা করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব আমি।'

'ঠিক আছে। কী নাম তার?'

'দিমিত্রি কামিনস্কি।'

'দেখি কদ্দূর কী করা যায়। ওয়াশিংটন ডিসির রুশ দূতাবাসে আমার পরিচিত একজন আছে। সে কামিনস্কি সম্পর্কে হয়তো কোনো খবর দিতে পারবে দেখছি। তবে সে কোনো তথ্য দিতে না পারলে আমি এ-ব্যাপারে আর কোনো সাহায্য করতে পারব না।'

'আচ্ছা।'

সেদিন সন্ধ্যায় বাপের সঙ্গে ডিনার করল টাইলার। সে ভেবেছিল এতদিনে বাপ তার বুড়ো হয়ে গেছে, কমে গেছে কর্মক্ষমতা কিন্তু হ্যারি স্টানফোর্ডকে অত্যন্ত সুস্থ ও সজীব লাগল। *এ লোকটার মরণ হবে না,* বিতৃষ্ণা নিয়ে ভাবল টাইলার। *আমরা সবাই বুড়িয়ে যাব, মরব। কিন্তু এ বেঁচে থাকবে।*

ডিনারে হ্যারি স্টানফোর্ডই বকবক করে গেলেন।

'হাওয়াইতে একটা বিদ্যুৎ কোম্পানি কেনার চুক্তি করে এলাম...'

'গ্যাট-এর কিছু জটিলতা নিরসনে আমি আগামী হপ্তায় আমস্টারডাম যাচ্ছি...'

'সেক্রেটারি অব স্টেট চীন সফরে আমাকে সঙ্গী করতে চাইছেন...'

টাইলার চুপচাপ তার বাবার কথা শুনে গেল। খাওয়া শেষে সিধে হলেন বাপ। 'চাকরদের নিয়ে ঝামেলাটার কোনো সমাধান করতে পেরেছ?'

'এখনও দেখছি, বাবা।'

'সারাজীবন এর পেছনে ব্যয় করার মানে নেই,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন বাপ, বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পরদিন সকালে এফবিআই'র ফ্রেড মাস্টারসনের কাছ থেকে ফোন পেল টাইলার।

'টাইলার?'

'বলো।'

'তুমি একখানা জিনিস তুলে এনেছ বটে, ভাই।'

'মানে?'

'দিমিত্রি কামিনস্কি পলগোপ্রুদেনস্কোয়ার একজন হিটম্যান।'

'ওটা কী জিনিস?'

'বলছি। মস্কো নিয়ন্ত্রণ করছে আটটা ক্রিমিনাল গ্রুপ। এদের একে অন্যের সঙ্গে মারামারি লেগেই আছে। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী দুটো দল হল চেচেন এবং পলগোপ্রুদেনস্কায়া। তোমার বন্ধু কামিনস্কি দ্বিতীয় দলটির হয়ে কাজ করত। মাস-তিনেক আগে ওরা তাকে চেচেনে'র এক নেতাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু চুক্তির বরখেলাপ করে কামিনস্কি। চেচেনে'র ওই নেতার সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করে সে। ব্যাপারটা জানতে পারে পলগোপ্রুদেনস্কায়া। তারা কামিনস্কিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে দলটার। এরা প্রথমে তোমার হাতের সমস্ত আঙুল কেটে ফেলবে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হওয়ার পরে তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'মাই গড!'

'কামিনস্কি রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসে। ওরা এখনও খুঁজছে ওকে। তবে শুধু ওরাই নয়, স্টেট পুলিশও কামিনস্কিকে খুঁজছে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের জন্য। কামিনস্কি কোথায় আছে জানাতে পারলে খুশি হবে পুলিশ।'

একমুহূর্ত ভাবল টাইলার। এর মধ্যে জড়ানোর মানে হয় না। তাকে টেস্টিমনি

দিতে হবে'। বেহুদা সময় নষ্ট।

'আমি ঠিক জানি না কামিনস্কি কোথায় আছে। আমার এক রুশবন্ধু খবর নিতে বলেছিল। তাই তোমাকে ফোন করলাম। ধন্যবাদ, ফ্রেড।'

দিমিত্রি কামিনস্কিকে তার ঘরে পাওয়া গেল। হার্ডকোর পর্নো ম্যাগাজিন পড়ছে। টাইলারকে দেখে উঠে দাঁড়াল দিমিত্রি। কোনো ভূমিকা না করে টাইলার সরাসরি বলল, 'তোমার আসল পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি। তবু তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। হয় তুমি আজ বিকেলের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবে নতুবা আমি রাশান পুলিশে খবর দেব।'

চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল দিমিত্রির।

'আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।'

টাইলার এরপর গেল তার বাবার কাছে। *বাবা খবরটা শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন,* ভাবল সে। *'আমি তাঁর বিরাট একটা উপকার করেছি।'*

হ্যারি স্টানফোর্ড স্টাডিতে ছিলেন।

'আমি সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেছি,' বলল টাইলার। 'এবং...'

'শুনে প্রীত হলাম। বিছানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো বাচ্চাছেলে পাওনি?'

লাল হয়ে গেল টাইলারের মুখ। 'বাবা...'

'তুমি একটা বিচিত্র মানুষ, টাইলার। সারাজীবন তাই থেকে যাবে। আমি কী করে তোমার মতো একটা গর্দভ জন্ম দিলাম বুঝতে পারছি না। তুমি শিকাগোতে তোমার সমকামী বন্ধুদের কাছে ফিরে যাও।'

জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল টাইলার, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'ঠিক আছে,' শক্তগলায় বলল সে। ঘুরে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্যে।

'কর্মচারীদের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পেলে?'

বাপের দিকে ফিরল টাইলার, তাঁকে একমুহূর্ত লক্ষ করল। 'না।' আস্তে আস্তে বলল। 'সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি।'

কামিনস্কির ঘরে ঢুকল টাইলার। সে জিনিসপত্র বাধাছাঁদা করছে।

'আমি চলে যাচ্ছি,' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'যেতে হবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলেছি।'

বিস্মিত দেখাল দিমিত্রিকে। 'কেন?'

'আমি চাই না তুমি চলে যাও। চাই তুমি আমার বাবার বডিগার্ড হিসেবে থাকবে।'

'আর ওই ব্যাপারটা?'

'ওটার কথা আমরা ভুলে যাব।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল দিমিত্রি। 'কেন? আপনি আমার কাছে কী চাইছেন?'

'চাইছি তুমি এখানে আমার চোখ এবং কান হয়ে কাজ করবে। বাবার ওপর নজর রাখবে। কী ঘটছে সব আমাকে জানাবে।'

'আপনার জন্যে এ-কাজ কেন করতে যাব আমি?'

'কারণ আমার কথামতো কাজ করলে আমি তোমাকে রাশানদের হাতে তুলে দেব না। এবং তোমাকে আমি বড়লোক বানিয়ে দেব।'

দিমিত্রি ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'আমি থাকব।'

এটা ছিল খেলার শুরু। প্রথম বড়েটা এভাবেই চেলেছে টাইলার।

এ ঘটনা দুবছর আগের। দিমিত্রি টাইলারকে সময়মতো খবর জুগিয়ে যাচ্ছিল। বেশিরভাগই হ্যারি স্টানফোর্ডের লেটেস্ট রোমান্স কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্দরকারি খবর। টাইলারের মনে হচ্ছিল সে একটা ভুল করে ফেলেছে। দিমিত্রিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়াই উচিত ছিল। এরপর সার্ডিনিয়া থেকে সেই ভয়ংকর ফোনটা এল। আর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

'আমি আপনার বাবার সঙ্গে ইয়টে আছি। তিনি এইমাত্র তাঁর আইনজীবীকে ফোন করেছেন। সোমবার বোস্টনে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন আপনার বাবা। উইল বদলে ফেলবেন।'

বাবা গত কয়েক বছর ধরে তাঁর প্রতি যেসব অবিচার করে আসছেন তা এক এক করে সব মনে পড়ে গেল টাইলারের। রাগে ভেতরটা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। *সে যদি উইল বদলে ফেলে, আমি কিছুই পাব না। কিন্তু আমি তাকে ছাড়ব না। তাকে থামানোর একটাই উপায় আছে।*

'দিমিত্রি, শনিবার আবার ফোন কোরো আমাকে।'

'জ্বি।'

রিসিভার রেখে দিল টাইলার। ভাবছে।

এবার সময় হয়েছে শোধ নেয়ার।

১৬

কুক কাউন্টির সার্কিটবোটে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, মাদক চোরাচালান, খুনসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মামলা আসে স্রোতের মতো। একমাসের মধ্যে বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ডকে কমপক্ষে আধডজন মার্ডার-কেসের মামলা নিতে হল। তবে বেশিরভাগের মামলা হল না, কারণ বিবাদীপক্ষের অ্যাটর্নিরা বার্গেইন করার আর্জি জানালেন। কোর্ট ক্যালেন্ডার এবং কারাগার ভর্তি থাকায় স্টেটকেও প্রস্তাবে রাজি হতে হল। দুপক্ষের একটা সমঝোতার পরে কেস চলে যায় বিচারপতি স্টানফোর্ডের কাছে তার অনুমোদনের জন্য।

তবে হ্যাল বেকারের কেস ছিল ব্যতিক্রম।

হ্যাল বেকারের সদিচ্ছা আছে অনেক, কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। পনেরো বছর বয়সে তার ভাই তাকে নিয়ে একটা মুদি দোকানে যায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে। হ্যাল তাকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। ফলে ভাইয়ের সঙ্গে তাকে যেতেই হয়েছে। ধরা পড়ে যায় হ্যাল, পালিয়ে যায় তার ভাই। দুইবছর পরে হ্যাল বেকার রিফর্ম স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিজ্ঞা করে আইনবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সে আর কখনোই জড়াবে না। একমাস পরে এক বন্ধু হ্যালকে নিয়ে ঢোকে এক গহনার দোকানে।

'আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্যে আংটি কিনব।'

দোকানে ঢুকে তার বন্ধু বন্দুক বের করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সবাই মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়ান।'

উত্তেজনার চোটে বন্ধু এক কেরানিকে গুলি করে বসে। মারা যায় কেরানি। ধরা পড়ে বেকার। সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। তার বন্ধু পালিয়ে যায়।

বেকার তখন কারাগারে, হেলেন জোয়ান নামে এক সমাজকর্মী কাগজে ডাকাতির ঘটনাটা পড়েছিল। বেকারের প্রতি মায়া পড়ে যায় তার। বেকারকে দেখতে যায় সে। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে সে বেকারের। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে হেলেনকে বিয়ে করে বেকার। আট বছরের সংসারজীবনে চার সন্তান আসে তাদের কোলজুড়ে।

পরিবারঅন্ত প্রাণ বেকার। জেলখাটা আসামি বলে কাজ পেতে ঝামেলা হচ্ছিল বেকারের। সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে সে যোগ দেয় তার ভাইয়ের সঙ্গে। ডাকাতি,

হামলা ইত্যাদিতে সহযোগিতা করতে থাকে আরসন। দুর্ভাগ্য বেকারের, চুরির দায়ে ধরা পড়ে যায় সে। গ্রেফতার হয় বেকার, পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে জেলে। তার মামলা উঠেছে বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ডের আদালতে।

বেকারের যে জেল হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিরা নিশ্চিত। তবে বিচারপতি স্টানফোর্ড কত বছরের জেল দেবেন তা নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। 'বাজি ধরে বলতে পারি কমপক্ষে কুড়ি বছরের জেলের ঘানি টানতে হবে বেকারকে,' বলল ওদের একজন। 'স্টানফোর্ডকে খামোকা জল্লাদ-বিচারক বলা হয় না।'

হ্যাল বেকার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে নিরপরাধ। নিজেই নিজের অ্যাটর্নির ভূমিকা পালন করছিল। সেরা সুট পরে বিচারকের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ইয়োর অনার, আমি জানি আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু আমরা তো সবাই মানুষ, তাই না? আমার স্ত্রী খুব চমৎকার মহিলা, আমাদের চারটি সন্তান। আমি যা করেছি সব তাদের জন্যে করেছি।'

টাইলার বিচারকের আসনে বসে ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে শুনছে হ্যাল বেকারের কথা। অপেক্ষা করছে বেকার থামলেই রায় ঘোষণা করবে। *এই গর্দভটা কী করে আশা করে তার পরিবারের গল্প শুনলে আমার মন আর্দ্র হবে?*

হ্যাল বেকার উপসংহারে চলে এসেছে : ... 'কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন, ইয়োর অনার, আমি ভুল কাজটা করলেও সঠিক কারণেই করেছি, পরিবারের জন্যে। আপনাকে নিশ্চয় বলতে হবে না পরিবার কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাকে জেলে যেতে হলে আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা অনাহারে থাকবে। জানি একটা ভুল করে ফেলেছি, তবে এ ভুল আমি শোধরাতে চাই। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব, ইয়োর অনার...'

'আপনি আমাকে যা করতে বলবেন...' কথাটা মনে ধরল টাইলারের। দিমিত্রি কামিনস্কির কথা মনে পড়ে গেল। সেও তার জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত। এই লোকটিও একদিন তার কাজে আসতে পারে।

প্রসিকিউটরকে চূড়ান্ত বিস্মিত করে দিয়ে টাইলার বলল, 'মি. বেকার, এ মামলায় অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করার একটা অবকাশ রয়েছে। সে-কারণে এবং আপনার পরিবারের জন্যে আমি আপনাকে পাঁচবছরের জন্যে প্রবেশনে রাখছি। আপনি ছয়শো ঘণ্টা জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। আমার চেম্বারে আসুন। এ নিয়ে কথা বলব।'

চেম্বারে ঢুকে টাইলার বলল, 'তুমি জানো, আমি ইচ্ছে করলে এখনও তোমাকে দীর্ঘদিনের জন্যে জেলের ঘানি টানাতে পারি।'

চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল হ্যাল বেকারের। 'কিন্তু, ইয়োর অনার! আপনি যে

বললেন...'

সামনে ঝুঁকে এল টাইলার, 'তোমার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কোন্ জিনিসটি আছে, জানো?'

হ্যাল বেকার চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করল নিজের মধ্যে সবচে আকর্ষণীয় বিষয় কোন্‌টি আছে। ভেবে পেল না।

'না, ইয়োর অনার।'

'পরিবারের প্রতি তোমার ভালোবাসা,' দার্শনিকের গলায় বলল টাইলার। 'আমিও পরিবারকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিই।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হ্যাল বেকার। 'ধন্যবাদ, স্যার। আমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবার। আমি—'

'তাহলে তুমি নিশ্চয় তোমার পরিবারকে হারাতে চাও না, চাও কি? তোমাকে কারাগারে পাঠালে তোমার সন্তানরা তোমাকে ছাড়াই বড় হবে; তোমার স্ত্রী হয়তো অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলবে। তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বোঝাতে চাইছি?'

হতবুদ্ধি দেখাল হ্যাল বেকারকে। 'ন্-না, ইয়োর অনার। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোমার জন্যে তোমার পরিবার রক্ষা করছি, বেকার। আশা করছি এজন্যে তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

দ্রুত বলে উঠল হ্যাল বেকার। 'অবশ্যই, ইয়োর অনার। আমি আপনার প্রতি কত কৃতজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

'তবে এর প্রমাণ হয়তো ভবিষ্যতে দিতে পারবে। আমি কোনো কাজে হয়তো তোমাকে একদিন ডেকে পাঠাব।'

'যে-কোনো সময়।'

'বেশ। আমি তোমাকে প্রবেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে তোমার আচরণে যদি কখনও আমি অসন্তুষ্ট হই...'

'স্রেফ বলবেন কী করতে হবে,' কাতরগলায় বলল বেকার।

'সময় হলে জানাব। তবে এ-ব্যাপারটা যেন আর কেউ জানতে না পারে।'

বুকে হাত রাখল হ্যাল বেকার, 'একথা জানাজানি হওয়ার আগে আমার মরণ হবে।'

এ ঘটনার অল্প কদিন পরে টাইলার দিমিত্রি কামিনস্কির ফোনটা পেল। *'আপনার বাবা এইমাত্র তাঁর আইনজীবীকে ফোন করেছে। সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন আপনার বাবা। উইল বদলাবেন।'*

উইলটা দেখতে হবে টাইলারকে। সে ফোন করল হ্যাল বেকারকে।

'... ফার্মের নাম রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিটজেরাল্ড। উইলের একটা কপি করে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'নো প্রবলেম। আমি নিয়ে আসব, ইয়োর অনার।'

বারো ঘণ্টা বাদে টাইলারের হাতে চলে এল উইলের একটা কপি। উইল পড়ল সে, উল্লাসবোধ করল। *সে, উডি ও কেন্ডাল স্টানফোর্ড সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকার। আর সোমবার বাবা এই উইল বদলে ফেলবে। হারামজাদাটা আমাদের হক্ কেড়ে নিতে চাইছে!* ভাবতেই তিক্ততায় ভরে উঠল মন। *বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিক আমরা। সে আমাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।* তাকে থামাবার একটাই উপায় আছে।

দিমিত্রির দ্বিতীয় ফোন পেয়ে টাইলার বলল, 'ওকে তুমি খুন করবে। আজ রাতে।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই—'

'ধরা পড়বে না। তুমি সাগরে থাকবে। সেখানে অনেককিছুই ঘটতে পারে।'

'ঠিক আছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে...'

'টাকা এবং অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার টিকেট অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে।'

এবং তারপর শেষ ফোনটা এল।

'কাজটা শেষ করেছি। খুব সহজে।'

'না! না! না! আমি বিস্তারিত শুনতে চাই। কীভাবে কী ঘটেছে সব বলবে আমাকে। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

ফোনে বর্ণনা শুনছে, টাইলারের চোখের সামনে যেন সবকিছু ভেসে উঠল।

'কর্সিকা যাওয়ার পথে প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ি আমরা। উনি আমাকে তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠান শরীর ম্যাসাজ করে দিতে।'

শক্ত মুঠোয় রিসিভার চেপে ধরল টাইলার। 'হ্যাঁ। বলে যাও।'

প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে হ্যারি স্টানফোর্ডের স্টেটরুমে আসতে হল দিমিত্রিকে। কেবিনের দরজায় টোকা দিল, একমুহূর্ত পরে ভেসে এল হ্যারি স্টানফোর্ডের কণ্ঠ।

'ভেতেরে এসো!' চেঁচালেন স্টানফোর্ড। ম্যাসাজ টেবিলে শুয়ে আছেন। 'আমার কোমর টিপে দাও। খুব ব্যথা করছে।'

'আপনি কিছু ভাববেন না, মি. স্টানফোর্ড। স্রেফ রিল্যাক্স করুন।'

দিমিত্রি এগিয়ে এল ম্যাসাজ টেবিলে। তেল মাখাল স্টানফোর্ডের পিঠে। শক্ত আঙুলগুলো কাজ শুরু করে দিল। স্টানফোর্ডের শক্ত পেশিতে ঢিল পড়ল।

'বেশ ভালো লাগছে,' বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ।'

একঘণ্টা চলল গা-টেপাটেপি। কাজ শেষ হয়ে এসেছে দিমিত্রির, প্রায় ঘুম এসে যাচ্ছিল স্টানফোর্ডের।

'আপনি গরম পানিতে গোসল করুন। আরও ভালো লাগবে,' বলল দিমিত্রি। বাথরুমে ঢুকল সে টলতে টলতে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ইয়ট দুলছে খুব। কালো টাবে গরম পানির ট্যাপ খুলে দিল দিমিত্রি। ফিরে এল বেডরুমে। স্টানফোর্ড এখনও শুয়ে আছেন টেবিলে। চোখ বোজা। 'মি. স্টানফোর্ড...'

চোখ খুললেন স্টানফোর্ড।

'আপনার বাথ রেডি।'

'আমার গোসল করতে ইচ্ছে করছে না...'

'গোসল করে নিলে রাতে ভালো ঘুম হবে।' স্টানফোর্ডকে টেবিল থেকে নামতে সাহায্য করল সে, নিয়ে গেল বাথরুমে।

দিমিত্রি দেখছে টাবে নামছেন স্টানফোর্ড।

স্টানফোর্ডের চোখ পড়ে গেল দিমিত্রির চোখে। হিমশীতল চাউনি। তখুনি বুঝে ফেললেন তিনি কী ঘটতে চলেছে। 'না!' আর্তনাদ করলেন তিনি। টাব ছেড়ে উঠে পড়ছেন।

বিরাট হাতজোড়া বাড়িয়ে হ্যারি স্টানফোর্ডের মাথা খামচে ধরল দিমিত্রি। পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরল। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করলেন স্টানফোর্ড, বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছেন। কিন্তু দানবটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। পানি থেকে মাথা তুলতে পারলেন না। তাঁর নাকে মুখে গলগল করে ঢুকতে লাগল সাগরের গরম পানি, ভরে তুলল ফুসফুস। একসময় পা-দাপাদাপি বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে ছেড়ে দিল দিমিত্রি। হাঁপাচ্ছে। দম ফিরে পেয়ে পাশের ঘরে ঢুকল সে।

জাহাজ মোচড় খাচ্ছে ভয়ানক, দিমিত্রি টলতে টলতে এগিয়ে গেল ডেস্কে, একতাড়া কাগজ বের করে নিল। তারপর কাচের দরজা খুলল। দরজার ওপাশে খোলা বারান্দা। বাতাস গর্জাচ্ছে। আছড়ে পড়ছে বারান্দায়। বারান্দায় কিছু কাগজ ছড়িয়ে দিল দিমিত্রি, কিছু ফেলল সাগরে।

সন্তুষ্টচিত্তে আবার বাথরুমে ঢুকল সে। টাব থেকে টেনে নামাল স্টানফোর্ডের লাশ। পাজামা, রোব আর স্লিপার পরাল, শরীরটা বয়ে নিয়ে এল বারান্দায়। রেইলিং-এর সামনে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর রেইলিং গলিয়ে লাশটাকে ফেলে দিল সমুদ্রে। এক, দুই করে পাঁচ পর্যন্ত গুনল দিমিত্রি, তারপর ইন্টারকম তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'মি. স্টানফোর্ড সাগরে পড়ে গেছেন।'

হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা শুনে যৌন-রোমাঞ্চ অনুভব করল টাইলার। সে যেন সাগরের নোনা পানির স্বাদ পাচ্ছে জিভে, অনুভব করতে পারছে একটু বাতাসের জন্যে তার বাবার প্রচণ্ড হাঁসফাঁস। অনুভব করছে আজতক। তারপর আর কিছু নেই।

সব শেষ, ভাবল টাইলার। পরক্ষণে সংশোধন করল। *'না। খেলার সবে শুরু। এবার রানিকে নিয়ে খেলার সময়।'*

১৭

দাবার শেষ বড়েটা জায়গামতো পড়ে গেল দৈবক্রমে।

টাইলার তার বাপের উইল নিয়ে ভাবছিল। তার খুব রাগ হচ্ছিল ভেবে উডি এবং কেন্ডালও তার মতোই সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে। এ সম্পত্তি পাবার হক ওদের নেই। আমি না থাকলে উইল থেকে ওরা বাদ পড়ে যেত পুরোপুরি। ওদের কিছুই পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি?

তার মা বহু আগে তাকে নিজের স্টকের একটা শেয়ার দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবার কথা মনে পড়ে গেল তার : *ওই একটা মাত্র শেয়ার দিয়ে ও কী করবে বলে ভাবছ তুমি? কোম্পানির দখল নিয়ে নেবে?*

একসঙ্গে, ভাবল টাইলার, *উডি এবং কেন্ডাল বাবার স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের তিনভাগের দুভাগ পেয়ে যাবে। আমি মাত্র একভাগ শেয়ার দিয়ে কী করব?* তারপর জবাবটা পেয়ে গেল সে। জবাবটা এমন ছিল যে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল টাইলার।

'আপনাদেরকে জানানো দরকার যে এর মধ্যে আরেকজন উত্তরাধিকার জড়িত থাকতে পারে... আপনার বাবার উইলে পরিষ্কার বলা আছে তার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে... আপনার বাবা তাঁর এখানে কাজ করতে আসা এক গভর্নেসকে গর্ভবতী করে তোলেন....'

জুলিয়ার আবির্ভাব ঘটলে সম্পত্তির দাবিদার হব মোট চারজন। আর ওর শেয়ারটা যদি দখল করতে পারি, বাবার স্টকের অর্ধেকের মালিক হব আমি। সেইসঙ্গে বড়ছেলে হিসেবে অতিরিক্ত এক-শতাংশের ভাগ তো রয়েছেই। আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ। বসতে পারব বাবার আসনে। টাইলার ভাবল রোজমেরি মারা গেছে। হয়তো সে তার মেয়েকে কখনও তার পিতৃপরিচয় জানায়নি। আসল জুলিয়া স্টানফোর্ডের প্রয়োজনটা কী?

জবাবটা ছিল মার্গোর পসনার।

মার্গো পসনারের মামলা উঠেছিল টাইলারের আদালতে। ইলিনয়ের এই নারীর বিরুদ্ধে হামলা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ ছিল।

প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়োর অনার, বিবাদী অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন মানুষ। তাকে শিকাগোর রাস্তায় চলাফেরা থেকে বিরত রাখা উচিত। স্টেট

প্রমাণ করে দেবে বিবাদীর দীর্ঘ ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে। তার বিরুদ্ধে দোকানে চুরি, শফলিফটিং-এর অভিযোগ আছে। এবং সে একজন পরিচিত বারবনিতা। সে র‍্যাফায়েল নামে এক কুখ্যাত পিম্পের হয়ে কাজ করে। এ বছরের জানুয়ারিতে তাদের মধ্যে বিবাদ হয় এবং বিবাদী ঠাণ্ডা মাথায়, স্বইচ্ছায় র‍্যাফায়েল ও তার সঙ্গীকে গুলি করে।'

'ভিক্টিমদের কেউ কি মারা গেছে?'

'না, ইয়োর অনার। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মার্গো পসনার হত্যার উদ্দেশ্যে যে-অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে তা অবৈধ।'

টাইলার বিবাদীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। একে মোটেই খুনির মতো লাগছে না। সুবেশী, সুন্দরী এক তরুণী। বয়স বড়জোর বিশ-বাইশ হবে। চেহারায় চমৎকার একটা আভিজাত্য আছে। দেখে মনেই হয় না এ মেয়ে কাউকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে।

দুপক্ষের যুক্তিতর্ক শুনল সে। তবে টাইলারের চোখ সেঁটে রইল বিবাদীর ওপর। মেয়েটার সঙ্গে তার বোনের চেহারার মিল রয়েছে।

যুক্তিতর্কের বাদানুবাদ শেষে জুরিরা সিদ্ধান্ত নিলেন এ মেয়ে অপরাধী। টাইলার তাকে পাঁচবছরের জন্য ডোয়াইট কারেকশনাল সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়ার রায় দিল।

মার্গো পসনারকে নিয়ে যাওয়ার পরে টাইলার বুঝতে পারল কেন মেয়েটাকে কেন্ডালের মতো লাগছিল। মার্গোর চোখও কেন্ডালের মতো গাঢ় ধূসর। স্টানফোর্ড বংশের সবার চোখ এরকম।

দিমিত্রির ফোন পাবার পরে মার্গো পসনারকে নিয়ে নতুন করে আবার ভাবতে বাধ্য হল টাইলার।

যে দাবার শুরু হয়েছিল তার শেষটা হল সাফল্যের সঙ্গে। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলল টাইলার ভেবেচিন্তে।

মহিলা কারাগারে গেল টাইলার মার্গো পসনারের সঙ্গে দেখা করতে।

'আমার কথা মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে।

কটমট করে তার দিকে তাকাল মার্গো, 'আপনার কথা ভুলব কী করে? আপনিই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।'

'কেমন কাটছে এখানকার জীবন?' প্রশ্ন করল টাইলার।

মুখ ভেংচাল মার্গো। 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন! এরচে নরকও ভালো।'

'এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাও?'

'কীভাবে? আপনি কি সিরিয়াস?'

'খুবই সিরিয়াস। আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'বাহ্...বেশ। তাহলে তো খুবই ভালো হয়। বিনিময়ে কী করতে হবে আমাকে?'

'তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাই আমি।'

চটুল একটা ভঙ্গি করল মার্গো। 'অবশ্যই। কোনো সমস্যা নেই।'

'তুমি যা ভাবছ তেমন কিছু নয়।'

বিস্মিত দেখাল মার্গোকে। 'তাহলে?'

'একজনের সঙ্গে ঠাট্টা করতে হবে তোমাকে।'

'কীরকম ঠাট্টা?'

'একজনকে ইমপারসোনেট করতে হবে। মানে জাল সাজতে হবে।'

'জাল সাজব? আমি জানি কীভাবে—'

'এ-কাজের জন্যে পঁচিশ হাজার ডলার পাবে তুমি।'

চেহারায় রঙ ধরল মার্গোর। 'অবশ্যই,' দ্রুত বলল সে। 'আমি যে-কাউকে নকল করতে পারি।'

সামনে ঝুঁকে এল টাইলার। কথা বলতে শুরু করল।

নিজ দায়িত্বে মার্গোকে জেল থেকে ছুটিয়ে আনল টাইলার।

প্রধান বিচারপতি কিথ পার্সিকে সে বলল, 'শুনেছি মেয়েটি খুব ভালো ছবি আঁকে। ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। এ-ধরনের লোককে রিহ্যাবিলিটেটের ব্যবস্থা করা দরকার। কি বলেন?'

কিথ প্রভাবিত হলেন টাইলারের কথায়। 'অবশ্যই, টাইলার। তুমি খুব ভালো একটা কাজ করছ।'

টাইলার মার্গোকে নিয়ে চলে এল তার বাসায়। স্টানফোর্ড পরিবার নিয়ে সবক শেখাল ঝাড়া পাঁচদিন।

'তোমার ভাইদের নাম কী?'

'টাইলার ও উডরাক।'

'উড্রো।'

'ঠিক—উড্রো।'

'আমরা ওকে কী নামে ডাকি?'

'উডি।'

'তোমার কোনো বোন আছে?'

'হ্যাঁ। কেন্ডাল। সে পেশায় ডিজাইনার।'

'সে কি বিবাহিতা?'

'সে এক ফরাসিকে বিয়ে করেছে। তার নাম... মার্ক রেনোয়া।'

'রিনাদ।'

'রিনাদ।'

'তোমার মা'র নাম কী?'

'রোজমেরি নেলসন। সে স্টানফোর্ডের বাচ্চাদের গভর্নেস ছিল।'

'সে কেন চলে গেল?'

'হ্যারি স্টানফোর্ড তাকে গর্ভবতী করে তোলেন।'

'মিসেস স্টানফোর্ডের কী হল?'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'তোমার মা স্টানফোর্ডের বাচ্চাদের নিয়ে কী কী বলেছে?'

মার্গো চিন্তা করার জন্য এক মিনিট সময় নিল।

'বলো?'

'একবার আপনি বোট থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'পড়ে যাইনি!' বলল টাইলার। 'প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম।'

'ঠিক। উডি পাবলিক গার্ডেনে ফুল তুলতে গিয়ে গ্রেফতার হয়।'

'ওটা কেন্ডাল...'

মার্গোকে বিশ্রাম দিল না টাইলার। গভীর রাতেও রিহার্সাল করতে হল মার্গোকে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে।

'কেন্ডালকে একটা কুকুর কামড়ে দেয়।'

'আমাকে কুকুর কামড়েছে।'

চোখ ডলল মার্গো। 'আমার মাথা আর কাজ করছে না। ভয়ানক ক্লান্ত আমি। একটু ঘুমাব।'

'পরে!'

'এরকম কদ্দিন চলবে?' ফুঁসে উঠল মার্গো।

'যদ্দিন না মনে হবে তুমি রেডি। আবার শুরু করো।'

এভাবে চলতেই থাকল। অবশেষে ভুলের মাত্রা কমে এল মার্গোর। তারপর একদিন টাইলারের সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারল সে। সন্তুষ্ট হল টাইলার।

'তুমি এখন রেডি,' বলল সে। মার্গোর হাতে কতগুলো লিগাল ডকুমেন্ট ধরিয়ে দিল।

'এগুলো কী?'

'এগুলো তেমন কিছু না। সাইন করো।'

মার্গোকে দিয়ে যেসব কাগজপত্রে সই করিয়ে নিল টাইলার, ওগুলো আসলে স্টানফোর্ডের শেয়ারের কাগজপত্র। ওতে টাইলার স্টানফোর্ডকে একমাত্র মালিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না টাইলারকে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

টাইলার মার্গোকে নগদ পাঁচ হাজার ডলার দিল। 'কাজ শেষ হওয়ার পরে বাকিটা পাবে।' বলল সে। 'যদি কিনা তুমি ওদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে

পারো যে তুমি জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

মার্গো রোজহিল-এ আসার পরে তাকে নিয়ে নাটক শুরু করে দিল টাইলার। ডিনএনএ টেস্টের প্রস্তাব দিল সে। হ্যাল বেকারকে ফোন করে নতুন নির্দেশ দিল, 'কবর খুঁড়ে বের করো হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ এবং গায়েব করে ফ্যালো।'

এরপর সে শখের গোয়েন্দা ভাড়া করার প্রস্তাব দিল সুকৌশলে। এবং হ্যাল বেকারকে সাজাল গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক টিমনস হিসেবে। আর বেকারের সমস্ত যুক্তি স্টানফোর্ড পরিবার মেনে নিল নির্দ্বিধায়।

টাইলারের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটল কোথাও কোনোরকম ছন্দপতন ছাড়াই। নকল জুলিয়ার ভূমিকায় যথার্থ অভিনয় করে গেল মার্গো। জুলিয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে যাওয়ার পর মার্গোকে জুলিয়া স্টানফোর্ড হিসেবে মেনে নিতে আর কারও দ্বিধা রইল না। বিরাট বিজয় অর্জন করল টাইলার।

১৮

রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিটজেরাল্ডের অফিসে বসে কফি পান করছেন সিমন ফিটজেরাল্ড ও স্টিভ স্লোন।

'তোমাকে কেমন চিন্তিত লাগছে। কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন সিমন।

'স্টানফোর্ড পরিবারকে নিয়ে ভাবছি আমি। একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজছি। পাচ্ছি না।'

'কী প্রশ্ন?'

'পরিবারের সবাই হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ কবর থেকে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাহলে মহিলার ডিএনএ টেস্ট করা যাবে। হ্যারির লাশ গায়েব হয়ে যাওয়ার পেছনে আমি মনে করি এ-ব্যাপারটা দায়ী যাতে মেয়েটার ডিএনএ টেস্ট করতে না হয়। এ থেকে একমাত্র মহিলাই লাভবান হবে, যদি সে প্রতারক হয়ে থাকে।'

'বলে যাও।'

'তারপর ধরুন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমনসের কথা—আমি শিকাগোর জেলা অ্যাটর্নি অফিসে খোঁজ নিয়েছি। ওখানে যথেষ্ট খ্যাতিমান সে। এ লোক ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে এসেছে প্রমাণ করতে যে মহিলা সত্যি জুলিয়া স্টানফোর্ড। আমার প্রশ্ন হল— তা হলে কে হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ চুরি করল এবং কেন?

'এটা লাখ টাকার প্রশ্ন। যদি...'

বেজে উঠল ইন্টারকম। ভেসে এল সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'মি গ্লোন, দুই নাম্বারে আপনার একটা ফোন এসেছে।'

লাইনের অপরপ্রান্তে একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'মি. স্লোন, বিচারপতি স্টানফোর্ড বলছি। আপনি আজ একটু রোজহিল-এ আসতে পারবেন?'

স্টিভ স্লোন চট করে একবার তাকাল ফিটজেরাল্ডের দিকে। 'অবশ্যই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিল স্লোন। 'স্টানফোর্ড হাউজ থেকে ডাক এসেছে।'

'কী কারণে ভাবছি।'

'ওরা প্রবেট প্রক্রিয়া দ্রুত করতে চাইছে যাতে টাকাটা জলদি চলে আসে হাতে।'

'লি? টাইলার বলছি। কেমন আছ?'

'ভালো। ধন্যবাদ।'

'তোমাকে বড্ড মিস করছি।'

একটুক্ষণ বিরতি, 'আমিও তোমাকে মিস করছি, টাইলার।'

রোমাঞ্চ বোধ করল টাইলার। 'লি, দারুণ খবর আছে। ফোনে বলা যাবে না। তবে শুনলে খুব খুশি হবে। তুমি এবং আমি—'

'টাইলার, আমি এখন ছাড়ব। একজন অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

'কিন্তু।'

কেটে গেল লাইন।

চুপচাপ বসে রইল টাইলার। মনে মনে বলল, ও যদি সত্যি আমাকে মিস না করত তাহলে কথাটা বলত না।

উডি আর পেগি ছাড়া রোজহিল-এর ড্রইংরুমে সবাই উপস্থিত। একে একে সবার দিকে তাকাল স্টিভ স্লোন।

বিচারপতি স্টানফোর্ডকে খুব রিল্যাক্স লাগছে।

কেন্ডালের দিকে তাকাল স্লোন। অস্বাভাবিক আড়ষ্ট। ওর স্বামী গতকাল নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এসেছে বৈঠকে মিলিত হতে। মার্ককে দেখল স্টিভ। সুদর্শন ফরাসি, স্ত্রীর চেয়ে কয়েকবছর কমই হবে বয়স।

তারপর জুলিয়া। পরিবারে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে, এ ব্যাপারটা খুব শান্তভাবে গ্রহণ করেছে সে। বিলিয়ন ডলারের মালিক হলে আমি বরং অনেক উত্তেজিত থাকতাম, ভাবল স্লোন।

প্রত্যেকের মুখের ওপর আবার নজর বুলাল সে। এদের কেউ হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ চুরি করেছে। যদি তাই করে থাকে তাহলে কোন্ জন? এবং কেন?

টাইলার কথা বলা শুরু করল, 'মি. স্লোন, ইলিনয়ের প্রবেট আইনের সঙ্গে আমি পরিচিত। তবে ম্যাসাচুসেটসের আইন এ থেকে কতটা আলাদা তা আমার জানা নেই। এটাকে কি ত্বরান্বিত করা যায় না?'

টাইলারের দিকে ফিরল স্টিভ, 'আমরা ইতিমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু করেও দিয়েছি, জাজ স্টানফোর্ড।'

টাইলার বলল, 'স্টানফোর্ডের নামটা হয়তো প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারবে।'

সে ঠিকই বলেছে, ভাবল স্টিভ। মাথা ঝাঁকাল, 'আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমি করব। যদি সম্ভব হয়—

সিঁড়ি থেকে ভেসে আসা উচ্চ চিৎকারে বাধা পেল স্টিভ।

'চুপ কর্, মাগি! আর একটা কথাও বলবি না। বুঝতে পেরেছিস?'

সিঁড়ি বেয়ে নামল উডি আর পেগি। ঢুকল ঘরে।

পেগির মুখ ফোলা, চোখের নিচে কালশিটে দাগ। হাসছে উডি, চোখ উজ্জ্বল।

'হ্যালো, এভরিবডি। আশা করি পার্টি শেষ হয়ে যায়নি।'

পেগির দিকে সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে।

চেয়ার ছাড়ল কেন্ডাল। 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি। আ...আমি দরজার সঙ্গে বাড়ি খেয়েছি।'

উডি একটা সোফায় বসল। তার পাশে পেগি। তার হাতে চাপড়ও দিল উডি। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, মাই ডিয়ার?'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল শুধু পেগি, কিছু বলার সাহস পেল না।

'ভালো,' উডি ফিরল অন্যদের দিকে। 'তো, কী কথা হচ্ছিল?'

টাইলার বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল তার দিকে। 'আমি মি. স্লোনের কাছে জানতে চাইছিলাম উইলের প্রবেটিং প্রক্রিয়া দ্রুত করা যাবে কিনা।'

মুচকি হাসল উডি। 'তাহলে তো ভালোই হয়।' পেগির দিকে তাকাল সে। 'তুমি নতুন ড্রেস খুব পছন্দ করো, না?'

'আমার নতুন ড্রেসের দরকার নেই,' কাঁপা গলায় বলল পেগি।

'তা অবশ্য ঠিক। কারণ তুমি তো কোথাও যাও না,' অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'পেগি খুব লাজুক স্বভাবের মানুষ। ওর আসলে বলার মতো কোনো কথা নেই। আছে কি?'

উঠে দাঁড়াল পেগি, একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'ও কী করছে দেখে আসি,' বলল কেন্ডাল। গেল পেগির পেছন পেছন।

মাই গড! ভাবল স্টিভ। *উডি সবার সামনে যদি এরকম ব্যবহার করে তাহলে বউটাকে একা পেয়ে না জানি কী করে।*

উডি তাকাল স্টিভের দিকে। 'আপনি কতদিন হল ফিটজেরাল্ডের ল ফার্মে আছেন?'

'পাঁচ বছর।'

'ওরা আমার বাবার সঙ্গে কীভাবে কাজ করত আমার মাথায় ঢুকছে না।'

সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করল স্টিভ। 'আমি যদ্দূর জানি আপনার বাবা ছিলেন... কঠিন প্রকৃতির মানুষ।'

নাক কোঁচকাল উডি। 'কঠিন প্রকৃতির মানুষ? সে ছিল একটা দুপেয়ে দানব। জানেন সে আমাদেরকে কী নামে ডাকত? আমাকে বলত চার্লি। ভেন্টিলোকুইস্ট এডগার বার্জেনের ডামির নাম ছিল চার্লি ম্যাকার্থি। আমার বাপ ওখান থেকে নামটা ধার করেছে। আমার বোনকে পনি বলে ডাকত, 'বলত আমার বোনের মুখ নাকি ঘোড়ার মতো। টাইলারকে বলত...'

অস্বস্তি নিয়ে স্টিভ বলল, 'এসব কথা নাহয় থাক—'

হাসল উডি, 'এসব কথা শুনতে ভালো না-লাগারই কথা।'

সিধে হল স্টিভ। 'আর বিশেষ কোনো কথা না-থাকলে আমি যেতে চাই।' এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। তাজা বাতাসে নিশ্বাস নেয়া দরকার।

পেগিকে বাথরুমে পেল কেন্ডাল। ফুলে ওঠা গালে ঠাণ্ডা কাপড় চেপে রেখেছে।

'পেগি? তুমি ঠিক আছ তো?'

ঘুরল পেগি; 'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। আ...আমি নিচের ঘটনাটার জন্য দুঃখিত।'

'তুমি ক্ষমা চাইছ? তোমার তো রাগে ফেটে পড়ার কথা। কদ্দিন ধরে ও তোমার গায়ে হাত তুলছে?'

'ও আমার গায়ে হাত তোলে না,' একগুঁয়ে গলায় বলল পেগি। 'আমি দরজায় ধাক্কা খেয়েছি।'

কেন্ডাল পেগির কাছে ঘেঁষল। 'পেগি, তুমি এসব সহ্য করছ কেন? ওর সঙ্গে তোমার না-থাকলেও চলে, তুমি জানো।'

বিরতি, 'না, চলে না।'

বিস্মিত দেখাল কেন্ডালকে, 'কী বললে?'

'ওর সঙ্গেই আমি থাকব। কারণ ওকে আমি ভালোবাসি।' আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল। হড়বড় করে কথা বলতে লাগল পেগি। 'ও-ও আমাকে ভালোবাসে। বিশ্বাস করো, ও সবসময় এরকম আচরণ করে না। সমস্যা হল—মাঝে মাঝে ও নিজের মধ্যে থাকে না।'

'তার মানে ও ড্রাগস নেয়।'

'না!'

'পেগি...'

'না!'

'পেগি...'

ইতস্তত করল পেগি। 'আমার তাই ধারণা।'

'কবে থেকে এর শুরু?'

'বিয়ের পর থেকেই', ভাঙা, বিকৃত শোনাল পেগির কণ্ঠ। 'পোলো খেলতে গিয়ে এরকম হয়েছে। উডি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে। ব্যথা কমাতে ডাক্তাররা ওকে ড্রাগস দেন। তারপর ড্রাগের নেশায় পেয়ে বসে উডিকে।' কেন্ডালের দিকে তাকাল পেগি, কাতর গলায় বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ, এটা ওর দোষ নয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ে উডি। ওকে মাদকের নেশা ছাড়াতে চেয়েছি আমি। ও তারপর থেকে আমাকে...মারতে শুরু করে।'

'পেগি, ফর গডস শেক! ওর সাহায্যের দরকার! কথাটা বুঝতে পারছ না তুমি? তুমি একা কিছুই করতে পারবে না। ও মাকদাসক্ত। কী নেয় সে? কোকেন?'

'না।' অল্পক্ষণ বিরতি, 'হেরোইন।'

'মাই গড! ওকে তুমি সাহায্য করতে পারো না?'

'চেষ্টা করেছি,' ফিসফিসে শোনাল পেগির কণ্ঠ। 'তুমি জানো না কত চেষ্টা করেছি আমি। ও তিনটা রিহ্যাবিলিটেশন হাসপাতালে গিয়েছে।' মাথা নাড়ল ও। 'কিছুদিনের জন্য ঠিক থাকে। তারপর আবার... শুরু করে। ও...ও নিজেকে সামাল দিতে পারে না।'

পেগিকে জড়িয়ে ধরল কেন্ডাল। 'আমার খুব খারাপ লাগছে শুনে।'

জোর করে মুখে হসি ফোটাল পেগি। 'আমি জানি উডি একদিন ঠিক হয়ে যাবে। মাদক ছাড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'বিয়ের পরে খুব মজা করত উডি। সারাদিন আমরা শুধু গল্প করতাম। আমার জন্য ও ছোটখাটো উপহার নিয়ে আসত—' চোখ ভরে গেল জলে। 'আমি ওকে কী যে ভালোবাসি!'

'আমি যদি তোমাদের কোনো কাজে আসতে পারি...'

'ধন্যবাদ,' ফিসফিস করল পেগি।

কেন্ডাল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। মনে পড়ল মা মারা যাওয়ার আগে বড় হয়ে কে কী হবে তা নিয়ে ওরা ভাইবোনেরা কত পরিকল্পনা করেছে। উডি কেন্ডালকে বলত, *'তুমি বড় হয়ে বিখ্যাত ডিজাইনার হবে, বোন, আর আমি হব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট। উডি তা হতেও পারত। কিন্তু তা না হয়ে তার দশা হয়েছে এই!'*

পেগি নাকি উডি কার জন্য বেশি দুঃখ লাগছে বুঝতে পারছে না কেন্ডাল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখেছে কেন্ডাল, ক্লার্ক এগিয়ে এল। হাতে একটা ট্রে। তার উপর একখানা চিরকুট। 'এক্সকিউজ মি, মিস কেন্ডাল। এক লোক এটা আপনাকে দিয়ে গেল।' খামটা দিল সে কেন্ডালকে।

বিস্মিত হয়ে তাকাল কেন্ডাল। 'কে...?' মাথা দোলাল, 'ধন্যবাদ।'

খাম খুলল কেন্ডাল। চিঠি পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেল চেহারা। ওর বুকের ভেতর ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মাথাটা চট করে ধরে গেল। একটা টেবিল খামচে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল। দম নিল কেন্ডাল, ঘুরল। হেঁটে এল ড্রইংরুমে। মুখ শুকনো।

'মার্ক...' জোর করে চেহারা নির্লিপ্ত রাখার চেষ্টা করল কেন্ডাল। 'একটু আসবে?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মার্ক। 'অবশ্যই।'

টাইলার জিজ্ঞেস করল কেন্ডালকে, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

চেষ্টাকৃত হাসি উপহার দিল কেন্ডাল, 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

মার্কের হাত ধরে দোতলায় উঠে এল সে। বেডরুমে ঢুকে বন্ধ করল দরজা।

মার্ক জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ওর হাতে খামটা দিল কেন্ডাল। চিঠিতে লেখা :

প্রিয় *মিসেস রিনাদ,*

অভিনন্দন! আমাদের ওয়াইল্ড অ্যানিমাল প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশন জেনে আনন্দিত যে আপনি কোটিপতি হতে চলেছেন। আমরা আশা করছি আগামী দশ দিনের মধ্যে আপনি জুরিখে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মিলিয়ন ডলার জমা করবেন। শীঘ্রি আপনার জবাবের প্রত্যাশা করছি।

অন্যান্য চিঠিগুলোর মতো টাইপ করা এ চিঠিতেও ইংরেজি 'E' অক্ষরটি ভাঙা।

'বাস্টার্ড!' গর্জে উঠল মার্ক।

'ওরা জানল কী করে আমি এখানে আছি?' জিজ্ঞেস করল কেন্ডাল।

তেতো গলায় বলল মার্ক, 'খবরের কাগজের দৌলতে।' আবার চিঠিটা পড়ল সে। মাথা নাড়ল। 'এরা আমাদেরকে সহজে ছাড়বে না। আমাদের পুলিশে যাওয়া উচিত।'

'না!' আর্তনাদ করল কেন্ডাল। 'এখন পুলিশে গেলে লাভ হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। সবকিছু!'

মার্ক ওর হাত তুলে নিল নিজের মুঠোয়। চাপ দিল। একটা রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে।'

কেন্ডাল জানে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

ঘটনার শুরু মাস কয়েক আগে, বসন্তের এক চমৎকার দিনে। কেন্ডাল কানেক্টিকাটের রিজফিল্ডে তার এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিল। চমৎকার হয়েছিল পার্টি। পুরোনো বন্ধুরা এসেছিল অনেকেই। তাদের সঙ্গে প্রাণখোলা গল্পে মেতে উঠেছিল কেন্ডাল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল কেন্ডাল, 'এহ্‌হে, দেরি হয়ে গেছে অনেক। মার্ক অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল কেন্ডাল। নিউইয়র্কে ফিরছে। সে হাইওয়ে বাদ দিয়ে ১-৬৮৪ রুট ধরল শর্টকাটের জন্য। এটা আকাবাঁকা একটা মেঠো পথ। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল কেন্ডাল। একটা তীক্ষ্ণ বাঁকে মোড় নিতে দেখতে পেল রাস্তার ডানদিকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বামে মোড় নিল কেন্ডাল। ওইসময় মাঠ থেকে ফুল নিয়ে এক মহিলা সরু রাস্তাটা পার হচ্ছিল। কেন্ডাল মহিলার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

সবকিছু যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল। কেন্ডাল দড়াম করে একটা আওয়াজ শুনল, মহিলা বাড়ি খেয়েছে গাড়ির বামদিকের ফেন্ডারে। ব্রেক কষল কেন্ডাল। তীব্র কিইইইচ শব্দ তুলে থেমে গেল গাড়ি। কেন্ডালের সারাশরীর কাঁপছিল

ভয়ানকভাবে। গাড়ি থেকে নামল সে। দৌড়ে গেল রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত মহিলার কাছে।

ওখানে পাথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেন্ডাল। তারপর ঝুঁকল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মহিলাকে চিৎ করল। প্রাণহীন চোখ। 'ওহ্, মাই গড!' ফিসফিস করল কেন্ডাল। গলা ঠেলে বমি আসতে চাইল। সিধে হল ও। কী করবে বুঝতে পারছেনা। আতঙ্ক গ্রাস করেছে ওকে। আশপাশে কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে না। *মহিলা মরে গেছে,* ভাবল কেন্ডাল। *ওর জন্য আমার আর কিছুই করার নেই। কিন্তু ওর মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। কিন্তু ওরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলবে মাতাল হয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি। পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে যাব মদ খেয়েছি। আমার জেল হয়ে যাবে!*

মহিলার দিকে শেষবারের মতো তাকাল কেন্ডাল। তারপর দ্রুত ফিরে এল নিজের গাড়িতে। *বামদিকের ফেন্ডার তুবড়ে গেছে, গায়ে রক্তের দাগ। কোনো গ্যারেজে রাখতে হবে গাড়িটা,* ভাবল কেন্ডাল। পুলিশ এ গাড়ি খুঁজবে। গাড়িতে উঠে বসল সে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

নিউইয়র্কে আসার বাকি রাস্তায় বারবার রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল কেন্ডাল। এই বুঝি লাল আলো জ্বালিয়ে, সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি পিছু নেয় ওর। নাইনটি সিক্সথ স্ট্রিটের গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে এল কেন্ডাল। গ্যারেজের মালিক তার মেকানিক রেড-এর সঙ্গে কথা বলছিল। কেন্ডালের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল।

'ইভনিং, মিসেস রিনাদ,' বলল স্যাম।

'গু-গুড ইভনিং,' দাঁতে দাঁত লেগে যাতে ঠকাঠক শব্দ না হয় সে চেষ্টা করতে করতে বলল কেন্ডাল।

'গাড়িটা গ্যারেজে রাখতে এসেছেন?'

'আ...হ্যাঁ, প্লিজ।'

ফেন্ডার দেখল রেড। 'ফেন্ডার তুবড়ে গেছে, মিসেস রিনাদ। রক্তও লেগে আছে।'

ওরা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

গভীর দম নিল কেন্ডাল, 'হাইওয়েতে একটা হরিণ-চাপা পড়েছে আমার গাড়ির নিচে।'

'ভাগ্যিস বড় রকমের কোনো ক্ষতি হয়নি,' বলল স্যাম, 'আমার এক বন্ধুর গাড়ির সঙ্গে একটা হরিণের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। বন্ধুর গাড়ির বারোটা বেজে যায়।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'হরিণটারও।'

'তুমি গাড়িটা গ্যারেজে রাখার ব্যবস্থা করো,' শক্ত গলায় বলল কেন্ডাল।

'অবশ্যই।'

কেন্ডাল গ্যারেজের দরজার দিকে হেঁটে গেল। চাইল পেছন ফিরে। ওরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ফেন্ডারের দিকে।

বাড়ি ফিরে মার্ককে ভয়ংকর ঘটনাটা বলল কেন্ডাল। ওকে জড়িয়ে ধরল মার্ক। 'ওহ্, মাই গড! ডার্লিং, কীভাবে...?'

ফোঁপাতে শুরু করল কেন্ডাল, 'আ...আমারকোনো দোষ ছিল না। মহিলা হুট করে আমার গাড়ির সামনে এসে যায়। ফুল তুলছিল সে...'

'আমি জানি তোমার এতে কোনো দোষ নেই। এটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। পুলিশে জানানো দরকার।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আ-আমার ওখানে থাকা উচিত ছিল। পুলিশে খবর দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু...আতঙ্কে আমার সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।' ফোঁপানি বেড়ে গেল কেন্ডালের।

অনেকক্ষণ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে থাকল মার্ক। শেষে কান্না থামল কেন্ডালের।

কেন্ডাল ইতস্তত গলায় জানতে চাইল, 'মার্ক...আমাদের কি পুলিশের কাছে যেতেই হবে?'

ভুরু কুঁচকে গেল মার্কের, 'মানে?'

ভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কেন্ডাল বলল, 'ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে, তাই না? আমরা তো আর ওকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। আমি ইচ্ছে করে কাজটা করিনি। এজন্যে আমাকে শাস্তি দিয়ে ওদের কী লাভ? এরকম কিছু ঘটেনি ভাবতে পারি না আমরা?'

'কেন্ডাল, ওরা যদি কখনও জানতে পারে....'

'কীভাবে জানবে? ধারেকাছে কেউ ছিল না।'

' তোমার গাড়ির কী অবস্থা? ড্যামেজ হয়েছে?'

'তুবড়ে গেছে বামদিকের ফেন্ডার। গ্যারেজ মালিককে বলেছি রাস্তায় একটা হরিণ চাপা দিয়েছি। মার্ক, অ্যাক্সিডেন্টটা কেউ দেখেনি...তুমি জানো, ওরা যদি আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয় তাহলে কী ঘটবে? আমি আমার ব্যবসা হারাব। তিল তিল করে এতদিন ধরে যা গড়ে তুলেছি সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কিসের জন্য? একটা অনিচ্ছাকৃত অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। এ হতে পারে না!' আবার কাঁদতে শুরু করল কেন্ডাল।

স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল মার্ক। 'শ্‌শ্‌শ! দেখছি কী করা যায়।'

পরদিন সকালের কাগজে ছাপা হল অ্যাক্সিডেন্টের খবর। কাগজঅলারা লিখল মৃত মহিলা বিয়ে করার জন্য ম্যানহাটান যাচ্ছিল। নিউইয়র্ক টাইমস, ডেইলি নিউজ, নিউজ ডে-সহ অন্যান্য কাগজেও ছাপা হল এ-খবর। কেন্ডাল প্রতিটি কাগজ কিনল। অনুশোচনায় ভরে গেল মন। বারবার মনে হতে লাগল ওইদিন বান্ধবীর পার্টিতে না-গেলেই ভালো হতো। মহিলার মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে ওর।

কাগজে লিখেছে, পুলিশ এ দুর্ঘটনার ব্যাপারে তথ্য চেয়েছে। কারও কাছে এ ব্যাপারে কোনো ক্লু থাকলে পুলিশে জানাতে বলেছে।

আমার খোঁজ ওরা পাবে না, ভাবল কেন্ডাল। *আমাকে শুধু ভান করতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি।*

পরদিন সকালে গ্যারেজে গেল কেন্ডাল গাড়ি নিয়ে আসতে। রেডকে পাওয়া গেল।

'গাড়ি থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলেছি,' বলল সে। 'ফেন্ডার মেরামত করে দেব?'

'অবশ্যই।' *এ ব্যাপারটা বরং আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।* 'হ্যাঁ, প্লিজ।'

রেড তার দিকে সেই অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নাকি এ স্রেফ কল্পনা?

'ব্যাপারটা নিয়ে কাল রাতে আমি আর স্যাম কথা বললাম,' বলল রেড। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত। হরিণের মুখোমুখি বাড়ি খেলে গাড়ির আরও ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল।'

কেন্ডালের বুকের ভেতরে ধুকপুক শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ শুকিয়ে গেল মুখ। কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হল। 'ওটা...ওটা ছোট একটা হরিণ ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রেড। 'হ্যাঁ, তা-ই হবে হয়তো।'

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসছে, কেন্ডাল টের পেল ওর দিকে ঠায় তাকিয়ে রয়েছে রেড।

অফিসে ঢুকল কেন্ডাল। ওর সেক্রেটার নাদিন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার?'

জমে গেল কেন্ডাল, 'মা-মানে?'

'আপনাকে কেমন বিধ্বস্ত লাগছে। আমি কফি নিয়ে আসি।'

'ধন্যবাদ।'

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কেন্ডাল। ওর চেহারা বিবর্ণ, ম্লান। *ওরা স্রেফ আমার দিকে তাকালেই সবকিছু বুঝে ফেলবে।*

নাদিন গরম কফির কাপ নিয়ে ফিরল। 'নিন। কফি খেলে চাঙা লাগবে।' কৌতূহল নিয়ে দেখল সে কেন্ডালকে। 'সবকিছু ঠিক আছে তো?'

'কাল-কাল রাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছি,' বলল কেন্ডাল।

'কেউ আহত হয়নি তো?'

চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত মহিলার মুখ। 'না...একটা হরিণ চাপা পড়েছে।'

'আপনার গাড়ির কী দশা?'

'মেরামত করতে দিয়েছি।'

'ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে খবর দিই?'

'না, নাদিন। তার দরকার নেই।'

নাদিনের চোখে বিস্ময় ফুটতে দেখল কেন্ডাল।

দুদিন পরে এল প্রথম চিঠিখানা।

প্রিয় মিসেস রিনাদ,

আমি ওয়াইল্ড অ্যানিমাল প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানটি এ মুহূর্তে খুব আর্থিক অনটনের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির অর্থ দরকার। আমরা বিশেষ করে হরিণের নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি জুরিখে ক্রেডিট সুইস ব্যাংকে ৮০৪০৭২-A নাম্বারে ৫০,০০০ ডলার আগামী পাঁচদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন বলে দৃঢ়ভাবে আশা করছি।

চিঠির নিচে কারও দস্তখত নেই। ইংরেজি 'E' অক্ষরটা ভাঙা। খামের ভেতরে কাগজে বেরোনো অ্যাক্সিডেন্টের খবরের ক্লিপিং মোড়ানো।

কেন্ডাল বার-দুই পড়ল চিঠি। *পরিষ্কার হুমকি দেয়া হচ্ছে ওকে। মার্কই ঠিক বলেছিল,* ভাবল কেন্ডাল। *আমার পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল।* কিন্তু এখন পুলিশে গেলে হিতে বিপরীত হবে। কেন্ডাল এখন পলাতক। পুলিশ এখন ওকে খুঁজে পেলে নির্ঘাত পুরে দেবে জেলে। সেইসঙ্গে শেষ হয়ে যাবে ক্যারিয়ার।

লাঞ্চের সময় ব্যাংকে গেল কেন্ডাল। 'আমি সুইজারল্যান্ডে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাঠাতে চাই...'

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল কেন্ডাল। চিঠিটা দেখাল মার্ককে। স্তম্ভিত হয়ে গেল ওর স্বামী। 'মাই গড! এ চিঠি কে পাঠাল?'

'জানি না... কেউ জানে না।' কাঁপছে কেন্ডাল।

'কেন্ডাল, কেউ-না-কেউ নিশ্চয় জানে। দাঁড়াও। ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দাও। শহরে ফিরে আসার পরে ঠিক কী করেছিলে বলো তো?'

'কিছু না। আ-আমি গাড়িটা গ্যারেজে রেখে আসি এবং—' থেমে গেল কেন্ডাল। *ফেন্ডার তুবড়ে গেছে, মিসেস রিনাদ। রক্তও লেগে আছে।*

ওর চেহারার রঙ পাল্টে যেতে দেখল মার্ক। 'কী হল?'

ধীরে ধীরে বলল কেন্ডাল, 'গ্যারেজের মালিক আর তার সহকারী ছিল ওখানে। তারা ফেন্ডারে রক্ত দেখতে পায়। আমি ওদেরকে বলি একটা হরিণ চাপা দিয়েছি আমি। ওরা বলে হরিণ চাপা পড়লে গাড়ির আরও ড্যামেজ হওয়ার কথা ছিল।' আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'মার্ক...'

'বলো?'

'নাদিন, আমার সেক্রেটারি, ওকেও একই কথা বলেছি আমি। ও-ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। ওদের তিনজনের কেউ এ-কাজ করেছে।'

'না,' আস্তে বলল মার্ক।

অবাক হল কেন্ডাল, 'মানে?'

'বসো, কেন্ডাল। আমার কথা শোনো। ওদের কেউ যদি তোমাকে সন্দেহ করত, ডজনখানেক লোকের কাছে বলে বেড়াত ঘটনাটা। দুর্ঘটনার খবর সবগুলো খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। কেউ দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে। আমার ধারণা চিঠিটা একটা ব্লাফ, তোমাকে পরীক্ষা করছে। তুমি টাকাটা পাঠিয়ে মারাত্মক ভুল করেছ।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ ওরা এখন জানে তুমি অপরাধী। ওরা যে প্রমাণ চেয়েছে তা তুমি ওদের হাতে তুলে দিয়েছ।'

'ওহ্, গড! এখন তাহলে কী করব?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল মার্ক। তারপর বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। দেখি বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়ে হারামজাদাগুলোকে ধরা যায় কিনা।'

পরদিন সকাল দশটায় কেন্ডাল এবং মার্ক এল ম্যানহাটান ফার্স্ট-সিকিউরিটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাসেল গিবনসের অফিসে।

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন মি. গিবনস।

মার্ক বলল, 'জুরিখের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমরা চেক করতে চাই। জানতে চাই কার অ্যাকাউন্ট ওটা।'

হাত দিয়ে গাল ঘষলেন গিবনস। 'এর মধ্যে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কি জড়িত?'

দ্রুত জবাব দিল মার্ক। 'না। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ড, যেমন টাকা জালিয়াতি কিংবা সুইজারল্যান্ড অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আইন ভাঙার মতো ঘটনা না ঘটলে সুইজারল্যান্ড তাদের নাম্বারড ব্যাংক অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা ফাঁস করবে না। গোপনীয়তা রক্ষা করে বলেই তাদের বিশ্বজোড়া নাম।'

'না, ঠিক আছে। কিন্তু অন্য কোনো উপায়...?'

'দুঃখিত। অন্য কোনো উপায় নেই।'

পরস্পরের দিকে তাকাল মার্ক ও কেন্ডাল। হতাশায় মুষড়ে পড়ল কেন্ডাল।

সিধে হল মার্ক। 'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'দুঃখিত, আপনাদের সাহায্য করতে পারলাম না বলে,' গিবনস ওদেরকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় গ্যারেজে চলে এল কেন্ডাল। স্যাম কিংবা রেড কাউকে দেখতে পেল না। গাড়ি থামাল কেন্ডাল। ছোট অফিসঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, জানালা দিয়ে একটা টাইপরাইটার নজর কাড়ল ওর। একটা স্ট্যান্ডের উপর রাখা। ওটার 'E' অক্ষরটা ভাঙা কিনা কে জানে। দেখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল কেন্ডাল।

অফিসের সামনে হেঁটে এল ও, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল একমুহূর্ত, তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে। টাইপরাইটারের দিকে পা বাড়িয়েছে, ভোজবাজির মতো উদয় হল স্যাম।

'ইভনিং মিসেস রিনাদ,' বলল সে। 'আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?'

পাঁই করে ঘুরল কেন্ডাল, চমকে গেছে। 'না। গুডনাইট।' দ্রুত পা বাড়াল দরজার দিকে।

'গুডনাইট, মিসেস রিনাদ।'

পরদিন সকালে কেন্ডাল গ্যারেজে এল আবার। অফিসের টাইপরাইটারটি অদৃশ্য। সেখানে শোভা পাচ্ছে একটি কম্পিউটার। স্যাম লক্ষ করল কেন্ডাল স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে কম্পিউটারের দিকে। 'সুন্দর, না? আমি বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করছি।'

ও কম্পিউটার কেনারও সামর্থ্য রাখে!

কেন্ডাল সন্ধ্যাবেলায় ঘটনাটা বলল মার্ককে। মার্ক মন্তব্য করল, 'তোমার সন্দেহ সত্যি হতেও পারে। তবে আমাদের প্রমাণ দরকার।'

সোমবার সকালে, অফিসে এসেছে কেন্ডাল, নাদিন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আপনার শরীর ঠিক আছে তো, মিসেস রিনাদ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'গতকাল আমার জন্মদিন ছিল। দেখুন, আমার স্বামী আমাকে কী উপহার দিয়েছে।' সে ক্লজিট খুলে একটা মিঙ্ক কোট বের করল। 'খুব সুন্দর, না?'

১৯

রুমমেট হিসেবে স্যালিকে পেয়ে ভালোই কাটছে জুলিয়া স্টানফোর্ডের দিন। সবসময় স্ফূর্তিতে থাকে হাসিখুশি মেজাজের স্যালি। বিয়ে করেছিল মেয়েটা। টেকেনি। বিয়ের তিক্ত স্মৃতির কারণে কসম খেয়েছে আর কোনোদিন ওমুখো হবে না। জুলিয়ার কাছে স্যালির 'আর কোনোদিন' এর ব্যাখ্যা ঠিক স্পষ্ট নয়। কারণ প্রতি হপ্তায় সে পুরুষসঙ্গী বদলাচ্ছে।

'বিবাহিত পুরুষরাই সেরা,' দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে স্যালি। 'ওরা পরকীয়া করতে গিয়ে অপরাধবোধে ভোগে। তাই সবসময় তোমাকে উপহার কিনে দেবে। কিন্তু তুমি তো কারও সঙ্গে ডেটিং করছ না, জুলিয়া, তাই না?'

'না।' জুলিয়া সেইসব পুরুষের কথা ভাবল যারা ওকে বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। 'স্রেফ সময় কাটানোর জন্য বাইরে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ নেই আমার, স্যালি। আমি এমন কাউকে চাই যাকে সত্যি পছন্দ করতে পারব।'

'বেশ, সেরকম একজন মানুষ তোমাকে জুটিয়ে দিচ্ছি,' বলল স্যালি। 'তাকে দেখলেই তুমি প্রেমে পড়ে যাবে। ওর নাম টনি ভিনেত্তি। তোমার কথা বলেছি ওকে। তোমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।'

'আমার মনে হয় না আমি ঠিক...'

'ও কাল রাত আটটায় আসবে তোমার কাছে।'

টনি ভিনেত্তি ভয়ানক লম্বা। চুল ঘন, কালো। সে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

'স্যালি একটুও বাড়িয়ে বলেনি। সত্যি তুমি মাথা-খারাপ-করা সুন্দরী।'

'ধন্যবাদ,' বলল জুলিয়া। মনে-মনে খুশি হয়েছে।

'হাউস্টনে গেছ কখনো?'

এটা কানসাস সিটির সবচেয়ে দামি রেস্টুরেন্টগুলোর একটা।

'না।' সত্যিকথা হল ওখানে যেতে পারেনি জুলিয়া অত খরচ করার সামর্থ্য নেই বলে।

'ওখানে আমরা আজ ডিনার করব।'

ডিনারে নিজের সম্পর্কে বকবক করে গেল টনি। তবে এতে কিছু মনে করল না জুলিয়া। ছেলেটা বেশ মজার।

চমৎকার হল ডিনারপর্ব। ডেসার্টে জুলিয়া অর্ডার দিল চকোলেট শুফল এবং টনি নিল আইসক্রিম। কফি পান করতে করতে জুলিয়া ভাবল, *ও কি আমাকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে যেতে বলবে? প্রস্তাব দিলেও কি আমার যাওয়া উচিত হবে? না, যাওয়া উচিত হবে না। অন্তত প্রথম ডেটে নয়। তাহলে ও আমাকে সস্তা ভাববে। পরে আবার যখন ডিনার করব...*

খাবারের বিল এল। টনি বিলে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তুমি পেট আর লবস্টার নিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জুলিয়া।

'খেয়েছ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সালাদ এবং শুফল, ঠিক?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে টনির দিকে তাকাল জুলিয়া। 'হ্যাঁ...'

'বেশ,' বলল টনি। 'তোমাকে পঞ্চাশ ডলার চল্লিশ সেন্ট দিতে হচ্ছে খাবারের বিল বাবদ।'

কথাটা শুনে দারুণ মর্মাহত হল জুলিয়া। 'বুঝলাম না?'

দাঁত বের করে হাসল টনি। 'আমি জানি তোমরা, মেয়েরা আজকাল দারুণ স্বাবলম্বী। পুরুষদেরকে বিল দিতে দাও না। তবে আমি ওয়েটারের বকশিশটা দিয়ে দেব।'

'ওর সঙ্গে ব্যাটে-বলে মেলেনি বলে আমি দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল স্যালি, 'টনি কিন্তু সত্যি ভালো ছেলে। ওর সঙ্গে আবার মিলিত হবে?'

'ওকে আমি সামাল দিতে পারব না,' তেতো গলা জুলিয়ার।

'ঠিক আছে। আরও একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমার। তোমার ওকে পছন্দ হবেই—'

'না, স্যালি। আমার কাউকে দরকার নেই...'

'আরে, আমার ওপর আস্থা রাখো।'

টেড রিডলের বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। জুলিয়ার স্বীকার করতেই হল লোকটার চেহারা বেশ আকর্ষণীয়। সে জুলিয়াকে হিস্টোরিক স্ট্রবেরি হিল-এর জেনি'স রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। ক্রোয়েশীয় খাবারের জন্য এ রেস্টুরেন্ট বিখ্যাত।

'স্যালি ঠিকই বলেছে,' বলল রিডল, 'তুমি খুব সুন্দরী।'

'ধন্যবাদ।'

'স্যালি কি বলেছে আমি একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থা চালাই?'

'না, বলেনি।'

'কানসাস সিটির অন্যতম বৃহৎ আমার ফার্ম। সবাই আমাকে চেনে।'

'চমৎকার। আমি—'

'...সুপার মার্কেটে, যে নামই বলো, সবার সঙ্গে কাজ করছি আমরা।'

'বেশ—'

'কীভাবে আমার শুরুটা হয়েছিল শোনো—'

ডিনারের পুরোটা সময় বকবক করেই গেল রিডল। আর তার বকবকানির একমাত্র বিষয় ছিল সে নিজে।

'বোধহয় তোমাকে দেখে খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল বেচারা,' ক্ষমা চাইল স্যালি।

'বরং সে আমাকে নার্ভাস করে ফেলেছিল। টেড রিডলের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত কী কী ঘটেছে যদি জানতে চাও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো!'

'জেরি ম্যাককিনলি!'

'কী?'

'জেরি ম্যাককিনলি। এইমাত্র মনে পড়ল ওর নাম। আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে ও ডেট করত। বান্ধবী ওর জন্যে পাগল ছিল।'

'ধন্যবাদ, স্যালি, বাট নো!'

'আমি ওকে ফোন করছি।'

পরদিনই হাজির হয়ে গেল জেরি ম্যাককিনলি। সুদর্শন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি জানি ব্লাইন্ড ডেট সবসময় কঠিন। আর আমি মানুষটা একটু লাজুক স্বভাবের। কাজেই বুঝতে পারছি তুমি কীরকম বোধ করছ, জুলিয়া।'

ওর কথা বলার ঢঙ মুগ্ধ করল জুলিয়াকে। পছন্দ হয়ে গেল জেরিকে।

ডিনার করতে ওরা গেল স্টেট এভিন্যুর এভারগ্রিন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে।

'তুমি আর্কিটেকচারাল ফার্মে কাজ করো শুনেছি। নিশ্চয় কাজটার মধ্যে প্রচুর উত্তেজনা আছে। আমার মনে হয় না আর্কিটেক্টরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা লোকে বুঝতে পারে।'

ও সংবেদনশীল, ভাবল জুলিয়া। সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটল জেরির সঙ্গে। যত কথা বলল জেরির সঙ্গে, ততই ওকে পছন্দ হতে লাগল জুলিয়ার। একটু সাহসী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করল ওর।

'তুমি আমার বাসায় যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'না। আমার বাড়িতে চলো।'

'তোমার বাড়িতে?'

সামনে ঝুঁকে এল জেরি। মুচড়ে দিল জুলিয়ার হাত। 'ওখানে আমি চাবুক আর চেইন রেখেছি।'

পিটার্স, ইস্টম্যান অ্যান্ড টলকিনদের ভবনে, এক অ্যাকাউন্টিং ফার্মে চাকরি করে হেনরি ওয়েসন। হপ্তায় দু-তিন দিন সকালে এলিভেটরে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে

জুলিয়ার। লোকটা বেশ হাসিখুশি, বয়স ত্রিশের কোঠায়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাথায় বালুরঙা চুল, চোখে কালো রিমের চশমা পরে।

শুরুটা হল শাদামাটা 'গুডমর্নিং' দিয়ে। তারপর আরেকটু এগোল হেনরি, 'আজ আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।' মাসখানেক পরে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসল সে, 'চলুন না সন্ধ্যায় কোথাও থেকে ডিনার করে আসি?' জবাবের প্রত্যাশায় আগ্রহ নিয়ে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল হেনরি।

হাসল জুলিয়া, 'ঠিক আছে।'

হেনরিই প্রথমে প্রেমে পড়ে গেল জুলিয়ার। প্রথম ডেটে সে জুলিয়াকে ইবিটিতে নিয়ে গেল। এটা কানসাস সিটির সেরা রেস্টুরেন্টগুলোর একটা। জুলিয়ার সঙ্গ পেয়ে রোমাঞ্চিত হেনরি।

নিজের সম্পর্কে খুব কম কথাই বলল হেনরি। জানাল, 'এই কানসাস সিটিতে জন্ম আমার। আমার বাবাও জন্মেছেন এখানে। স্বপ্ন ছিল অ্যাকাউট্যান্ট হব। স্কুলের পার্ট চুকিয়ে আমি বিগলো অ্যান্ড বেনসন ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশনে ঢুকি। এখন আমার নিজের ফার্ম আছে।'

'খুব ভালো,' বলল জুলিয়া।

'আমার কথা শেষ। এবার তোমার কথা বলো।'

জুলিয়া নীরব রইল একমুহূর্ত। *আমি বিশ্বের সেরা একজন ধনী মানুষের অবৈধ সন্তান। তুমি হয়তো তার নাম শুনেছ। উনি পানিতে ডুবে মারা গেছেন। আমি তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।* অভিজাত ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল জুলিয়া। *এই রেস্টুরেন্টটি কিনে নেয়ার ক্ষমতা আমার আছে। চাইলে পুরো শহরটাই কিনে নিতে পারি আমি।*

হেনরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'জুলিয়া?'

'উ! আ...আমি দুঃখিত। আমার জন্ম মিলাউইকিতে। আমার...আমার বাবাকে ছেলেবেলায় হারিয়েছি আমি। মা আমাকে নিয়ে সারাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। তিনি মারা যাওয়ার পরে আমি এখানে থেকে যাব ঠিক করি এবং একটা চাকরি পেয়ে যাই।'

জুলিয়ার হাতে হাত রাখল হেনরি ওয়েসন, 'তার মানে তোমাকে দেখাশোনার করার মতো কেউ ছিল না।' সামনে ঝুঁকে এল সে, গভীর আবেগে বলল, 'আমি সারাজীবন তোমার দেখাশোনা করতে চাই।'

জুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'কিন্তু আমরা তো পরস্পরকে ভালো করে চিনিই না।'

'চিনে নিতে সময় লাগবে না।'

জুলিয়া বাড়ি ফিরে দেখল স্যালি অপেক্ষা করছে তার জন্য।

'কেমন হল ডেটিং?'

একটু ভেবে জবাব দিল জুলিয়া, 'ও খুব সুইট এবং...'

'তোমার জন্য উন্মাদ।'

হাসল জুলিয়া। 'আমার ধারণা ও প্রস্তাব করেছে।'

বড় বড় হয়ে গেল স্যালির চোখ। 'তোমার ধারণা সে তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছে? প্রস্তাব দিয়েছে কী দেয়নি জানো না?'

'বলল আমার বাকি জীবনের ভার সে বহন করতে চায়।'

'ওই তো প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছে।' লাফিয়ে উঠল স্যালি। 'ওকে বিয়ে করে ফ্যালো! জলদি! ও মত বদলে ফেলার আগেই ওকে বিয়ে করে ফ্যালো।'

মুচকি হাসল জুলিয়া। 'এত তাড়া কিসের?'

'আমার কথা শোনো। ওকে এখানে ডিনারের দাওয়াত দাও। আমি রান্না করব। কিন্তু বলবে তুমি রেঁধেছ।'

জোরে হেসে উঠল জুলিয়া। 'ধন্যবাদ। না। যাকে আমি বিয়ে করব তার সঙ্গে আমি মোমের আলোয় ডিনার করব। এবং তা কোনো রেস্টুরেন্টে।'

পরবর্তী ডেটিং-এর দিন হেনরি বলল, 'আমার মনে হয় কানসাস সিটি সন্তান লালনপালন করার জন্য উৎকৃষ্ট জায়গা।'

'হুঁ।' সায় দিল জুলিয়া। তবে নিশ্চিত নয় হেনরির সন্তান ও লালনপালন করবে কিনা। হেনরির সবকিছুই ভালো—ভদ্র, নম্র, তার ওপর আস্থা রাখা যায়, বিশ্বাসী, তবু... বিষয়টা নিয়ে স্যালির সঙ্গে কথা বলল জুলিয়া।

'ও আমাকে বিয়ে করতে বলছে,' জানাল জুলিয়া।

'ওকে তোমার কেমন লাগছে?'

হেনরি সম্পর্কে সবচেয়ে রোমান্টিক বিশ্লেষণগুলো বেছে নিল জুলিয়া। 'ও বিশ্বস্ত, ভদ্র, সুন্দর...'

স্যালি তাকাল জুলিয়ার দিকে। 'আরেক কথায় ও ভোতা।

আপত্তি করল জুলিয়া। 'ও ঠিক ভোতা নয়...'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। 'ও ভোতা। ওকে বিয়ে করে ফ্যালো।'

'কী?'

'বিয়ে করে ফ্যালো। ভালো ভোঁতা স্বামী পাওয়া খুব কঠিন।

নিজের পিতৃপরিচয় স্যালির কাছে কখনোই ফাঁস করেনি জুলিয়া। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় জুলিয়ার বাবার পরিচয় জেনে গেল স্যালি। জুলিয়ার কালো জুতোজোড়া পরে সেদিন বেরুবে সে। অনুমতি চাইল জুলিয়ার কাছে। জুলিয়া অনুমতি দিল। স্যালি ঢুকল জুলিয়ার বেডরুমে। ক্লজিটের দরজা খুলল। জুতোজোড়া সবচেয়ে ওপরের তাকে। হাত বাড়িয়ে জুতো আনতে গিয়ে ধাক্কা লেগে একটা কার্ডবোর্ডের

বাক্স পড়ে গেল মেঝেতে। ভেতরের জিনিসগুলো ছিটকে গেল। এর মধ্যে জুলিয়া ও তার মাকে নিয়ে লেখা খবরের কাগজের ক্লিপিং এবং ছবি ছিল। ক্লিপিং পড়ে স্তম্ভিত স্যালি। জানতে পারল জুলিয়া বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে।

স্যালি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছে বলে বিব্রতবোধ করল জুলিয়া। তবে স্যালি ওরকম মেয়ে নয় যে পাড়া চাউরে বেড়াবে, জুলিয়ার গোপন রহস্য ফাঁস করে দেবে। সে জুলিয়াকে বলল তার বাবার বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির দাবিদার হতে। রাজি হল না জুলিয়া। বলল টাকার প্রতি তার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। যুক্তি দেখাল স্যালি—এ তার হক। তাছাড়া জুলিয়ার উচিত তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তাদেরকে জানানো যে তাদের সৎবোনটি বেঁচে আছে এখনও। স্যালির পীড়াপীড়িতে জুলিয়াকে কথা দিতে হল বিষয়টি নিয়ে সে ভেবে দেখবে।

২০

উন্মাদ হয়ে উঠেছে টাইলার। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে লি'র বাসার নাম্বারে ফোন করে চলেছে সে। ধরছে না কেউ। *ও কার সঙ্গে আছে?* যন্ত্রণায় গুঙিয়ে ওঠে টাইলার। *করছে কী সে?*

ফোন তুলল টাইলার। ডায়াল করল আবার। দীর্ঘক্ষণ বাজল রিং, রিসিভার রেখে দেবে, এমন সময় শুনতে পেল লি'র কণ্ঠ।

'হ্যালো।'

'লি! কেমন আছ তুমি?'

'কে?'

'টাইলার।'

'টাইলার?' একমুহূর্ত বিরতি। 'ও, আচ্ছা।'

হতাশায় মোচড় খেল টাইলারের বুক। 'আছ কেমন?'

'ভালো।' জবাব দিল লি।

'তোমাকে বলেছিলাম দারুণ একটা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্যে।'

'তো!' বিরক্ত শোনাল লি'র গলা।

'মনে আছে শাদা, চমৎকার একটি ইয়টে চড়ে সেন্ট ট্রপেজে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিলে তুমি আমাকে?'

'তার কী হল?'

'সামনের মাসে যাবে?'

'তুমি সিরিয়াস?'

'একশোবার।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলব। তোমার বন্ধুর ইয়ট?'

'না। আমি নিজেই কিনব। আমার হাতে হঠাৎ কিছু টাকা চলে এসেছে। বেশ বড় অঙ্কের টাকা।'

'সেন্ট ট্রপেজ, হাহ্? শুনে ভালো লাগছে। শিওর, তোমার সঙ্গে যেতে আমার আপত্তি নেই।'

গভীর স্বস্তিবোধ করল টাইলার। 'চমৎকার। তুমি আবার এর মধ্যে...' ভাবনাটা মনেও আনতে চায় না সে। 'আমি তোমাকে আবার ফোন করব।' রিসিভার রেখে দিল ও, বসল বিছানার ধারে। *তোমার সঙ্গে যেতে আমার আপত্তি নেই।* কল্পনায়

দেখতে পেল ওরা দুজনে সুন্দর একটি ইয়টে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্ব। *দুজনে।*

টেলিফোন বুক নিয়ে ইয়েলো পেজে চোখ বুলাতে লাগল টাইলার।

জন অ্যালডেন ইয়টস ইনক-এর অফিস বোস্টনের কমার্শিয়াল হোয়ার্ফে। টাইলার অফিসে ঢুকতে তার দিকে এগিয়ে এল সেলস ম্যানেজার।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যার?'

টাইলার তাকাল তার দিকে, ভাবলেশহীন গলায় বলল, 'আমি একটা ইয়ট কিনতে এসেছি।'

'মোটর নাকি সেইল?'

'আমি আসলে বিশ্বভ্রমণে বেরোবার মতো ইয়ট চাইছি।'

'তাহলে মোটর-ইঞ্জিনের ইয়ট ভালো হবে।'

'রঙ অবশ্যই শাদা হতে হবে।'

সেলস ম্যানেজার বলল, 'পাবেন। কতবড় বোট চাইছেন?'

ব্লু স্কাই একশো আশি ফুট লম্বা।

'দুশো ফুট।'

চোখ পিটপিট করল সেলস ম্যানেজার। 'জ্বি, আচ্ছা। তবে দাম একটু বেশিই পড়বে। মি...'

'জাজ স্টানফোর্ড। আমি হ্যারি স্টানফোর্ডের ছেলে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার চেহারা।

'টাকা কোনও সমস্যা নয়,' বলল টাইলার।

'অবশ্যই না! বেশ, জাজ স্টানফোর্ড, আমরা এমন একটি ইয়ট আপনাকে দেব যা দেখে সবাই ঈর্ষা করবে। আর ওটা শাদা রঙের হবে, অবশ্যই। এই যে পোর্টফোলিওটা দেখুন। এর মধ্যে কিছু ইয়টের ছবি আছে। এখান থেকে কোনো ইয়ট পছন্দ হলে আমাকে দয়া করে ফোন করে জানাবেন।'

উডি স্টানফোর্ড ভাবছে পোলো পনির কথা। সারাজীবন সে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার-করা ঘোড়ায় উঠেছে। এবার সে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ঘোড়া কিনবে।

ফোনে মিমি কারসনের সঙ্গে কথা বলছে উডি, 'আমি তোমার পনিগুলো কিনে নিতে চাই।' উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। 'হ্যাঁ, পুরো আস্তাবল। আমি খুব সিরিয়াস। ঠিক...'

আধঘণ্টা চলল ফোনালাপ, রিসিভার রেখে দিল উডি। হাসিতে ভরে আছে মুখ। পেগির কাছে গেল সে।

পেগি বারান্দায় বসে আছে। একা। ওর মুখ এখনও ফোলা।

'পেগি...'

মুখ তুলে চাইল পেগি। চমকে গেছে। 'বলো?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলব। তবে...তবে ঠিক বুঝতে পারছি না কীভাবে শুরু করব।'

বসে থাকল পেগি। অপেক্ষা করছে।

গভীর দম নিল উডি। 'আমি জানি স্বামী হিসেবে আমি খুবই বাজে। কিছু কিছু কাজ আমি করেছি যার কোনো ক্ষমা নেই। কিন্তু, ডার্লিং, এখন সবকিছু বদলে যাবে। আমরা এখন ধনী হয়ে গেছি। প্রচণ্ড ধনী। আমি তোমাকে সুখী করব।' পেগির একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে। 'আর মাদক নেব না আমি। কসম খাচ্ছি। একদম ভিন্ন-একটা জীবন শুরু করব আমরা।'

স্বামীর চোখে চোখ রাখল পেগি। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, 'তাই, উডি?'

'হ্যাঁ, কথা দিলাম। জানি এর আগেও বহুবার এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি। কিন্তু এবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবই। আমি এমন কোনো ক্লিনিকে ভর্তি হব যেখানে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারব। আমি এ নরক থেকে পরিত্রাণ চাই, পেগি...' তার কণ্ঠে ফুটে উঠল আকুতি। 'তোমার সাহায্য ছাড়া আমি এ-কাজ করতে পারব না। তুমি জানো আমি পারব না...'

অনেকক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল পেগি। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরল, 'পুওর বেবি, আমি জানি,' ফিসফিস করল সে। 'আমি জানি। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

মার্গো পসনারের বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে।

স্টাডিরুমে ছিল সে। টাইলার স্টাডির দরজা বন্ধ করল। 'তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাতে এসেছি, মার্গো।'

হাসল মেয়েটা, 'আমার কিন্তু বেশ মজাই লেগেছে। আমি বোধহয় অভিনেত্রী হলে খুব ভালো করতাম, না?'

টাইলারও হাসল। 'আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি গোটা অডিয়েন্সকে বোকা বানিয়ে দিয়েছ।' পকেট থেকে একটা খাম বের করল। 'এখানে বাকি টাকাটা আছে। আর শিকাগো ফিরে যাবার প্লেনের টিকেট।'

'ধন্যবাদ।'

ঘড়ি দেখল টাইলার। 'এখনই রওনা হয়ে যাও। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

'ঠিক। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি—আমাকে জেল থেকে বের করে আনার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

হাসিটা মুখে ধরে রাখল টাইলার, 'ঠিক আছে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

'ধন্যবাদ।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল মার্গো জিনিসপত্র গোছগাছ করতে। খেলা শেষ।

চেক অ্যান্ড চেকমেট।

মার্গো পসনার বেডরুমে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা প্রায় শেষ করেছে, ঘরে ঢুকল কেন্ডাল।

'হাই, জুলিয়া। আমি—' থমকে গেল সে। 'কী করছ তুমি?'

'বাড়ি যাচ্ছি।'

অবাক হল কেন্ডাল, 'এত জলদি? কিন্তু কেন? আমি কিনা ভাবলাম একসঙ্গে কটা দিন কাটাব, মজা করব। পরস্পরকে আরও ভালোভাবে জানব। কতদিন পরে আমাদের সবার সঙ্গে দেখা হল বলো!'

'তাতো ঠিকই। তবে পরে কোনো একদিন আবার মজা করা যাবে।'

কেন্ডাল বসল বিছানায়, 'ব্যাপারটা আমার কাছে মিরাক্‌ল মনে হচ্ছে। এতদিন পরে সবার সঙ্গে দেখা!'

মার্গো গোছগাছ করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ, মিরাকল তো বটেই।'

'নিজেকে তোমার নিশ্চয় সিনড্রেলার মতো মনে হচ্ছে। সাধারণ জীবন থেকে হঠাৎ করে অসাধারণ এক জীবনে চলে এলে। বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে গেলে।'

থেমে গেল মার্গো। 'কী বললে?'

'বললাম যে...'

'বিলিয়ন ডলার?'

'হ্যাঁ। বাবার উইল অনুসারে আমরা সবাই তো বিলিয়ন ডলার পাচ্ছি।'

মার্গো তাকিয়ে আছে কেন্ডালের দিকে। স্তম্ভিত। 'আমরা প্রত্যেক বিলিয়ন ডলার করে পাচ্ছি!'

'কেন ওরা তোমাকে বলেনি?'

'না,' ধীরে ধীরে বলল মার্গো। 'ওরা আমাকে বলেনি।' চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটল। 'তুমি ঠিকই বলেছ, কেন্ডাল। আমাদের পরস্পরকে আরও ভালোভাবে জানা উচিত।'

টাইলার কাচঘেরা ঘরে বসে রৌদ্রস্নান করছে, অলস-চোখে দেখছে ইয়টের ছবি। ক্লার্ক এগিয়ে গেল তার দিকে।

'এক্সকিউজ মি, জাজ স্টানফোর্ড। আপনার ফোন এসেছে।'

'এখানে দিয়ে যাও।'

কিথ পার্সি ফোন করেছেন শিকাগো থেকে।

'টাইলার?'

'বলুন।'

'তোমার জন্যে ভালো খবর আছে।'

'আচ্ছা!'

'আমি শীঘ্রি অবসর নিতে চলেছি। প্রধান বিচারপতির আসনে বসতে তোমার কেমন লাগবে?'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল টাইলার। 'চমৎকার লাগবে, কিথ।'

'তুমি কয়েকদিনের মধ্যে তাই হতে চলেছ।'

একজন কোটিপতি হয়ে শিকাগোর নোংরা ছোট আদালতকক্ষে বসে বিচার করার কথা ভাবতেই পারে না টাইলার।

'তুমি শিকাগো ফিরছ কবে?'

'কয়েকদিনের মধ্যে,' জানাল টাইলার। 'হাতের কাজগুলো শেষ করেই।'

'বেশ। আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'গুডবাই,' ফোন রেখে দিল টাইলার। হাতঘড়ি দেখল। মার্গোর এয়ারপোর্টে যাবার সময় হয়ে গেছে। সে দোতলায় উঠে এল দেখতে মার্গো রেডি হয়েছে কিনা।

কিন্তু মার্গো জিনিসপত্র খুলে ফেলছে।

বিস্মিত হল টাইলার। 'তুমি এখনও রেডি হওনি দেখছি।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল মার্গো। 'না। আমি বরং কটা দিন এখানে বেড়িয়ে যাব ভাবছি।'

ভুরু কোঁচকাল টাইলার। 'বলছ কী এসব! তোমার প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

'আরও অনেক প্লেন আছে, জাজ,' মুচকি হাসল মেয়েটা। 'হয়তো আমি একদিন নিজেই একটা প্লেন কিনে নেব।'

'মানে?'

'আপনি আমাকে বলেছিলেন একজনের সঙ্গে একটা খেলা খেলবেন এবং সেই খেলায় আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'তো?'

'তো খেলাটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি খেলাটার মূল্য বিলিয়ন ডলার।'

চেহারা কঠোর দেখাল টাইলারের, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও। এখুনি।'

'চলে যাব? যখন সময় হবে তখন যাব।' বলল মার্গো। 'আর এখনও আমার সময় হয়নি।'

টাইলার লক্ষ করছে ওকে, 'তুমি ... তুমি আসলে কী চাও?'

'আপনি বিলিয়ন ডলার মেরে দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন, ঠিক? আমি ভেবেছিলাম কিছু টাকা এদিক-সেদিক করার প্ল্যান আপনার। তাই বলে বিলিয়ন ডলার! এ তো বিশাল ব্যাপার। আমার ওখান থেকে কিছু ভাগ চাই।'

নক্ হল বেডরুমের দরজায়।

'এক্সকিউজ মি,' বলল ক্লার্ক। 'লাঞ্চ দেয়া হয়েছে।'

মার্গো ঘুরল টাইলারের দিকে। 'তুমি যাও। আমি পরে আসছি। আমার কিছু

কাজ আছে।'

সেদিন বিকেলে রোজহিল-এ একের-পর-এক প্যাকেজ আসতে শুরু করল। আরমানির ড্রেস, স্কাসি বুটিক থেকে স্পোর্টস ওয়্যার, জর্ডান মার্শ থেকে অন্তর্বাস। নেইমান মার্কাস থেকে স্যাব্‌ল্‌, কোট, কার্টিয়ার থেকে হীরের ব্রেসলেট। সবগুলো প্যাকেজ এল মিস জুলিয়া স্টানফোর্ডের নামে।

রেগে আগুন হল টাইলার। সোজা গেল মার্গোর কাছে।

'এসব করছ কী তুমি?' ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে।

হাসল জুলিয়া। 'আমার কিছু জামাকাপড় দরকার ছিল। এগুলো সব বাকিতে এনেছি। স্টানফোর্ডের নামের যে কতবড় মূল্য আছে তা বুঝতে পারছি। আপনি এগুলোর দাম শোধ করবেন। করবেন না?'

'জুলিয়া...'

'মার্গো,' শুধরে দিল মেয়েটা। 'ভালো কথা। আপনার টেবিলে ইয়টের ছবি দেখলাম। ইয়ট কিনছেন বুঝি?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'দরকার নেই কী করে বুঝলেন? একদিন হয়তো আমি আর তুমি ইয়টে চড়ে জলে ভেসে পড়ব।' চট করে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এল মার্গো। 'ইয়টের নাম রাখব মার্গো। নাকি জুলিয়া? একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব সারা দুনিয়া। আমার আবার একা একা কোথাও যেতে ভালো লাগে না।'

একটু ভেবে টাইলার বলল, 'তোমাকে আসলে আমি আন্ডারএস্টিমেট করেছি। তুমি খুবই চালাক।'

'আপনার মতো মানুষ যখন একথা বলছে এরচে' বড় প্রশংসা হতে পারে না।'

'আশা করি তুমি রিজনাব্‌লও।'

'তা নির্ভর করবে রিজনাব্‌ল্‌ বলতে কী বোঝাচ্ছেন?'

'এক মিলিয়ন ডলার দেব। নগদ।'

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হল মার্গোর। 'আর আজ যেসব জিনিস কিনলাম সেগুলো?'

'ওগুলো তোমারই থাকছে।'

গভীর দম নিল মার্গো। 'ঠিক আছে। আমি রাজি।'

'গুড। টাকাটা হাতে পেলেই তোমাকে দিয়ে দেব। আমি কয়েকদিনের মধ্যে শিকাগো ফিরছি।' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে মার্কোকে দিল। 'এটা আমার বাড়ির চাবি। তুমি ওখানে থাকবে। আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

'ঠিক আছে,' উত্তেজনা লুকানোর চেষ্টা করছে মার্গো। *আমি আরও কিছু টাকা দাবি করব নাকি,* ভাবল সে।

'আমি নেক্সট প্লেনের টিকেট বুক করছি তোমার জন্য।'

'আর যে-জিনিসগুলো কিনলাম...?'

'আমি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।'

টাইলার মার্গোকে নিয়ে চলে এল লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

মার্গো জিজ্ঞেস করল, 'আমার হুট করে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আপনার ভাইবোনদেরকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'বলব দক্ষিণ আমেরিকায় তোমার খুব ঘনিষ্ঠ এক অসুস্থ বান্ধবীকে দেখতে গেছ।'

টাইলারের দিকে তাকিয়ে চটুল গলায় বলল মার্গো, 'আমরা একসঙ্গে ইয়ট ভ্রমণে গেলে কিন্তু খুব মজা হত, জাজ।'

লাউডস্পিকারে মার্গোর ফ্লাইটের নাম ঘোষণা করা হল।

'হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট,' বলল টাইলার।

'ধন্যবাদ। দেখা হবে শিকাগোতে।'

টাইলার দেখল মেয়েটা ডিপারচার টার্মিনালে প্রবেশ করেছে। প্লেন আকাশে উড়াল দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ফিরে এল নিজের গাড়িতে। হুকুম দিল শোফারকে, 'রোজ হিল।'

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকল টাইলার। ফোন করল চিফ জাজ কিথ পার্সিকে।

'আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, টাইলার। আসছ কবে? তোমার সম্মানে পার্টি হবে।'

'খুব শীঘ্রি, কিথ,' বলল টাইলার। 'একটা ঝামেলায় পড়েছি। আপনার সাহায্য দরকার।'

'অবশ্যই। বলো কী করতে হবে?'

'মার্গো পসনার নামে এক মহিলাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি। এর কথা আপনাকে বলেছি।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। তো সমস্যাটা কী?'

'সমস্যা হল মহিলা ডেল্যুশনে ভুগছে। ভাবছে সে আমার বোন। আমার পিছু নিয়ে চলে এসেছে বোস্টনে। আমাকে খুন করতে চেয়েছে।'

'মাই গড! এতো ভয়ংকর ব্যাপার!'

'সে এখন শিকাগো যাচ্ছে, কিথ। আমার বাসার চাবি চুরি করেছে। বুঝতে পারছি না ওর প্ল্যানটা কী। মহিলা বিপজ্জনক এক উন্মাদ। আমাদের পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। ওকে রিড মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটিতে পাঠানো দরকার। আপনি কমিটমেন্ট পেপারগুলো ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিন। আমি সাইন করে দিচ্ছি। ওর সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

'ঠিক আছে। আমি ব্যাপারটা দেখছি, টাইলার।'

'বেশ। ও ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৩০৭-এ যাচ্ছে। আজ রাত সোয়া আটটায় শিকাগো পৌঁছাবে প্লেন। আপনি এয়ারপোর্টে লোক পাঠিয়ে দিন ওকে তুলে নেয়ার জন্য। তাদেরকে সাবধানে থাকতে বলবেন। রিড-এ যেন ওকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া হয়। কেউ যেন ওর ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। কোনো দর্শনার্থী অ্যালাও করবেন না।'

'ব্যবস্থা করছি। তুমি এরকম ঝামেলার মধ্যে আছ কল্পনাও করিনি, টাইলার।'

সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে কেন্ডাল জিজ্ঞেস করল, 'জুলিয়া কোথায়? ওকে দেখছি না যে?'

টাইলার গলায় করুণ সুর ফোটাল। 'ওর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জুলিয়া দক্ষিণ আমেরিকা চলে গেছে। তাড়াহুড়োর জন্য কারও কাছথেকে বিদায় নিতে পারেনি। এজন্য সে সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

'কিন্তু উইল তো এখনও...'

'জুলিয়া ওর পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি আমাকে দিয়ে গেছে। বলেছে ওর শেয়ার যেন কোনো ট্রাস্ট ফান্ডে দিয়ে দিই।'

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৩০৭ শিকাগোর ও'হারা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের আকাশে সময়মতো এসে পৌঁছাল। এখন অবতরণ করবে। লাউডস্পিকারে ভেসে এল ধাতব কণ্ঠ, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সিট বেল্ট বেঁধে নিন, প্লিজ।'

যাত্রাটা দারুণ উপভোগ করেছে মার্গো। যাত্রার প্রায় পুরোটা সময় দিবাস্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে—মিলিয়ন ডলার হাতে পেলে কী কী করবে তা নিয়ে।

ল্যান্ড করল প্লেন। র‍্যাম্প ধরে এগোচ্ছে মার্গো, এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ওর পিছু নিল। প্লেনের কাছে হাজির হয়ে গেছে একটা অ্যাম্বুলেন্স, শাদা জ্যাকেট পরা দুজন প্যারামেডিক এবং একজন ডাক্তার। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট তাদেরকে দেখে ইঙ্গিত করল মার্গোর দিকে।

র‍্যাম্প থেকে নেমে এসেছে মার্গো, ডাক্তার এগিয়ে গেলেন তার কাছে। 'এক্সকিউজ মি?' বলল সে।

মুখ তুলে চাইল মার্গো, 'বলুন!'

'আপনি মার্গো পসনার?'

'জ্বি। কিন্তু... কেন...?'

'আমি ড. জিমারম্যান,' হাত ধরলেন তিনি জুলিয়ার। 'আমাদের সঙ্গে আসুন, প্লিজ।' অ্যাম্বুলেন্সের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। মার্গো ঝাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নিতে

চাইল নিজেকে। 'দাঁড়ান! দাঁড়ান! কী করছেন আপনি?'

প্যারামেডিক দুজন চট করে চলে এল জুলিয়ার পাশে। দুদিক থেকে চেপে ধরল ওকে।

'কথা না বলে চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলুন, মিস পসনার,' বললেন ডাক্তার।

'বাঁচাও!' চিৎকার করল মার্গো, 'বাঁচাও!'

প্লেনের অন্যান্য যাত্রীরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মার্গোর দিকে।

'আপনারা বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন কী?' খেঁকিয়ে উঠল মার্গো। 'আপনাদের চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছেন না আমাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে? আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড! হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে!'

'অবশ্যই আপনি তাঁর মেয়ে,' নরম গলায় বললেন ড. জিমারম্যান। 'এখন শান্ত হোন।'

লোকজন বিস্মিত হয়ে দেখল মার্গোকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। মার্গো হাত-পা ছুড়ছে, চিৎকার করছে।

অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল মার্গোকে। ডাক্তার মার্গোর হাতে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দিলেন। 'রিল্যাক্স,' বললেন তিনি। 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনারা পাগল!' বলল মার্গো, 'আপনারা...' কথা শেষ করতে পারল না, বুজে এল চোখ।

বন্ধ হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সের দরজা, ছুটল গাড়ি।

খবরটা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল টাইলশ। কল্পনায় দেখতে পেল লোভী হারামজাদীকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাকি জীবনটা ওর যাতে পাগলা গারদে কাটে সে-ব্যবস্থা করবে টাইলার।

জুলিয়া এবং স্যালি প্রস্তুত হচ্ছে কাজে যাওয়ার জন্য। স্যালি জানতে চাইল, 'হেনরির সঙ্গে গত রাতের ডেটিং কেমন হয়েছে?'

'আগের মতোই। ও সুইট কিন্তু...' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জুলিয়া।

'আমার জন্য উপযুক্ত নয়।' বিরতি দিল জুলিয়া। ইতস্তত করল, 'স্যালি, আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে?'

এর আগেও কয়েকবার স্যালির কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। স্যালির কাছে তার দেনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

স্যালি তাকাল জুলিয়ার দিকে। 'তোমাকে আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'মানে?'

'তুমি ক্রীতদাসের মতো খাটছ, নানা বিল বাকি পড়ে থাকছে তোমার। অথচ তুমি আঙুল তুললেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তোমার পকেটে চলে আসবে।'

'কিন্তু ওটা আমার টাকা নয়।'

'অবশ্যই তোমার টাকা!' ধমকে উঠল স্যালি। 'হ্যারি স্টানফোর্ড ছিলেন তোমার বাবা। তুমি তার সম্পত্তির দাবিদার।'

'সম্পত্তির কথা ভুলে যাও। আমি তোমাকে বলেছি উনি আমার মা'র সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেছেন। আমার জন্য তাঁর একটি পয়সাও রেখে যাওয়ার কথা নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যালি। 'আমি কী বলি আর এ মেয়ে কী বলে! যাকগে, চলো।'

পার্কিং লটে চলে এল ওরা। এখানে ওদের গাড়ি পার্ক করা থাকে। জুলিয়ার গাড়িটা নেই। ধক্ করে উঠল জুলিয়ার বুক।

'তুমি শিওর কাল রাতে এখানে গাড়ি রেখেছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর কী! চুরি হয়ে গেছে তোমার গাড়ি।'

চেহারা করুণ দেখাল জুলিয়ার। 'কিস্তিতে গাড়িটা কিনেছিলাম। এখনও তিন কিস্তি দেয়া বাকি।'

'বেশ,' নিষ্প্রাণ গলা স্যালির। 'ভালো কথাই শোনালে!'

জুলিয়ার আর্থিক অনটন দেখে দারুণ মর্মহিত স্যালি। *এ যেন এক রূপকথার গল্প,* ভাবছে স্যালি। *এক রাজকুমারী যে জানে না সে রাজকুমারী। তবে এক্ষেত্রে মেয়েটা জানে সে রাজকুমারী। কিন্তু সে নিজেকে রাজকুমারী বলে পরিচয় দিতে চাইছে না। এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না! তার পরিবারের সকলে কোটি কোটি টাকার মালিক অথচ তার কিছুই নেই। ঠিক আছে, ও যদি এ-ব্যাপারে কিছু করতে না চায় আমি করব। এজন্য একদিন ও আমাকে ধন্যবাদ দেবে।*

সেদিন সন্ধ্যায় জুলিয়া বাইরে যাওয়ার পরে স্যালি কাগজের ক্লিপিংগুলো আবার পড়ল। সাম্প্রতিক একটা খবরের কাগজ তুলে নিল সে। ওতে লেখা স্টানফোর্ড পরিবারের উত্তরাধিকারীরা তাঁদের বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে রোজহিল-এ গেছেন।

রাজকুমারী যদি তাদের কাছে যেতে না চায়? ভাবল স্যালি, *ওরা রাজকুমারীর কাছে আসবে।*

ডেস্কে বসে একটা চিঠি লিখল স্যালি। বিচারপতি টাইলার স্টানফোর্ডকে।

২১

রিড মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটিতে মার্গো পসনারকে রাখার বিষয়ে কমিটমেন্ট পেপারে সই করে দিল টাইলার স্টানফোর্ড। তিনজন সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার, এ পেপারে সম্মতি দেয়ার জন্য। টাইলার জানে এদেরকে সামলানো তার জন্য সমস্যা নয়।

শুরু থেকে এ-পর্যন্ত যা যা করেছে সব উল্টেপাল্টে দেখে নিল টাইলার। তার গেম প্ল্যানে কোনো খুঁত নেই। দিমিত্রিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়, মার্গোর জায়গা হয়েছে মানসিক হাসপাতালে। বাকি রইল হ্যাল বেকার। একে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। বেকার কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। কারণ পরিবার-অন্ত-প্রাণ এই লোক কল্পনাও করতে পারে না পরিবার ছেড়ে আবার তাকে জেলে ঢুকতে হবে।

সবকিছু নিখুঁত এবং যথার্থ।

যে-মুহূর্তে প্রবেট প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে শিকাগো ফিরে যাব আমি। যোগাযোগ করব লি'র সঙ্গে। সেন্টট্রপেজে একটা বাড়িও কিনতে পারি, ভাবছে টাইলার। *আমরা আমার ইয়টে চড়ে দুনিয়া চষে বেড়াব। ভেনিসে যাওয়ার শখ আমার বহুদিনের... এবং পসিতানো... এবং ক্যাপ্রি ... আমরা কেনিয়াতে যাব সাফারিতে, চাঁদের আলোয় একসঙ্গে উপভোগ করব তাজমহলের সৌন্দর্য। কার কারণে এসব কিছু হচ্ছে। বাবার কারণে। যে বাবা আমাকে খালি উপহাস করত, অপমান করত...*

এখন শেষ হাসিটা কে হাসছে, বাবা?

নিচে নেমে এল টাইলার লাঞ্চ খেতে। আবার খিদে পেয়েছে তার।

'জুলিয়া এত তাড়াতাড়ি চলে গেল খারাপই লাগছে,' বলল কেন্ডাল।

'ওর সঙ্গে মাত্র ভাব হতে শুরু হয়েছিল।'

'ও হয়তো শীঘ্রি ফিরে আসবে,' বলল মার্ক।

এরপর ভবিষ্যতে কে কী করবে তা নিয়ে কথা বলতে লাগল ওরা। উডি জানাল সে পোলো পনি কিনবে। কেন্ডালের ইচ্ছা নিজের ব্যবসার আরও বিস্তার ঘটানো। সে লন্ডন এবং প্যারিসে দোকান খুলবে।

টাইলার বলল, সে তার বেশিরভাগ টাকা দান করে দেবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে।

মনে মনে হাসল সে। মুখে সে যা বলেছে করবে তার বিপরীত। ভাইবোনদের সবার ওপর চোখ বুলাল টাইলার। ভাবল সে যদি এখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ' নিয়ন্ত্রণ করব। আমি আমাদের বাপকে হত্যা করেছি, তার লাশ তুলেছি কবর থেকে এবং একজনকে ভাড়া করে এনেছিলাম আমাদের সৎবোন সাজিয়ে, তাহলে কার চেহারা কী রকম হবে?' ভাবনাটা হাসি এনে দিল। গোপন কথা পেটে রাখা আসলে খুব মুশকিল।

লাঞ্চ শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকল টাইলার লিকে ফোন করার জন্য। অপরপক্ষ থেকে কোনো সাড়া পেল না। *ও কারও সঙ্গে বাইরে গেছে।* হতাশ হয়ে ভাবল টাইলার। *ইয়টের কথা সে বিশ্বাসই করেনি। বেশ, আমি ইয়ট কিনে প্রমাণ করে দেব মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিনি। এই শালার প্রবেট প্রক্রিয়া শুরু হবে কবে? ফিটজেরাল্ডকে ফোন করতে হবে কিংবা ওই তরুণ আইনজীবী স্টিভ স্লোনকে।*

দরজায় নক্ হল। দাঁড়িয়ে আছে ক্লার্ক। 'মাফ করবেন, জাজ স্টানফোর্ড। আপনার একটা চিঠি এসেছে।'

সম্ভবত কিথ পার্সির চিঠি, আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছে।

'ধন্যবাদ, ক্লার্ক।' খামটা নিল সে। রিটার্ন অ্যাড্রেসে কানসাস সিটির নাম লেখা। ভুরু কুঁচকে ওদিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল টাইলার। তারপর পড়তে লাগল :

প্রিয় বিচারপতি স্টানফোর্ড

আমার ধারণা আপনি জানেন জুলিয়া নামে আপনার একটা সৎবোন আছে। সে রোজমেরি নেলসন এবং আপনার বাবার মেয়ে। সে এই কানসাস সিটিতে থাকে। তার ঠিকানা : ১৪২৫ মেটকাফ এভিনু্য, অ্যাপার্টমেন্ট থ্রি বি, কানসাস সিটি, কানসাস।

আমি নিশ্চিত জুলিয়া আপনার তরফ থেকে সাড়া পেলে অত্যন্ত খুশি হবে।

একান্ত আপনার
একজন বন্ধু

অবিশ্বাস নিয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকল টাইলার। শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফজল। *'না!'* গুঙিয়ে উঠল সে। *'না।' এ হতে পারে না। এখন নয়! ও হয়তো জাল। কিন্তু ওর মন বলছে এ জুলিয়া নকল নয়। মাগী এখন আসছে সম্পত্তির হিস্যা নিতে! আমার ভাগ নিতে। এ সম্পত্তির মালিক ও হতে পারে না। আমি তাকে এখানে আসতে দেব না। ও এলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। না! ওকে থামাতে হবে। জলদি।*

ফোনের দিকে হাত বাড়াল টাইলার। ডায়াল করল হ্যাল বেকারের নাম্বারে।

চর্ম-বিশেষজ্ঞের চেম্বার থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছে হ্যাল বেকার। ডাক্তার

বলেছে তার হাতের চুলকানি ফাংগাস থেকে নয়। সে একটা মলম লাগিয়ে দিয়েছে হাতে। মলমটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে হাতে যেন আগুন ধরে গেছে। কিন্তু চুলকানিও বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে মলমটা নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য। তাহলে আর নাকি সমস্যা হবে না। কিছু ওষুধপত্রও লিখে দিয়েছে। উৎফুল্লচিত্তে তাই বাড়ি ফিরছে হ্যাল বেকার। জাজ টাইলার স্টানফোর্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এই প্রথম তার হাত-চুলকানি বন্ধ হল। শিসের সুরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল হ্যাল। তারপর কিচেনে ঢুকল। হেলেন অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

'একটা ফোন এসেছিল,' জানাল সে। 'একজন মি. জোনস চাইছিল তোমাকে। বলল খুব জরুরি।'

হ্যাল বেকারের হাতে আবার চুলকানি শুরু হয়ে গেল।

সে বিভিন্ন সময় মানুষজনকে মেরেছে। কিন্তু তার বাচ্চাদের জন্য। নানা অপরাধ সে করেছে। কিন্তু তার পরিবারের জন্য। হ্যাল বেকারের কখনোই মনে হয়নি সে অন্যায় করেছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন। এ তো ঠাণ্ডামাথার খুন।

সে টেলিফোনে আপত্তি জানাল। 'আমি এ-কাজ করতে পারব না, বিচারপতি। আপনি অন্য কাউকে দেখেন।'

নীরব হয়ে থাকল ও-পক্ষ। তারপর বলল, 'তোমার পরিবার কেমন আছে?'

কানসাস সিটি চলে এল সে বিমানে চড়ে। পথে কোনো ঘটনা ঘটল না। জাজ স্টানফোর্ড তাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে। 'তার নাম জুলিয়া স্টানফোর্ড। তোমাকে তার বাড়ির ঠিকানা এবং নাম্বার দেয়া হয়েছে। তোমাকে সে আশা করবে না। তুমি শুধু ওখানে গিয়ে কাজ শেষ করে চলে আসবে।'

কানসাস সিটি এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিল সে। যাবে কানসাস সিটি ডাউনটাউনে। একটা হার্ডওয়ারের দোকানে ঢুকল। ছয় ইঞ্চি ফলার একটি হান্টিং নাইফ কিনল। ভীষণ ধার। এরপর গেল এক মুদি-দোকানে।

১৪২৫ মেটক্যাফ এভিন্যুর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটি দেখছে হ্যাল বেকার। ভবনে প্রবেশ এবং বেরোবার রাস্তা লক্ষ করল। রাত আটটা নাগাদ আবার ফিরে এল সে ওখানে। সে লক্ষ করেছে এ-ভবনে কোনো দারোয়ান নেই। এলিভেটর আছে। তবে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এল হ্যাল। বাম দিকে থ্রি বি ফ্ল্যাট। জ্যাকেটের পকেটে সে লুকিয়ে রেখেছে ছুরি। বাজাল ডোরবেল। একমুহূর্ত পর খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল এক সুন্দরী মহিলা।

'হ্যালো,' মিষ্টি হাসল সে। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

যা ভেবেছিল মেয়েটির বয়স তার চেয়ে কম। এ মেয়েকে জাজ স্টানফোর্ড কেন

হত্যা করতে চাইছেন বুঝতে পারল না হ্যাল। অবশ্য এটা আমার দেখার বিষয় নয়, ভাবল সে। সে একটা কার্ড এগিয়ে দিল।

'আমি এ.সি. নিয়েলসেন কোম্পানির সঙ্গে আছি,' মৃদু গলায় বলল সে। 'এ এলাকায় নিয়েলসেন পরিবারের কেউ নেই। এ-ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে এমন কাউকে খুঁজছি আমরা।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। ' নো, থ্যাঙ্কস।' দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে সে।

'আমরা হপ্তায় একশো ডলার দেব।'

দরজা আধখোলা থাকল।

'হপ্তায় একশো ডলার?'

'জ্বি, ম্যাম।'

দরজা খুলে গেল আবার।

'যেসব প্রোগ্রাম আপনি দেখছেন শুধু সেগুলোর নাম রেকর্ড করে রাখতে হবে। এক বছরের চুক্তি।'

পাঁচ হাজার ডলার! 'ভেতরে আসুন।' বলল সে।

ভেতরে ঢুকল হ্যাল।

'বসুন। মি.—'

'অ্যালেন। জিম অ্যালেন।'

'মি. অ্যালেন। আমাকে পছন্দ করার কারণ কী?'

'আমাদের কোম্পানি নিয়মিত চেকিং করছে। আমরা নিশ্চিত হতে চাই এর সঙ্গে টেলিভিশনের কেউ জড়িত নেই। তাহলে আমাদের জরিপ হবে নিখুঁত। আপনি নিশ্চয় কোনো টেলিভিশন প্রোডাকশন প্রোগ্রাম কিংবা নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত নন?'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'আরে না। আমাকে আসলে ঠিক কী করতে হবে?'

'খুব সহজ কাজ। আপনাকে একটা চার্ট দেব। তাতে সমস্ত টেলিভিশন প্রোগ্রামের তালিকা থাকবে। আপনি যখনই কোনো প্রোগ্রাম দেখবেন, সেই প্রোগ্রামে একটি টিকচিহ্ন দেবেন। এভাবে আমাদের কম্পিউটার বের করে ফেলতে পারবে প্রতিটি প্রোগ্রামের দর্শক কতজন। নিয়েলসেন পরিবার সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়ানো। কাজেই আমরা একটা পরিষ্কার ছবি পেয়ে যাব কার শো কোন্ এলাকায় বেশি জনপ্রিয়। আপনি আগ্রহ বোধ করছেন কি?'

'হ্যাঁ।'

সে ছাপানো ফর্ম আর কলম বের করল। 'সারাদিনে আপনি ক'ঘণ্টা টিভি দেখেন?'

'খুব বেশি না। সারাদিনই তো কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

'কিন্তু কিছু প্রোগ্রাম তো দেখেন নিশ্চয়?'

'তা দেখি। রাতের খবরটা দেখি, মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের ছায়াছবি। ল্যারি কিং-এর অনুষ্ঠানও আমার খুব প্রিয়।'

নোট নিল হ্যাল। 'শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখেন না?'

'রোববার পিবিএস-টা দেখি।'

'আচ্ছা, আপনি কী এখানে একা থাকেন?'

'আমার এক রুমমেট আছে। তবে এখন সে নেই।'

হ্যালের হাতে আবার চুলকানি শুরু হয়ে গেছে। পকেটে হাত ঢোকাতে লাগল সে ছুরিটা বের করে আনার জন্য। হলঘর থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ। থেমে গেল সে।

'আপনি বলছেন স্রেফ এ-কাজটার জন্য আমি বছরে পাঁচ হাজার ডলার পাব?'

'জ্বি। ওহ্, বলতে ভুলে গেছি। আমরা আপনাকে নতুন একটা কালার টিভিও দেব।'

'বাহ্, দারুণ!'

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার পকেটে হাত ঢোকাল সে। ছুরির হাতলের স্পর্শ পেল। 'এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন? খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

'নিশ্চয়।' সিধে হল মেয়েটি। কিনারে ছোট বারটির দিকে পা বাড়াল। খাপ খুলে ছুরিটি হাতে নিল হ্যাল। চলে এল মেয়েটির পেছনে।

মেয়েটি বলছে, 'আমার রুমমেট আমার চেয়ে বেশি পিবিএস দেখে।'

ছুরি তুলল সে, আঘাত করার জন্য প্রস্তুত।

'জুলিয়ার মাথায় আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি।'

শূন্যে জমে গেল হ্যালের হাত। 'জুলিয়া?'

'আমার রুমমেট। বলা যায় ছিল। চলে গেছে। বাসায় ফিরে দেখি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। জানি না কোথায় গেছে...' ঘুরল সে। হাতে পানির গ্লাস। হ্যালের হাতে ছুরি দেখল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল স্যালি।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল হ্যাল। ছুটে পালাল পরক্ষণে।

হ্যাল বেকার ফোন করল টাইলার স্টানফোর্ডকে। 'আমি কানসাস সিটিতে আছি। তবে মেয়েটা চলে গেছে।'

'চলে গেছে মানে?'

'তার রুমমেট বলল মেয়েটা নেই।'

একমুহূর্ত নীরব থাকল টাইলার। 'আমার ধারণা সে বোস্টনে আসছে। তুমি এখুনি চলে আসো এখানে।'

'জ্বি, স্যার।'

ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্টানফোর্ড। পায়চারি শুরু করল। মেয়েটাকে ওর খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু কোথায় আছে সে?

ক্লার্ক ঢুকল ঘরে। তাকে বোকা-বোকা লাগছে। 'মাফ করবেন, জাজ স্টানফোর্ড। আপনার সঙ্গে মিস জুলিয়া স্টানফোর্ড নামে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

২৩

কেন্ডালের কারণে বোস্টনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জুলিয়া। একদিন লাঞ্চ করে ফিরছে, একটা দামি ড্রেসের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালায় একটা চমৎকার ড্রেস নজর কাড়ল জুলিয়ার। জামাটার ডিজাইনার কেন্ডাল। ওটা আমার বোনের ডিজাইন, ভাবল সে। *আমার মার জীবনে যা ঘটেছে এজন্য আমার বোনকে আমি দোষারোপ করতে পারি না। এবং ভাইদেরকেও আমি অভিযোগ করতে পারি না?* ভাইবোনদের দেখার ইচ্ছেটা *হঠাৎ তীব্রভাবে জেগে উঠল জুলিয়ার মনে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য কেমন করতে লাগল মন।*

অফিসে ফিরে এল জুলিয়া। ম্যাক্স টলকিনের সঙ্গে কথা বলল। কদিনের ছুটি চায় সে। বিব্রতভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'আমার বেতনটা কি অ্যাডভান্স দেয়া যাবে?'

হাসল টলকিন, 'অবশ্যই। হ্যাভ আ গুড টাইম।'

আমি কি সময়টা সুন্দরভাবে কাটাতে পারব? ভাবল জুলিয়া। *নাকি আমি ভয়ানক কোনো ভুল করতে চলেছি?*

বাড়ি ফিরে জুলিয়া দেখল স্যালি ফেরেনি তখনও। *ওর জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।* ভাবল ও। *এখন যদি না যাই আমি, আর কখনোই যাওয়া হবে না।* সে সুটকেসটা গুছিয়ে চিরকুট লিখে রাখল স্যালিকে।

বাস টার্মিনালে যাওয়ার সময় আবার চিন্তা করল জুলিয়া। *আমি কী করছি? হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলাম কেন?*

নয়, এ সিদ্ধান্ত নিতে ওর চোদ্দ বছর সময় লেগেছে। প্রবল উত্তেজনাবোধ করছে জুলিয়া। *ওর ভাইবোনরা দেখতে কেমন? ও জানে ওর একভাই বিচারপতি, অপরজন বিখ্যাত পোলো খেলোয়াড়। আর তার বোন খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার। ওরা সবাই যে-যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত।* ভাবছে জুলিয়া। *ওদের তুলনায় আমি কী? কিছুই না। আশা করি ওরা আমাকে অবজ্ঞা করবে না।* সামনে কী আছে যত ভাবছে জুলিয়া, বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে চলল তত। সে বোস্টনগামী গ্রে হাউন্ড বাস-এ চেপে বসল।

বোস্টনে এসে কপলি স্কোয়ার হোটেলে উঠল জুলিয়া। এ শহরে ও এই প্রথম। কিছুই চেনে না। ট্যাক্সিঅলাকে সস্তা হোটেলে ওঠার কথা বলতে এখানে তাকে নিয়ে

এসেছে। চারতলায় একটা সিঙ্গল রুম পেয়ে গেল জুলিয়া। রেজিস্ট্রেশন খাতায় নিজের নাম সই করল : **জুলিয়া স্টানফোর্ড**।

ঘরটি ছোট তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জুলিয়া সুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় বের করল। তারপর ফোন করল স্যালিকে।

'জুলিয়া? মাই গড! কোথায় তুমি?'

'বোস্টনে।'

'তুমি ঠিক আছ তো?' মৃগী রোগীর মতো শোনাচ্ছে স্যালির কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। কেন?'

'একজন আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল। তোমার খোঁজে। সে তোমাকে খুন করতে চায়।'

'বলছ কী এসব!'

'লোকটা ছুরি নিয়ে এসেছিল যদি লোকটার চেহারা দেখতে তুমি...' হাঁপাচ্ছে স্যালি। 'কিন্তু আমি জুলিয়া নই বুঝতে পেরে সে ছুটে পালায়।'

'সর্বনাশ!'

'বলেছিল এ.সি. নিয়েলসেন থেকে এসেছে। কিন্তু ওদের অফিসে ফোন করে জানতে পারি ওই লোকের নামও তারা জীবনে শোনেনি। তোমার ক্ষতি করতে চায় এমন কারও কথা জানো?'

'না, স্যালি! তুমি পুলিশে খবর দাওনি?'

'দিয়েছি। ওরা শুধু আরও সাবধানে থাকার উপদেশ দিয়েছে।'

'আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

সশব্দে নিশ্বাস ফেলল স্যালি। 'ঠিক আছে। সাবধানে থেকো, কেমন?'

'থাকব।' স্যালি খালি কল্পনা করে। *আমাকে কে মারতে চাইবে?*

'আসছ কবে?'

একই প্রশ্ন হোটেলের ক্লার্ক করেছে জুলিয়াকে। জানতে চেয়েছে হোটেলে কদিন থাকবে সে। 'জানি না।'

'তোমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছ, তাই না?'

'হুঁ।'

'গুডলাক।'

'ধন্যবাদ, স্যালি।'

'ফোন কোরো।'

'করব।'

রিসিভার রেখে দিল জুলিয়া। দাঁড়িয়ে থাকল। এরপর কী করবে ভাবছে। *ওর এখন কী করা উচিত? বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত? কিন্তু না, ও এখানে এসেছে ওর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমি কি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব?*

না...হ্যাঁ...।

বিছানার কিনারায় বসল জুলিয়া। দোটানায় ভুগছে। ওরা যদি আমাকে পছন্দ না করে তাহলে কী হবে? উঁহুঁ, এরকম চিন্তা করা উচিত হচ্ছে না। ওরা আমাকে ভালোবাসবে। আমিও ওদেরকে ভালোবাসব। ওদেরকে ফোন করলে বোধহয় ভালো হবে।

না। তাহলে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে নাও চাইতে পারে।

... সে ক্লজিট খুলে নিজের সেরা পোশাক বের করল। *এখনই যদি না যাই আমি আর কখনও যাওয়া হবে না।*

ত্রিশ মিনিট পরে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল জুলিয়া। চলল রোজ হিল-এ, তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

২৪

টাইলার অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে ক্লার্কের দিকে। 'জুলিয়া... এখানে?'

'জ্বি, স্যার,' বাটলারও কম অবাক হয়নি। 'কিন্তু আগের সেই মিস স্টানফোর্ড ইনি নন।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল টাইলার। 'তা তো হতেই পারে না। এ নির্ঘাত জাল। টাকার লোভে এসেছে।'

'কী ভয়ংকর ব্যাপার। পুলিশে খবর দেব, স্যার?'

'না,' চট করে বলল টাইলার। পুলিশে খবর দিতে মোটেই আগ্রহী নয় সে। 'ব্যাপারটা আমি দেখছি। ওকে লাইব্রেরি ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বি, স্যার।'

ঝড় শুরু হয়ে গেল টাইলারের মনে। অবশেষে আসল জুলিয়া স্টানফোর্ডের আবির্ভাব ঘটেছে। ভাগ্যিস, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কেউ এ-মুহূর্তে বাড়ি নেই। এ মেয়ের কবল থেকে তাকে খুব দ্রুত মুক্তি পেতে হবে।

লাইব্রেরিতে ঢুকল টাইলার। জুলিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মাঝখানে। দেয়ালে টাঙানো হ্যারি স্টানফোর্ডের একটা ছবি দেখছে। টাইলার দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়, একমুহূর্ত নিরিখ করে নিল মহিলাকে। খুব সুন্দরী।

ঘুরল জুলিয়া। দেখে ফেলল টাইলারকে। 'হ্যালো।'

'হ্যালো।'

'তুমি টাইলার ভাইয়া।'

'হ্যাঁ। তুমি কে?'

মুখের হাসিটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল জুলিয়ার। 'আ-আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

'তাই নাকি! কিছু মনে কোরো না কোনো প্রমাণ আছে যে তুমি সত্যি জুলিয়া স্টানফোর্ড?'

'প্রমাণ? হ্যাঁ...ইয়ে মানে... নেই। আমি ভাবলাম—'

টাইলার জুলিয়ার কাছে এগিয়ে গেল। 'তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

'ভাবলাম আমার পরিবারের সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'ছাব্বিশ বছর পরে?'

'হ্যাঁ।'

ওর চেহারা, কথাবলার ঢঙ ইত্যাদি সব লক্ষ করে টাইলারের মনে এ মেয়েকে নিয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। এ সত্যি জুলিয়া স্টানফোর্ড। একে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে দুনিয়ার বুক থেকে।

চেষ্টাকৃত হাসি উপহার দিল টাইলার। 'না, মানে, বুঝতেই পারছ এতগুলো বছর

পরে তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি আমি। মানে হঠাৎ ভোজবাজির মতো তুমি উদয় হলে।'

'বুঝতে পারছি। এজন্য আমি দুঃখিত। আমার আসলে ফোন করে আসা উচিত ছিল।'

নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করল টাইলার। 'কেউ জানে যে তুমি এখানে এসেছ?'

'না। তবে কানসাস সিটিতে আমার রুমমেট স্যালি...'

'উঠেছ কোথায়?'

'কপলি স্কোয়ার হোটেলে।'

'চমৎকার হোটেল। তোমার রুম নাম্বার কত?'

'চারশো উনিশ।'

'বেশ। তুমি এখন হোটেলে ফিরে যাও। অপেক্ষা করো আমাদের জন্য। কেন্ডাল এবং উডিকে ঘটনাটা বলতে হবে। তোমার কথা শুনে আমার মতোই অবাক হবে ওরা।'

'আমি দুঃখিত। আমি আসলে—'

'নো প্রবলেম। যেহেতু দেখা হয়েই গেল, আশা করি কোনোরকম সমস্যা হবে না।'

'ধন্যবাদ, টাইলার ভাইয়া।'

'ইউ আর ওয়েলকাম—'

'ওয়েলকাম' শব্দটা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল টাইলার। 'চলো, তোমার জন্যে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করি।'

পাঁচ মিনিট পরে চলে গেল জুলিয়া।

হ্যাল বেকার বোস্টনে, তার হোটেলকক্ষে মাত্র ঢুকেছে, বেজে উঠল ফোন। ফোন তুলল সে।

'হ্যাল?'

'দুঃখিত। এখনও মেয়েটার কোনো খবর জোগাড় করতে পারিনি, জাজ। গোটা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। এয়ারপোর্টেও গিয়েছিলাম কিন্তু—'

'ও এখানেই আছে, গর্দভ।'

'কী!'

'ও বোস্টনে এসেছে। কপলি স্কোয়ার হোটেলে উঠেছে। রুম নাম্বার চারশো উনিশ। আজ রাতেই ওর ব্যবস্থা করবে। আমি আর কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। বোঝা গেছে?'

'যা ঘটেছে তাতে আমার কোনো—'

'বোঝা গেছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'তাহলে কাজটা করো!' ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল টাইলার। তারপর ক্লার্ককে ডেকে পাঠাল।

'ক্লার্ক, আমার বোন সেজে যে-মেয়েটা আজ এসেছিল তার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শুনলে ওরা খামোকা আপসেট হবে।'

'ঠিক আছে, স্যার। বলব না।'

জুলিয়া রিজ-কার্লটন হোটেলে ঢুকল ডিনার করতে। হোটেলটা খুব সুন্দর। তার মা যেমন বর্ণনা করেছিল ঠিক তেমন। মা বলেছিল রোববার সে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এখানে আসত লাঞ্চ করতে। জুলিয়া ডাইনিংরুমে বসেছে। কল্পনায় দেখছে তার মা এখানে টাইলার, উডি এবং কেন্ডালকে নিয়ে বসে খাচ্ছে। *ওদের সঙ্গে যদি আমিও বড় হয়ে উঠতে পারতাম!* ভাবছে জুলিয়া। *যাক, তবু অন্তত ওদের সঙ্গে দেখা তো হবে। মা অবশ্য ব্যাপারটা কীভাবে নিত জানে না জুলিয়া। সে তার টাইলার ভাইয়ার শীতল প্রতিক্রিয়া দেখে মুষড়ে পড়েছিল। পরে সামলে নিয়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছে অচেনা কেউ একজন এসে হুট করে 'আমি তোমার বোন' বললেই তো আর তাকে নিজের বোন বলে মেনে নেয়া যায় না। সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আমি ওদের ঠিকই বোঝাতে পারব।*

বিল এল। চমকে গেল জুলিয়া। এখানে আর দু-একবার লাঞ্চ করলেই ফতুর হয়ে যাবে সে। কানসাস ফেরার বাসভাড়াটাও থাকবে না।

বিল চুকিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়া। একটা ট্যুর বাস ছাড়বে এখুনি। কিছু না-ভেবেই চট করে বাস-এ উঠে পড়ল জুলিয়া। মা'র শহরটাকে যতদূর পারে দু-চোখ ভরে দেখবে।

হ্যাল বেকার কপলি স্কোয়ার হোটেলের লবিতে এমন ভঙ্গিতে ঢুকল যেন সে এ হোটেলেই থাকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল চারতলায়। এবারে কোনো ভুল করা চলবে না। রুম ৪১৯ করিডরের মাঝখানে। হ্যাল বেকার একবার ডানে বামে চোখ বুলিয়ে নিল হলওয়েতে কেউ আছে কিনা। কেউ নেই দেখে সে নক্ করল দরজায়। কেউ সাড়া দিল না। আবার নক করল। 'মিস স্টানফোর্ড!' এবারও সাড়া নেই।

পকেট থেকে ছোট একটি বাক্স বের করল হ্যাল। বাক্স খুলে একটা লোহার শলা নিল। শলাটা তালায় ঢুকিয়ে বারকয়েক নাড়াচাড়া করতেই খুট করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল হ্যাল বেকার। পেছনে বন্ধ করে দিল কপাট। ঘর খালি।

'মিস স্টানফোর্ড!'

বাথরুমে চলে এল সে। কেউ নেই। বেডরুমে ঢুকল। পকেট থেকে বের করল একটা ছুরি। দরজার পাশে একটা চেয়ার রেখে বসল তাতে। অপেক্ষা করছে। এক ঘণ্টা পরে কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঝট করে সিধে হল হ্যাল বেকার। লুকিয়ে পড়ল দরজার পেছনে। হাতে ছুরি। শুনতে পেল দরজায় ঢোকানো হয়েছে চাবি, খুলে যাচ্ছে কপাট। মাথার ওপর ছুরি তুলল হ্যাল, আঘাত হানতে প্রস্তুত। ঘরে ঢুকল জুলিয়া স্টানফোর্ড। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অন করল। হ্যাল শুনল জুলিয়া বলছে, 'বেশ। আপনারা ভেতরে আসুন।'

পরমুহূর্তে একদল সাংবাদিক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

২৫

কপলি স্কোয়ার হোটেলের নাইট ম্যানেজার গর্ডন ওয়েলম্যানের কারণে জানে বেঁচে গেল জুলিয়া। সে ওইদিন সন্ধ্যা ছটায় এসেছিল ডিউটিতে। হোটেল রেজিস্টার চেক করতে গিয়ে তার চোখ আটকে যায় জুলিয়া স্টানফোর্ডের নামের ওপর। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে নামটার দিকে। *হ্যারি স্টানফোর্ডের মৃত্যুর পরে খবরের কাগজগুলোতে শুধু স্টানফোর্ড-পরিবারকে নিয়ে গল্পের ছড়াছড়ি। তারা গভর্নেসের সঙ্গে হ্যারি স্টানফোর্ডের সম্পর্কের খবর আবার যেন কবর খুঁড়ে এনেছে, ছেপেছে অবৈধ কন্যাসন্তান জুলিয়ার কথা। গুজব শোনা যাচ্ছিল জুলিয়া নাকি গোপনে বোস্টনে এসেছিল। তারপর সে চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। রেজিস্টার খাতায় নামটা দেখে মনে হচ্ছে আবার বোস্টন ফিরে এসেছে জুলিয়া। এবং সে আমার হোটেলে উঠেছে!* উত্তেজিত হয়ে ভেবেছে গর্ডন ওয়েলম্যান।

ফ্রন্ট ডেস্ক ক্লার্কের দিকে ফিরেছে গর্ডন, 'তুমি বুঝতে পারছ জুলিয়া স্টানফোর্ড আমাদের হোটেলে থাকছে এটা প্রচার হলে কত বড় পাবলিসিটি পেয়ে যাব আমরা?'

এক মিনিট পরে প্রেসে ফোন করেছে গর্ডন ওয়েলম্যান।

জুলিয়া হোটেলে ফিরে দেখল লবিতে গিজগিজ করছে খবরের কাগজের সাংবাদিক আর টিভি-রিপোর্টাররা। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার জন্য। লবিতে জুলিয়া পা রাখা মাত্র সবাই ছুটে এল তার কাছে।

'মিস স্টানফোর্ড! আমি বোস্টন গ্লোব থেকে এসেছি। আমরা আপনার খোঁজ করছিলাম। কিন্তু শুনলাম শহর ছেড়ে চলে গেছেন। আপনি কি বলবেন কেন...?'

একটা টিভি ক্যামেরা তাক করল জুলিয়াকে। 'মিস স্টানফোর্ড, আমি WNB—TV থেকে এসেছি। আপনার কাছ থেকে একটা বিবৃতি আশা করছি...'

'মিস স্টানফোর্ড, আমি দ্য বোস্টন ফিনিক্স-এর সাংবাদিক। আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছি...'

'এদিকে একটু তাকান, মিস স্টানফোর্ড! হাসুন! ধন্যবাদ!'

ঘনঘন জ্বলে উঠতে লাগল ফ্ল্যাশ।

জুলিয়া লবিতে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওহ্ মাই গড! ভাবল সে। আমার পরিবারের লোকে ভাববে আমি পাবলিসিটির লোভে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি। সে সাংবাদিকদের দিকে ফিরল, 'দুঃখিত, আমার কিছু বলার নেই।'

প্রায় ছুটে গিয়ে সে উঠে পড়ল এলিভেটরে। পেছন পেছন সাংবাদিকরাও।

'পিপল পত্রিকা আপনার একটা লাইফ স্টোরি ছাপতে চায়। পঁচিশ বছর ধরে পরিবার-বিচ্ছিন্ন হয়ে কীরকম লেগেছে আপনার?...

'শুনলাম আপনি দক্ষিণ আমেরিকা গিয়েছিলেন...?'

'আপনি কি বোস্টনে থাকার চিন্তাভাবনা করছেন...?'

'আপনি রোজহিল-এ থাকছেন না কেন...?'

চারতলায় উঠে এল এলিভেটর। খুলে গেল দরজা। দ্রুত করিডরে নেমে পড়ল জুলিয়া। ওর পেছনে আঠার মতো লেগে থাকল সাংবাদিকের দল। এদের কাছ থেকে পালানোর উপায় নেই।

চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল জুলিয়া। তারপর ঢুকল ভেতরে। জ্বেলে দিল আলো। বলল, 'বেশ। আপনারা ভেতরে আসুন।'

দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকা হ্যাল বেকার হুড়মুড় করে সাংবাদিকদের ঘরে ঢুকতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হল। সাংবাদিকরা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে এগোল জুলিয়ার দিকে। হ্যাল ইতিমধ্যে হাতের ছুরি চালান করে দিয়েছে পকেটে। মিশে গেল ভিড়ে।

জুলিয়া ফিরল সাংবাদিকদের দিকে। 'ঠিক আছে। একজন একজন করে প্রশ্ন করুন।'

হতাশ হ্যাল পা বাড়াল দরজার দিকে। পিছলে বেরিয়ে পড়ল। জাজ স্টানফোর্ড খবর শুনে মোটেই খুশি হবেন না।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল জুলিয়া। অবশেষে বিদায় হল সাংবাদিকরা।

দরজা বন্ধ করে দিল জুলিয়া। শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সকালে টিভিতে এবং খবরের কাগজে জুলিয়া স্টানফোর্ডের চেহারা দেখা গেল।

টাইলার কাগজ পড়ে রেগে আগুন হল। নাস্তার টেবিলে উডি জানতে চাইল, 'এই জুলিয়া স্টানফোর্ডটা আবার কে?'

'নকল একটা মেয়ে,' চেহারা অন্ধকার করে জবাব দিল টাইলার।

'গতকাল বাসায় এসে টাকা চাইছিল। আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি। কল্পনাও করিনি এরকম সস্তা পাবলিসিটির স্টান্ট করে বসবে সে। যাকগে, এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের। আমি ওর ব্যবস্থা করছি।'

সিমন ফিটজেরাল্ডকে ফোন করল টাইলার। 'আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথাকার এক ভুয়া অভিনেত্রী নিজেকে আমাদের বোন বলে দাবি করছে।'

ফিটজেরাল্ড বললেন, 'ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেব?'

'না! এতে বরং ব্যাপারটা আরও জানাজানি হয়ে যাবে। আপনি ওকে শহর থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে। আমি ব্যাপারটা দেখছি, জাজ স্টানফোর্ড।'

'ধন্যবাদ।'

সিমন ফিটজেরাল্ড স্টিভ স্লোসনকে ডেকে পাঠালেন।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। 'জানি। সকালে খবর শুনলাম। কাগজেও দেখলাম খবরটা। কে এই মহিলা?'

'এমন কেউ যে স্টানফোর্ড পরিবারের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চায়। জাজ স্টানফোর্ড বলেছেন এ মেয়েকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে। কাজটা করতে পারবে তুমি?'

'দেখি,' গম্ভীর মুখে বলল স্টিভ।

একঘণ্টা পর জুলিয়ার হোটেলে চলে এল স্টিভ স্লোন। নক করল জুলিয়ার ঘরের দরজায়।

দরজা খুলল জুলিয়া। স্টিভকে দেখে বলল, 'দুঃখিত, আমি আর কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলব না। আমি...'

'আমি সাংবাদিক নই। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'কে আপনি?'

'আমার নাম স্টিভ স্লোন। আমি একটা ল ফার্মে আছি। আমাদের ফার্ম হ্যারি স্টানফোর্ড এস্টেটের তত্ত্বাবধান করে।'

'ও আচ্ছা। আসুন। ভেতরে আসুন।'

স্টিভ ঘরে ঢুকল।

'আপনি কি প্রেসকে বলেছেন আপনি জুলিয়া স্টানফোর্ড?'

'সাংবাদিকরা হঠাৎ করে এমনভাবে ঘিরে ধরল। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না...'

'কিন্তু আপনি তো দাবি করেছেন আপনি হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে।'

'হ্যাঁ। আমি তাঁর মেয়ে।'

ঠাট্টার সুরে বলল স্টিভ, 'আপনি যে তাঁর মেয়ে এর প্রমাণও নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।'

'না,' আস্তে আস্তে বলল জুলিয়া। 'আমি কোনো প্রমাণ নিয়ে আসিনি। প্রমাণও করতে পারব না যে আমি তাঁর মেয়ে।'

অবাক হল স্টিভ। *এ জবাব আশা করেনি সে। মেয়েটির মধ্যে সহজ-সরল একটা ব্যাপার আছে। কথা শুনে মনে হচ্ছে বুদ্ধিমতী। কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া নিজেকে হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে হিসেবে দাবি করার মতো নির্বুদ্ধিতা এ করল কী করে!*

'তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল,' বলল স্টিভ। 'জাজ স্টানফোর্ড আপনাকে শহর থেকে বের করে দিতে বলেছেন।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জুলিয়ার। 'কী!'

'জ্বি।'

'কিন্তু...' আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখন পর্যন্ত আমার কোনো ভাইবোনের সঙ্গে দেখাই হল না।'

'শুনুন। আমি জানি না আপনি কে বা কী খেলা খেলতে এসেছেন। তবে এ জন্য আপনার জেল হয়ে যেতে পারে। আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। আপনি যা করছেন তা আইনবিরুদ্ধ কাজ। আপনি শহর থেকে চলে যান। আর আপনার পরিবারকে বিরক্ত করবেন না। যদি করেন তাহলে আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হব।'

দারুণ মর্মাহত হল জুলিয়া। 'আমাকে গ্রেফতার করবেন? আ...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলব।'

'সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আপনার।'

'আমার ভাইবোনরা আমাকে দেখতেও চায় না?' হতাশ শোনাল জুলিয়ার কণ্ঠ।

'মনে হয় না।'

গভীর দম নিল জুলিয়া। 'ঠিক আছে। ওরা যদি তাই চায়, আমি ফিরে যাচ্ছি কানসাসে। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন আমার চেহারা ওরা দেখবে না।'

'বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত,' বলল স্টিভ। জুলিয়াকে দেখল একমুহূর্ত।

'বিদায়।'

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না জুলিয়া।

সিমন ফিটজেরাল্ডের কাছে জুলিয়ার বিদায়-রিপোর্ট দিল স্টিভ। কিন্তু ওর মন খচখচ করছে। জুলিয়াকে তার প্রতারক বলে মনে হয়নি। মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিল আবার কথা বলবে জুলিয়ার সঙ্গে। সিমন ফিটজেরাল্ডকে নিজের সিদ্ধান্তর কথা জানাল স্টিভ। কিছুক্ষণ পরে আবার রওনা হয়ে গেল জুলিয়ার হোটেলের উদ্দেশে।

কোপলি স্কোয়ার হোটেলের লবিতে ঢুকল স্টিভ স্লোন। এগিয়ে গেল ডেস্ক ক্লার্কের দিকে। 'মিস জুলিয়া স্টানফোর্ডকে একটু কি বলবেন আমি এসেছি?'

মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক। 'দুঃখিত, মিস স্টানফোর্ড চলে গেছেন।'

'কোনো ঠিকানা রেখে গেছেন?'

'না, স্যার।'

নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্টিভ। আর কিছু করার নেই ওর। হয়তো মেয়েটা সত্যি নকল কেউ ছিল। কিন্তু কোনোদিনই তা জানা যাবে না। ঘুরল স্টিভ। বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। দারোয়ানকে দেখে থামল। 'এক্সকিউজ মি,' বলল স্টিভ।

ঘুরল দারোয়ান। 'ট্যাক্সি লাগবে, স্যার?'

'না। একটা কথা জানতে চাই। মিস স্টানফোর্ডকে আজ সকালে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে দেখেছ?'

'জ্বি, দেখেছি। অনেকেই তাঁর দিকে হা করে তাকিয়ে থেকেছে। উনি তো সেলেব্রিটি। আমি ওনার জন্য ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছি।'

'জানো উনি কোথায় গেছেন?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল স্টিভ।

'অবশ্যই। সাউথ স্টেশনের গ্রে হাউন্ড বাস টার্মিনালে। আমার অবাকই লেগেছে, স্যার। ওনার মতো একজন ধনী মানুষ কিনা বাসে...'

'আমাকে জলদি একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।'

গ্রে হাউন্ড বাস টার্মিনাল জনাকীর্ণ। চারদিকে চোখ বুলাল স্টিভ গ্লোন। দেখতে পেল না জুলিয়াকে। চলে গেছে ততক্ষণে। হতাশ হয়ে ভাবল সে। যেসব বাস টার্মিনাল ছাড়বে সেগুলোর নাম ঘোষণা করা হল লাউডস্পিকারে... এবং কানসাস সিটি। স্টিভ দ্রুত পায়ে এগোল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

জুলিয়াকে দেখল বাসে উঠছে।

'দাঁড়ান!' চেঁচাল স্টিভ।

ঘুরল জুলিয়া। স্টিভকে দেখে চমকে উঠল। দ্রুত তার দিকে এগোল স্টিভ। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে স্টিভকে দেখল জুলিয়া। 'আপনাকে বলার মতো কোনো কথা আমার নেই।' ঘুরল সে। বাসে চড়বে।

খপ করে তার হাত ধরে ফেলল স্টিভ। 'এক মিনিট! সত্যি, খুব জরুরি কথা আছে।'

'আমার বাস ছাড়বে এখুনি।'

'ছাড়ুক। আরও বাস আছে।'

'আমার সুটকেস রয়ে গেছে বাসে।'

স্টিভ এক কুলিকে বলল, 'এই ভদ্রমহিলার বাচ্চা হবে। ওনার সুটকেসটা এনে দাও। জলদি!'

অবাক চোখে জুলিয়াকে দেখল কুলি। 'জ্বি।' সে লাগেজ কম্পার্টমেন্ট খুলে ফেলল ত্রস্ত হাতে। 'আপনার মাল কোন্‌টা?'

জুলিয়া ঘুরল স্টিভের দিকে। বিস্মিত! 'আপনি কী করছেন বুঝতে পারছেন?'

'না,' জবাব দিল স্টিভ।

তাকে একমুহূর্ত দেখল জুলিয়া, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। নিজের সুটকেস দেখাল আঙুল তুলে। 'ওটা।'

কুলি সুটকেস বের করল। 'আপনার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করব?'

'ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।'

সুটকেসটা নিল স্টিভ, পা বাড়াল বহির্গমনের দিকে। 'নাস্তা খেয়েছেন?'

'আমার খিদে নেই,' ঠাণ্ডাগলায় বলল জুলিয়া।

'কিছু পেটে দেয়া উচিত। এখন দুজনের জন্যে খেতে হবে, জানেন তো।'

জুলিয়েন-এ নাস্তা করল ওরা। স্টিভের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসল জুলিয়া। রাগে শরীর শক্ত। অর্ডার দেয়ার পরে স্টিভ বলল, 'একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কী করে ভাবলেন নিজের পরিচয় প্রমাণ করার কোনো জিনিস ছাড়াই স্টানফোর্ড এস্টেটের একজন দাবিদার হিসেবে দাবি করলে তা ওঁরা মেনে নেবেন?'

বিরক্তির দৃষ্টিতে স্টিভকে দেখল জুলিয়া। 'আমি স্টানফোর্ড এস্টেটের কিছু দাবি করতে যাইনি। মনে হয় না আমার বাবা আমার জন্য কিছু রেখে গেছেন। আমি চেয়েছিলাম আমার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে বোধ করেনি।'

'আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে... এমন কোনো প্রমাণ যে আসলে আপনি কে?'

ঘরে রেখে দেয়া নিউজপেপার ক্লিপিং-এর কথা মনে পড়ল জুলিয়ার। মাথা নাড়ল। 'না, নেই।'

'ইনি সিমন ফিটজেরাল্ড,' ইতস্তত করছে স্টিভ। 'ইয়ে...'

'জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

সিমন বললেন, 'বসুন, মিস।'

চেয়ারের কিনারে বসল জুলিয়া। যে-কোনো সময় উঠে চলে যাবে।

ফিটজেরাল্ড লক্ষ করছেন ওকে। স্টানফোর্ডদের মতো গভীর ধূসর চোখ এ মেয়েটিরও। কিন্তু এরকম চোখ আরও অনেকেরই আছে। 'আপনি দাবি করছেন আপনি রোজমেরি নেলসনের কন্যা।'

'আমি কোনোকিছু দাবি করছি না। তবে হ্যাঁ, আমার মায়ের নাম রোজমেরি নেলসন।'

'আপনার মা কোথায়?'

'কয়েক বছর আগে মারা গেছেন।'

'শুনে দুঃখ পেলাম। ওঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন আমাদেরকে?'

'না,' বলল জুলিয়া। 'কিছুই বলব না। ' চেয়ার ছাড়ল। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'শুনুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি,' বলল স্টিভ।

জুলিয়া ঘুরল তার দিকে। 'আপনি সাহায্য করতে চাইছেন? আমার পরিবার আমার চেহারা দেখতে চায় না। আপনি আমাকে পুলিশে দিতে চেয়েছেন। আপনাদের কাছ থেকে আমার কোনোরকম সাহায্যের দরকার নেই।' সে পা বাড়াল দরজার দিকে।

স্টিভ বলে উঠল, 'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনি যা বলছেন সত্যি তাই যদি হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই প্রমাণ দেখাতে হবে আপনি হ্যারি স্টানফোর্ডের মেয়ে।'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই,' বলল জুলিয়া। 'আমি এবং আমার মা আমাদের স্মৃতি থেকে সারাজীবনের জন্য দূর করে দিয়েছি হ্যারি স্টানফোর্ডকে।'

'আপনার মা দেখতে কেমন ছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ফিটজেরাল্ড।

'সুন্দরী,' জবাব দিল জুলিয়া। তার কণ্ঠস্বর নরম শোনাল। 'মা'র একটা ছবি আছে আমার কাছে।' সে গলা থেকে সোনার চেইনটা খুলে ফিটজেরাল্ডের হাতে দিল। চেইনে হার্ট-আকৃতির লকেট।

চেইনটা একমুহূর্ত দেখলেন ফিটজেরাল্ড, তারপর খুলে ফেললেন লকেট। লকেটের একপাশে হ্যারি স্টানফোর্ডের ছবি, অপরপাশে রোজমেরি নেলসনের ছবি। ছবির নিচে লেখা **TO R.N.WITH LOVE. H.S**। তারিখ দেয়া ১৯৬৯।

অনেকক্ষণ লকেটের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ফিটজেরাল্ড। যখন মুখ তুলে চাইলেন, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'এই ভদ্রমহিলার কাছে আমাদের মাফ চাওয়া উচিত, মাই ডিয়ার,' ফিরলেন তিনি স্টিভের দিকে। 'কোনো সন্দেহ নেই এ জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

২৬

পেগির সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতি মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না কেন্ডাল। *পেগিকে দেখে মনে হয়েছে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষমতা ওর নেই।*

উডির সাহায্য দরকার, ভাবছে কেন্ডাল। *ওর জন্য কিছু একটা করা দরকার আমার। সে আমার ভাই। ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।*

দোতলায় উঠে এল কেন্ডাল। উডির ঘরের দরজায় নক করল। জবাব পেল না। 'উডি?'

দরজা খুলল কেন্ডাল। পা রাখল ভেতরে। কেমন কটু একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কেন্ডাল। 'উডি...'

মুখ ঘুরিয়ে চাইল উডি। হাসল। 'হাই, বোন!' আবার ধোঁয়া টানতে লাগল সে।

'ফর গডস শেক! স্টপ দ্যাট!'

'হেই, রিল্যাক্স। তুমি জানো একে কী বলে? ড্রাগনের পিছু নেয়া। ধোঁয়ার মধ্যে ছোট ছোট ড্রাগন দেখতে পাচ্ছ?' হাসল উডি।

'উডি, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'অবশ্যই বোন। বলো তোমার জন্য কী করতে পারি? জানি টাকার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আসোনি। কারণ আমরা এখন বিলিওনিয়ার। তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? সূর্য অস্ত গেছে। কী সুন্দর একটা দিন!' ওর চোখ চকচক করছে।

কেন্ডাল দাঁড়িয়ে থাকল। মায়া লাগছে ভাইয়ের জন্য।

'উডি, আমি পেগির সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলেছে তুমি কীভাবে হাসপাতালে ড্রাগস নেয়া শুরু করেছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল উডি। 'হ্যাঁ। দারুণ ছিলাম ও কটা দিন।'

'না। তোমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর সময় ছিল ওটা। তোমার সাহায্য দরকার।' ভাইয়ের হাত ধরল কেন্ডাল।

'আমি? না, আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। আমি বেশ আছি।'

'না। তুমি বেশ নেই। আমার কথা শোনো, উডি। তোমার জীবন নিয়ে কথা বলছি। শুধু তোমার জীবন নয়। পেগির কথা ভাবো একবার। ওকে তুমি নরকের মধ্যে রেখেছ। শুধু নিজেরটা নয়, ওর জীবনটাও ধ্বংস করে দিচ্ছ তুমি। চরম সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার আগেই তোমাকে কিছু করতে হবে। তোমাকে এ মরণনেশা ছাড়তেই হবে।'

উডির মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। সে বোনের চোখের দিকে তাকাল। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। 'কেন্ডাল...'

'বলো।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল উডি। 'আ...আমি জানি তুমি ঠিক কথাই বলছ। আমি এ নেশা ছাড়তে চাই। চেষ্টা করেছি। ঈশ্বরের দোহাই, চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু পারিনি।'

'আবার চেষ্টা করো। অবশ্যই পারবে।' বলল কেন্ডাল। 'আমি আর পেগি তোমার সঙ্গে আছি। আমরা মিলে তোমাকে এ নেশা ছাড়াব। তোমাকে হেরোইন কে এনে দেয়, উডি?'

সিধে হল উডি। অবাক চোখে তাকাল বোনের দিকে।

'মাই গড! তুমি সে কথা জানো না?'

মাথা নাড়ল কেন্ডাল। 'না।'

'পেগি।'

২৭

সোনার লকেটের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সিমন ফিটজেরাল্ড। 'তোমার মাকে আমি চিনতাম, জুলিয়া।' 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এলেন তিনি। 'পছন্দও করতাম। স্টানফোর্ডের বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। ওরাও তাকে খুব পছন্দ করত।'

'মা ওদের কথা সবসময় বলতেন আমাকে,' বলল জুলিয়া।

'তোমার মা'র জীবনে যা ঘটেছে তা খুবই ভয়ংকর। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কীরকম স্ক্যান্ডাল সৃষ্টি হয়েছিল। বোস্টন খুব ছোট শহর। হ্যারি স্টানফোর্ড তোমার মা'র সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন। তোমার মা'র বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তোমরা দুজনে নিশ্চয় অনেক কষ্ট করেছ।'

'মা'র খুব কঠিন সময় গেছে। আমার মনে হত এতকিছু ঘটার পরেও মা বোধহয় বাবাকে ভালোবাসতেন।' স্টিভের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'আমি বুঝতে পারছি না কী ঘটছে। আমার পরিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না কেন?'

ওরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'বলছি ব্যাপারটা,' বলল স্টিভ। ইতস্তত করল সে, শব্দ বাছাই করল সাবধানে। 'কয়েকদিন আগে এক মহিলা এসেছিল এখানে। নিজেকে জুলিয়া স্টানফোর্ড বলে দাবি করেছিল সে।'

'কিন্তু এ কী করে সম্ভব!' বলল জুলিয়া। 'আমি ...'

একটা হাত তুলল স্টিভ। 'আমি জানি। সে প্রকৃত জুলিয়া কিনা প্রমাণ করার জন্য ওরা একজন শখের গোয়েন্দা ভাড়া করে।'

'এবং দেখতে পায় সে আসল জুলিয়া নয়।'

'না। তারা দেখতে পায় সে আসল জুলিয়া।'

হতভম্ব হয়ে গেল জুলিয়া। 'কী!'

'এই গোয়েন্দা বলে তার কাছে এই মহিলার আঙুলের ছাপ আছে। সানফ্রান্সিসকোতে ড্রাইভার লাইসেন্স থেকে এই ছবি সংগ্রহ করা হয়। তখন তার বয়স সতেরো। জুলিয়া স্টানফোর্ড বলে পরিচয় দেয়া মহিলার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলানো হয়। মিলে যায় দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট।'

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ার দশা হল জুলিয়ার। 'কিন্তু আমি... আমি তো কোনোদিন ক্যালিফোর্নিয়াতেই যাইনি।'

ফিটজেরাল্ড বললেন, 'জুলিয়া, আমার ধারণা স্টানফোর্ড এস্টেটের ভাগ পাবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তুমি এর মধ্যে পড়ে গেছ।'

'আমার বিপদ হতে পারে।'

জুলিয়ার কী যেন মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'গত পরশু রাতে আমি আমার রুমমেটের সঙ্গে কথা বলেছি। ভয়ে তার রীতিমতো হেঁচকি তোলার দশা। বলল এক লোক আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ছুরি হাতে ঢুকে যায় এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করে। লোকটা ভেবেছিল ওই মেয়েটা আমি!' গলা বুজে এল জুলিয়ার। 'কে...এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে?'

'আমার ধারণা স্টানফোর্ড পরিবারের কেউ এ-ঘটনার পেছনে দায়ী।' বলল স্টিভ।

'কিন্তু...কেন?'

'কারণ এর মধ্যে বিরাট অঙ্কের টাকা জড়িত। কয়েকদিনের মধ্যে প্রবেট হয়ে যাবে উইল।'

'এতে আমার কী এসে যায়। আমার বাবা যেখানে কোনোদিন স্বীকারই করেননি সেখানে আমার জন্য তাঁর কিছু না-রেখে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

ফিটজেরাল্ড বললেন, 'সত্যি বলতে কী নিজের পরিচয় তুলে ধরতে পারলে তুমি মোট সম্পত্তির এক বিলিয়ন ডলার পাবে।'

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল জুলিয়া। অনেক কষ্টে মুখ খুললো, 'বিলিয়ন ডলার?'

'জ্বি। কিন্তু কেউ এ-টাকাটার পেছনে লেগেছে। এজন্যেই বিপদে আছেন আপনি।'

'তাই তো দেখছি,' আতঙ্ক বোধ করল জুলিয়া। 'আমি এখন কী করব?'

'আপনার যা যা করা উচিত নয়, সে-ব্যাপারে বলি।' বলল স্টিভ। 'আপনার হোটেলে ফিরবেন না। কী ঘটছে না-জানা পর্যন্ত আমরা আপনাকে দৃশ্যপটের বাইরে রাখতে চাই।'

'আমি কানসাস চলে যাই। ইতিমধ্যে...'

ফিটজেরাল্ড বলল, 'তারচে বরং তুমি এখানে থাকো, জুলিয়া। তাহলে আরও ভালো হয়। তোমার লুকিয়ে থাকার একটা আস্তানার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব।'

'উনি আমার বাড়িতে থাকতে পারেন,' পরামর্শ দিল স্টিভ। 'কেউ কল্পনাও করবে না জুলিয়া আমার ওখানে আছে।'

দুই পুরুষ ঘুরল জুলিয়ার দিকে।

ইতস্তত করল জুলিয়া। 'আ-ইয়ে মনে হচ্ছে তাই বোধহয় ভালো হবে।'

'গুড।'

জুলিয়া ধীরে ধীরে বলল, 'এসব কিছুই ঘটত না যদি আমার বাবা ইয়ট থেকে পড়ে না যেত।'

'আমার মনে হয় না উনি সাগরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হয়।'

সার্ভিস এলিভেটর চেপে অফিস বিল্ডিং-এর গ্যারেজে চলে এল ওরা। স্টিভ জুলিয়াকে নিয়ে তার গাড়িতে উঠল।

'আমি চাই না কেউ আপনাকে দেখে ফেলুক।' বলল স্টিভ।

'আগামী কয়েকটা দিন চোখের আড়ালে রাখতে হবে আমাকে।'

স্টেট স্ট্রিট ধরে ছুটল গাড়ি।

'একটু লাঞ্চ করে নিই না।'

জুলিয়া স্টিভের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আপনি দেখছি সবসময় আমাকে খাওয়ানোর তালে থাকেন।'

'আমি একটা রেস্টুরেন্টের কথা জানি। গ্লুচেস্টার স্ট্রিটে পুরোনো একটা বাড়ি। আশা করি ওখানে কারও চোখে পড়ব না।'

গ্লুচেস্টার স্ট্রিটের লো এপ্লারিয়েল নামে দামি রেস্টুরেন্টে ওদের খাওয়া হলো না। বদলে চলে এল ডালটন স্ট্রিটের ছোট একটি রেস্টুরেন্টে। আগের রেস্টুরেন্টের ওয়েটার জুলিয়াকে দেখেই চিনে ফেলেছে। সে উত্তেজনা কমাতে না-পেরে সাংবাদিকদের খবর দিতে পারে এই ভয়ে ওখান থেকে চলে এসেছে স্টিভ।

লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে স্টিভ তাকাল জুলিয়ার দিকে। 'সেলিব্রেটি হয়ে কেমন লাগছে?'

'প্লিজ, ঠাট্টা করবেন না। মোটেই ভালো লাগছে না আমার। বিশ্রী।'

'আমি জানি,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল স্টিভ। 'আমি দুঃখিত।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় আমি সত্যি বিপদে আছি, মি. স্লোন।'

'আমাকে স্টিভ বলে ডাকবেন। হ্যাঁ, আমার ধারণা আপনি বিপদে আছেন। তবে কদিন পরে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এরমধ্যে উইল প্রোবেট হয়ে যাবে। এর পেছনে কলকাঠি কে নাড়ছে তার পরিচয়ও জেনে যাব আমরা। তবে ততদিন আপনার সমস্ত দেখভাল করার দায়িত্ব আমার।'

'ধন্যবাদ। আমি...আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি।'

পরস্পরের চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা। এক ওয়েটার আসছিল, একে অন্যের দিকে ওরা এমন বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সে আর ওদেরকে বিরক্ত করল না।

স্টিভের বাসা বোস্টনের নিউবার স্ট্রিট এলাকায়। দোতলা সুদৃশ্য একটি বাড়ি। আরামদায়ক আসবাব, দেয়ালে রঙিন ছবি ঝুলছে।

'আপনি এখানে একা থাকেন?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'হ্যাঁ। আমার হাউসকিপার হপ্তায় দুদিন আসে। আমি ওকে বলে দেব আগামী কয়েকদিন না আসতে। আমি চাই না কেউ জানুক আপনি এখানে আছেন। চলুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।'

দোতলায় ছোটরুমে জুলিয়াকে নিয়ে ঢুকল স্টিভ। 'এ ঘরে আপনি থাকবেন। আশা করি খুব একটা অসুবিধা হবে না।'

'বাহ্, বেশ সুন্দর ঘর তো!' বলল জুলিয়া।

'কিছু খাবার কিনতে হবে। আমি সাধারণত বাইরে খাই। আপনি এখানে নিজের বাড়ির মতো থাকুন। এখানে আপনার কোনো ভয় নেই।'

অনেকক্ষণ স্টিভের দিকে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া। তারপর হাসল। 'ধন্যবাদ।'

ওরা নেমে এল নিচে।

স্টিভ হাত তুলে দেখাল, 'টিভি, ভিসিআর, সিডি প্লেয়ার। সব আছে...যখন যা ইচ্ছা ব্যবহার করবেন।'

'চমৎকার,' বলল জুলিয়া। মনে মনে বলল, *তোমার সঙ্গও আমার চমৎকার লাগছে।*

'আমাকে এখন আবার অফিসে দৌড়াতে হবে। কাজ আছে।' স্টিভ দেখল জুলিয়া দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

'স্টিভ!'

ঘুরল সে। 'বলুন?'

'আমার রুমমেটকে ফোন করতে পারি? ও আমার টেনশনে মরে যাচ্ছে।'

ডানেবামে মাথা নাড়ল স্টিভ। 'অবশ্যই না। আপনি কাউকে ফোন করতে পারবেন না কিংবা এ-বাড়ি ছেড়েও কোথাও যাওয়া চলবে না। এর ওপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

২৮

'আমি ড. ওয়েস্টিন। আপনি বুঝতে পারছেন আমাদের কথাবার্তা টেপরেকর্ডারে সব রেকর্ড হয়ে যাবে?'

'জ্বি, ডক্টর।'

'আপনার মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে?'

'মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তবে মেজাজ গরম আছে।'

'মেজাজ গরম হওয়ার কারণ কী?'

'কারণ এ-জায়গায় আমার থাকার কথা নয়। আমি পাগল নই। আমাকে পাগল সাজানো হয়েছে।'

'আচ্ছা? কে পাগল সাজালো?'

'টাইলার স্টানফোর্ড।'

'জাজ টাইলার স্টানফোর্ড?'

'জ্বি।'

'তিনি কেন এমন কাজ করতে যাবেন?'

'টাকার জন্য।'

'আপনার টাকা আছে?'

'না। মানে হ্যাঁ... মানে থাকত। সে আমাকে এক মিলিয়ন ডলার, একটি স্যাবল কোট এবং গহনা দেবে বলেছিল।'

'উনি কেন এসব আপনাকে দিতে চাইবেন?'

'তাহলে শুরু থেকে বলি। আমি আসলে জুলিয়া স্টানফোর্ড নই। আমার নাম মার্গো পসনার।'

'কিন্তু এখানে আসার সময় কিন্তু আপনি নিজেকে জুলিয়া স্টানফোর্ড বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন।'

'ওকথা ভুলে যান। আসলে হয়েছে কী, জাজ স্টানফোর্ড তার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আমাকে ভাড়া করেছে।'

'কেন?'

'যাতে আমি স্টানফোর্ডের সম্পত্তির ভাগ পেয়ে তার হাতে তুলে দিই।'

'আর একাজের জন্য তিনি আপনাকে এক মিলিয়ন ডলার, একটি স্যাবল কোট এবং গহনা দেবেন বলেছিলেন?'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না! বেশ, আমি প্রমাণ করতে পারব। সে

আমাকে রোজ হিল-এ নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে, বোস্টনে স্টানফোর্ড পরিবার থাকে। আপনাকে বাড়ির বিশদ বর্ণনা আমি দিতে পারি, বলতে পারব পরিবারের সকল সদস্য সম্পর্কে।'

'আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি গুরুতর অভিযোগ আনছেন?'

'অবশ্যই। কিন্তু আমার ধারণা আপনি এ নিয়ে কিছুই করবেন না কারণ অভিযোগগুলো একজন বিচারকের বিরুদ্ধে।'

'আপনি ভুল বললেন। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি আপনার অভিযোগগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে।'

'বেশ! আমি চাই আমাকে যেভাবে জেলে পোরা হয়েছে ওই হারামজাদারও তেমন দশা হোক। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'আপনাকে আমার আরও দুজন সহকর্মী পরীক্ষা করবেন। দেখবেন আপনি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কিনা।'

'দেখান। আমি আপনার মতোই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ।'

'ডি. গিফর্ড আজ বিকেলে আসবেন। তারপর দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেব কীভাবে কী করা যায়।'

'যা করার জলদি করুন। এই বিশ্রী জায়গায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার!'

ম্যাট্রন মার্গোকে লাঞ্চ করাতে নিয়ে আসার সময় বলল, 'ড. গিফর্ডের সঙ্গে একটু আগে কথা বললাম আমি। উনি ঘন্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবেন বললেন।'

'ধন্যবাদ,' মার্গো ডাক্তারের জন্য প্রস্তুত। *সে ওদের সবার জন্য প্রস্তুত। একেবারে শুরু থেকে যা জানে সব কথা ফাঁস করে দেবে মার্গো। তারপর ওরা টাইলারকে জেলে ঢোকাবে, আমাকে ছেড়ে দেবে।* ভাবনাটা তৃপ্তি এনে দিল মার্গোর মনে। *তারপর আমি মুক্ত!* হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এল। *মুক্ত হয়ে করবেটা কী সে? আবার রাস্তায় নামতে হবে আমাকে। হয়তো আমার মামলা আবার আদালতে তুলবে ওরা। আমাকে আবার যেতে হবে জেলে।*

লাঞ্চের ট্রে দেয়ালে ছুড়ে ফেলল মার্গো। *জাহান্নামে যাক সব! ওরা আমার সঙ্গে এরকম করতে পারে না। গতকাল আমার মূল্য ছিল এক মিলিয়ন ডলার আর আজ...দাঁড়াও! দাঁড়াও!* একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে ওর। এমন উত্তেজনাবোধ করল মার্গো যে শিরশির করে উঠল গা। *হোলি গড! করছিটা কী আমি? ইতিমধ্যে তো প্রমাণ হয়েই গেছে আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড। আমার সাক্ষী আছে। গোটা পরিবার শুনেছে গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক টিমনস বলছে আমার আঙুলের ছাপ প্রমাণ করেছে আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড। আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড হিসেবে থাকার সুযোগ যখন পাচ্ছি তখন কোন্ দুঃখে মার্গো পসনার হতে যাব? আসলে জেলে ঢুকে আমার মাথাটাই গেছে তালগোল পাকিয়ে।*

সে ম্যাট্রনকে ডাকল ঘণ্টি বাজিয়ে।

ম্যাট্রন এলে উত্তেজিত কণ্ঠে মার্গো বলল, 'আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এক্ষুনি!'

'আমি জানি। তাঁর সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'এক্ষুনি! এক্ষুনি আমি কথা বলব!'

মার্গোর টকটকে লাল মুখখানা দেখল একবার ম্যাট্রন। বলল, 'শান্ত হোন। আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

দশ মিনিট পরে ড. ফ্রাঞ্জ গিফর্ড ঢুকলেন মার্গোর ঘরে।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'জ্বি,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল মার্গো। 'আমি আপনাদের সঙ্গে একটা খেলা খেলছিলাম, ডক্টর।'

'আচ্ছা?'

'জ্বি। খেলাটা খেলে আমি নিজেই বিব্রতবোধ করছি। আসলে বড়ভাই টাইলারের ওপর আমি সাংঘাতিক রেগে আছি। ওকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি ভুল হয়ে গেছে কাজটা। আমার এখন আর রাগ নেই। আমি এখন আমার বাড়ি, রোজহিল-এ চলে যেতে চাই।'

'আপনার সাক্ষাৎকারের ট্রান্সক্রিপ্ট পড়লাম আজ সকালে। আপনি বলেছেন আপনার নাম মার্গো পসনার এবং আপনাকে পাগল সাজানো হয়েছে...'

হেসে উঠল মার্গো। 'ও আসলে দুষ্টুমি করছিলাম। টাইলারকে আপসেট করে তোলার জন্য। না। আমি জুলিয়া স্টানফোর্ড।'

ডাক্তার তাকালেন ওর দিকে। 'প্রমাণ করতে পারবেন?'

এ প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল মার্গো। ত্বরিত জবাব দিল, 'অবশ্যই। টাইলার ফ্রাঙ্ক টিমনস নামে এক শখের গোয়েন্দাকে ভাড়া করে এনেছিল। সে আমার আঙুলের ছাপ নিয়ে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে। সতেরো বছর বয়সে আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাই। সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দুটো একই রকম। এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না।'

'ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমনস তদন্ত করেছেন, বলছেন?'

'জ্বি। উনি এখানে, শিকাগোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দপ্তরে কাজ করেন।'

ডাক্তার ওকে পরখ করলেন। 'আপনি তাহলে নিশ্চিত যে আপনি মার্গো পসনার নন—আপনি জুলিয়া স্টানফোর্ড?'

'একশোবার।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমনস আপনাকে দেখে চিনতে পারবেন?'

হাসল মার্গো। 'আপনি শুধু তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন না।'

মাথা দোলালেন ড. গিফর্ড। 'ঠিক আছে। তাঁকে আমি নিয়ে আসছি।'

পরদিন সকাল দশটায় ম্যাট্রনকে নিয়ে ড. গিফর্ড ঢুকলেন মার্গোর ঘরে।

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং, ডক্টর।' আগ্রহ নিয়ে তাকাল সে। 'ফ্রাঙ্ক টিমনসের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?'

'হ্যাঁ। ফ্রাঙ্ক টিমনস প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে আপনি জুলিয়া স্টানফোর্ড?'

'বললামই তো একশোবার।'

ড. গিফর্ড ইঙ্গিত করলেন ম্যাট্রনকে। সে কাকে যেন হাত তুলে ডাকল। লম্বা, রোগা, কালো এক লোক ঢুকল ঘরে। তাকাল মার্গোর দিকে। 'আমি ফ্রাঙ্ক টিমনস। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

এ লোককে জীবনেও দেখেনি মার্গো।

২৯

কেন্ডাল যখন শুনল পেগি স্বয়ং তার ভাইকে হেরোইন সাপ্লাই দিচ্ছে, ভয়ানক শক্‌ড্ হল সে। পেগির সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলল কেন্ডাল। পেগি স্বীকার করল উডিকে সে হেরোইন সরবরাহ করে। কেন? কারণ প্রতিহিংসা।

হ্যাঁ, পেগি জানত উডির মতো সুদর্শন প্লেবয় পেগির মতো সাধারণ চেহারার মেয়েকে বিয়ে করেছিল শুধু তার বাপকে টাকা দেয়ার জন্য। বাপকে সে দেখাতে চেয়েছে বাপের চেয়ে সে উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি পেগি। ওয়েট্রেস বলে কেউ তাকে দাম দিত না। সবাই অবজ্ঞা করত। উডির ভালো স্ত্রী হয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল পেগির। সে সুযোগ সে পায়নি। পেগি জানাল তার মিসক্যারেজ হয়নি, সে গর্ভপাত করে ফেলে দিয়েছে। ভেবেছিল উডি তাকে ডিভোর্স দেবে। দেয়নি। কারণ উডি প্রমাণ করতে চেয়েছে সে খুব উদার মনের মানুষ।

পোলো অ্যাক্সিডেন্টের পরে হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা উডিকে হেরোইন এনে দেয় পেগি ব্যথা-উপশমের জন্য। পেগির ভাই হেরোইনের ব্যবসা করে। কাজেই হেরোইন জোগাড় করতে বেগ পেতে হয়নি পেগিকে। এরপরে ধীরে ধীরে হেরোইন আসক্ত হয়ে পড়ে উডি। তাকে আসক্ত করে তুলেছিল পেগি এ-কারণে যে হেরোইনের জন্য পেগির পা ধরত উডি, দয়া ভিক্ষা চাইত। এ-ব্যাপারটা উপভোগ করত পেগি। শক্তিমান, অত্যাচারী উডিকে তার তখন খুব ক্ষুদ্র এবং অসহায় মনে হত।

'উডি যখন হেরোইন খেত না তখন আমি ওর কাছে কিছু না,' বলল পেগি। 'কিন্তু হেরোইনের নেশা উঠলে আমার পুতুল হয়ে ওঠে সে। সে স্টানফোর্ড হতে পারে, হতে পারি আমি সামান্য ওয়েট্রেস। কিন্তু আমিই তখন ওকে নিয়ন্ত্রণ করি।'

আতঙ্কিত হয়ে পেগির দিকে তাকিয়ে থাকল কেন্ডাল।

'হ্যাঁ, তোমার ভাই এ নেশা ছাড়তে চেয়েছে। বারকয়েক হাসপাতালে চিকিৎসাও নিয়েছে। ও বাড়ি ফিরে এলেই ওর হাতে তুলে দিতাম হেরোইনের পুরিয়া। এখন আমার প্রতিশোধ নেয়ার সময়।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন্ডালের। 'তুমি একটা পিশাচী।' ধীরে ধীরে বলল সে। 'তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

'আমার এখানে থাকার খায়েশ একটুও নেই।' খিকখিক হাসল পেগি। 'তবে খালিহাতে যাব না। তোমার ভাইকে আমি ডিভোর্স দিতে রাজি আছি। কিন্তু কত

টাকা দেবে আমাকে?'

'যা-ই দিই,' বলল কেন্ডাল, 'টাকার অঙ্কটা বড়ই হবে। এখন চলে যাও।'

'বেশ,' বলল পেগি। 'আমি আমার আইনজীবীকে বলব তোমার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার জন্য।'

'ও সত্যি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। তুমি সামলে উঠতে পারবে তো?'

বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল উডি। 'আশা করি,' বড় করে একটা শ্বাস নিল সে। 'ধন্যবাদ, কেন্ডাল। তুমি না থাকলে ওর কবল থেকে হয়তো কোনোদিনই রক্ষা পেতাম না আমি।

হাসল কেন্ডাল। 'বোনেরা তাহলে আছে কী করতে?'

কেন্ডাল তার অফিসে ঢুকতেই সেক্রেটারি নাদিন জানাল, 'আপনার ডেস্কে 'জরুরি' লেখা একটি চিঠি আছে। এক লোক দিয়ে গেল এইমাত্র।'

একটা ঝাঁকি খেল কেন্ডাল। বুঝতে পেরেছে কিসের চিঠি। ডেস্ক খুলে খামটার দিকে তাকিয়ে থাকল। খামের ওপর ফিরতি ঠিকানা লেখা: Wild Animal Protection Association, 3000 Park Avenue, Newyork। ৩০০০ পার্ক এভিন্যু বলে নিউইয়র্কে কোনো ঠিকানা নেই।

কাঁপা হাতে খাম খুলে চিঠি বের করল কেন্ডাল।

প্রিয় মিসেস রিনাদ,

আমার সুইস ব্যাঙ্কের লোক খবর দিয়েছেন তিনি এখনও এক মিলিয়ন ডলার পাননি যে টাকাটা আমার সংস্থা আপনার কাছে চেয়েছিল। আপনার অবাধ্যতার জন্য টাকার অঙ্কটা ৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হল। টাকাটা দিলে কথা দিচ্ছি আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেয়ার জন্য আপনাকে ১৫ দিনের সময় দেয়া হল। টাকা দিতে ব্যর্থ হলে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

নিচে কারও স্বাক্ষর নেই।

আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কেন্ডাল। বারবার পড়ল চিঠিটা। পাঁচ মিলিয়ন ডলার! অসম্ভব! এত টাকা সে এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে পারবে না!

মার্ক রাতে বাড়ি ফিরলে কেন্ডাল তাকে চিঠি দেখাল।

'পাঁচ মিলিয়ন ডলার!' বিস্ফোরিত হল সে। 'এ হাস্যকর! ওরা তোমাকে ভেবেছে কী!'

'ওরা জানে আমি কে,' বলল কেন্ডাল। 'আর সমস্যাটা ওখানেই। টাকাটা যেভাবেই হোক জোগাড় করতে হবে জলদি। কিন্তু কীভাবে?'

'আমি জানি না... হয়তো ব্যাংক-লোন দিতে পারে... তোমার উত্তরাধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে... তবে বুদ্ধিটা আমার পছন্দ হচ্ছে না...'

'মার্ক, আমার জীবন-মরণ নিয়ে কথা বলছি। আমাদের জীবন। ব্যাংক-লোন পেতেই হবে।'

নিউইয়র্ক ইউনিয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ মেরিওয়েফার বয়স চল্লিশের কোঠায়। জুনিয়র টেলার থেকে কঠোর পরিশ্রম করে সে আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। স্বপ্ন দেখে একদিন বোর্ডের পরিচালক হবে। তারপর... কে জানে? তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল তার সেক্রেটারি।

'মিস কেন্ডাল স্টানফোর্ড এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

আনন্দবোধ করল জর্জ। কেন্ডাল তার একজন ভালো কাস্টমার, পাশাপাশি সফল ডিজাইনার। এখন তো সে পৃথিবীর সেরা ধনী নারীদের একজন। হ্যারি স্টানফোর্ডের অ্যাকাউন্ট তার ব্যাংকে খোলানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছে জর্জ। পারেনি, আর এখন...

'নিয়ে এসো ওঁকে,' সেক্রেটারিকে বলল জর্জ।

কেন্ডাল অফিসে ঢুকল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল জর্জ। মুখে হাসি নিয়ে উষ্ণ করমর্দন করল।

'আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি,' বলল সে। 'প্লিজ বসুন। কফি খাবেন নাকি অন্য কিছু?'

'নো, থ্যাংকস,' বলল কেন্ডাল।

'আপনার বাবার মৃত্যুর খবর শুনে খুব মর্মাহত হয়েছি,' গলায় করুণ সুর ফোটাল জর্জ। 'আমার পক্ষ থেকে গভীর শোক জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জর্জ জানে কেন্ডাল কী বলবে। সে বিলিয়ন ডলার তার ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে এসেছে... 'আমার কিছু টাকা দরকার।'

চোখ পিটপিট করল ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'জ্বি?'

'পাঁচ মিলিয়ন ডলার।'

দ্রুত চিন্তা করল জর্জ। খবরের কাগজের তথ্য অনুযায়ী এই মহিলার সম্পত্তির পরিমাণ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। সে হাসল। 'আমার মনে হয় না টাকা ধার দিতে কোনো সমস্যা হবে। আপনি সবসময়ই আমাদের প্রিয় কাস্টমারদের একজন। আপনি কী সিকিউরিটি রাখতে চাইছেন?'

'আমি আমার বাবার উইলের একজন উত্তরাধিকারী।'

মাথা দোলাল জর্জ। 'তা জানি। কাগজে পড়েছি।'.

'আমার সম্পত্তির এগেনস্টে টাকাটা ধার নিতে চাই।'

'আচ্ছা। আপনার বাবার উইল প্রোবেট হয়েছে?'

'না। তবে শীঘ্রি হবে।'

'চমৎকার,' সামনে ঝুঁকে এল সে। 'আমাদেরকে উইলের একটা কপি দিতে হবে।'

'তা তো দেবই,' বলল কেন্ডাল।

'আমাদের জানতে হবে ঠিক কত টাকা আপনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাচ্ছেন।'

'সঠিক অঙ্কটা এখনও জানি না,' স্বীকার করল কেন্ডাল।

'বেশ। ব্যাংকের আইনকানুন খুব কড়া, জানেনই তো। প্রোবেটে কিছুদিন বোধহয় সময় লেগে যাবে। প্রোবেটের পরে নাহয় আসুন একবার। আমি তখন সানন্দে...'

'আমার টাকাটা এখুনি দরকার,' মরিয়া গলায় বলল কেন্ডাল। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে।

'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু—' অসহায় ভঙ্গিতে হাত তুলল সে, 'আমাদের হাত বাঁধা—'

চেয়ার ছাড়ল কেন্ডাল। 'ধন্যবাদ।'

'যত শীঘ্রি সম্ভব...'

চলে গেছে সে।

অফিসে ফিরল কেন্ডাল। নাদিনকে খুব উত্তেজিত লাগল। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে,' বলল সে।

নাদিনের সমস্যার কথা শোনার মুড এখন নেই কেন্ডালের। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার স্বামী কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল। কোম্পানি তাকে প্যারিসে ট্রান্সফার করেছে। কাজেই আমিও চলে যাচ্ছি।'

'তুমি যাচ্ছ ... প্যারিসে?'

হাসিতে উদ্ভাসিত হল নাদিনের চেহারা। 'হ্যাঁ। দারুণ হবে, তাই না? আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে। তবে আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে।'

তাহলে নাদিনই কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে। কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। প্রথমে মিঙ্ক কোট আর এখন প্যারিস। পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় সে রানীর হালে থাকতে পারে। আমি কী করব? ওকে সন্দেহ করছি শুনলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ব্যাপারটা অস্বীকার করে বসতে পারে। আবার আরও বেশি টাকাও দাবি করতে পারে।

কেন্ডালের এক সহকারী ঢুকল ঘরে। নতুন পোশাকের ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলল না কেন্ডাল। অফিস থেকে বেরিয়ে গেল

সে। তার আর ভাল্লাগছে না।

বাড়িতে কেউ নেই। ঘরের সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেন্ডাল। ওরা সব শুষে না-নেয়া পর্যন্ত ছাড়বে না আমাকে। রক্ত চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলবে। মার্ক ঠিকই বলেছে প্রথমেই পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিল আমার। নাহ্, আমি পুলিশের কাছেই যাব। ওদেরকে স্বীকারোক্তি দেব। কারণ আমি আর এ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

প্রায় ভূতে পাবার মতো মার্কের ঘরে ঢুকল কেন্ডাল। টাইপ করবে। মার্ক ওর টাইপরাইটার ক্লজিটের একটা শেলফে রাখে। আগে কখনও টাইপরাইটারটা ব্যবহার করেনি কেন্ডাল প্রয়োজন হয়নি বলে। আজ করবে। সে শেলফ থেকে টাইরাইটার নামাল। কাগজ ঢোকাল যন্ত্রে। টাইপ শুরু করল।

যাহার জন্য প্রযোজ্য

আমার নাম কেন্ডাল

থেমে গেল কেন্ডাল। টাইপ রাইটারের 'E' অক্ষরটি ভাঙা।

৩০

'কেন, মার্ক? ফর গডস শেক, কেন?' হাহাকারের মতো শোনাল কেন্ডালের কণ্ঠ।

'তোমার দোষ।'

'না! আমি তোমাকে বলেছি... ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল! আমি...'

'আমি অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে কথা বলছি না। আমি তোমার ব্যাপারে কথা বলছি। এক সফল স্ত্রী যে এত ব্যস্ত থাকে যে তার স্বামীকে সময় দেয়ার সময় পায় না।'

ঠাস করে যেন চড় মারল মার্ক কেন্ডালের গালে। 'তোমার কথা সত্যি নয়। আমি...'

'তুমি শুধু নিজের দিকটাই সবসময় ভেবেছ, কেন্ডাল। যেখানে গেছ, সেখানেই তুমি তারকার মর্যাদা পেয়েছ। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেছ তোমার পোষা কুকুরের মতো।'

'এসব কী বলছ তুমি!' বলল কেন্ডাল।

'ঠিকই বলছি। তুমি সারাবিশ্বে ফ্যাশনশো করে বেড়াও যাতে সমস্ত খবরের কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়। আর আমি বাড়িতে একা বসে থাকি কখন তুমি ফিরবে সে অপেক্ষায়। তোমার কী ধারণা 'মি. কেন্ডাল' হিসেবে পরিচিত হতে ভালো লাগে আমার? আমি একটা স্ত্রী চেয়েছিলাম। ডোন্ট ওরি, মাই ডার্লিং কেন্ডাল। তুমি যখন দেশে থাকতে না তখন অন্য নারীদের দিয়ে আমার জৈবিক চাহিদা মিটিয়েছি।'

শাদা ছাই হয়ে গেল কেন্ডালের মুখ।

'তারা ছিল সত্যিকারের রক্তমাংসের নারী, যারা আমার জন্যে সময় দিয়েছে।'

'চুপ করো!' গুঙিয়ে উঠল কেন্ডাল।

'তুমি যখন অ্যাক্সিডেন্টের কথা বললে, আমি তোমার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা রাস্তা দেখতে পেলাম। তুমি কি জানো, মাই ডিয়ার, ওই চিঠিগুলো পড়ার সময় তুমি যখন কুঁকড়ে যেতে ভয়ে, আমি উপভোগ করতাম ব্যাপারটা। তুমি আমাকে যে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছ তার অনেকটাই উপশম হয়ে যেত তোমার আতঙ্কিত চেহারা দেখে।'

'যথেষ্ট হয়েছে! এখন ব্যাগব্যাগেজ নিয়ে এখান থেকে দূর হও। তোমার চেহারা আর কোনওদিন দেখতে চাই না আমি।'

খিকখিক হাসল মার্ক। 'সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভালো কথা, তোমার কি এখনও পুলিশের কাছে যাবার ইচ্ছে আছে?'

'গেট আউট!' বলল কেন্ডাল। 'এখুনি!'

'আমি চলে যাচ্ছি। প্যারিসে যাব। আর ডার্লিং আমার কথা না বললে তোমার গোপন কথাও আমি কারও কাছে ফাঁস করব না। তুমি নিরাপদেই থাকবে।'

এক ঘণ্টা পরে চলে গেল সে।

সকাল নটায় কেন্ডাল স্টিভ স্লোনকে ফোন করল।

'গুড মর্নিং, মিসেস রিনা। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি আজ বিকেলে বোস্টনে আসছি।' বলল কেন্ডাল। 'আমি একটা কনফেশন দেব।'

স্টিভের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে বসেছে কেন্ডাল। চেহারা ম্লান, বিবর্ণ। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সে। শুরু করতে পারছে না।

স্টিভ উৎসাহ জোগাল তাকে। 'আপনি বলেছিলেন কী একটা স্বীকারোক্তি করবেন।'

'জ্বি। আ...আমি একজনকে হত্যা করেছি,' কাঁদতে শুরু করল কেন্ডাল। 'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, তবে... আমি পালিয়ে আসি।' যন্ত্রণায় বিকৃত দেখাল ওর চেহারা। 'আমি মহিলাকে ওখানে ফেলে রেখে... আমি পালিয়ে আসি।'

'শান্ত হোন,' বলল স্টিভ। 'শুরু থেকে বলুন।'

শুরু করল কেন্ডাল।

ত্রিশ মিনিট পরে। স্টিভ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। কিছুক্ষণ আগে যা শুনেছে ভাবছে তাই নিয়ে।

'আপনি পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। এ-কাজটা আরও আগেই করা উচিত ছিল আমার। আ...আমার যা হয় হবে, গ্রাহ্য করি না।'

অন্যমনস্কভাবে স্লোন বলল, 'যেহেতু নিজেই ধরা দিচ্ছেন আপনি এবং ওটা স্রেফ দুর্ঘটনা ছিল, আশা করি আদালত আপনার প্রতি সদয় থাকবে।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে কেন্ডাল। 'আমি স্রেফ এটার একটা পরিসমাপ্তি চাই।'

'আর আপনার স্বামীর কী হবে?'

মুখ তুলে চাইল কেন্ডাল। 'ওর কী হবে মানে?'

'ব্ল্যাকমেইল দণ্ডনীয় অপরাধ। আপনি সুইজারল্যান্ডের অ্যাকাউন্টে যে টাকা পাঠিয়েছেন তার পুরোটাই মেরে দিয়েছে আপনার স্বামী। আপনার শুধু অভিযোগ আনতে হবে এবং—'

'না!' চেহারা গনগনে দেখাল কেন্ডালের। 'ওর সঙ্গে আমি আর সম্পর্ক রাখতে

চাইনা। সে তার নিজের জীবন নিয়ে থাকুক। আমি আমার জীবন নিয়ে বাঁচব।'

মাথা দোলাল স্টিভ। 'আপনি যা বলেন। আমি আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাব। আপনাকে কটা রাত হয়তো জেলে কাটাতে হতে পারে। তবে আমরা খুব শীঘ্রি আপনাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব।'

ফ্যাকাশে হাসল কেন্ডাল। 'জেলখানায় বসে আমি একটা কাজ করতে পারব যা আগে কখনও করিনি।'

'কী সেটা?'

'জেলখানার পোশাক ডিজাইন করা।'

ডিনার টেবিলে বসে গল্প করছে স্টিভ ও জুলিয়া। ওদের সম্পর্ক খুব অল্পসময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। ওরা এখন পরস্পরকে 'তুমি' সম্বোধন করে। স্টিভ নকল জুলিয়ার গল্প বলছে আসল জুলিয়াকে। কবর থেকে লাশ চুরি, দিমিত্রি কামিনস্কির রহস্যময় অনুপস্থিতি কোনোকিছুই বাদ গেল না।

'অবিশ্বাস্য!' সব শুনে মন্তব্য করল জুলিয়া। 'কে এর পেছনে থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'আমি জানি না। তবে কালপ্রিটকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।' বলল স্টিভ। 'তবে তুমি এখানেই থাকবে। নিরাপদে থাকবে।'

হাসল জুলিয়া। 'ধন্যবাদ। এখানে নিজেকে নিরাপদই লাগছে।'

স্টিভ কিছু বলতে গিয়েও বলল না। ঘড়ি দেখল। 'আমি পোশাকটা পাল্টে আসি। অফিস যেতে হবে। মেলা কাজ পড়ে আছে।'

সিমন ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে মিটিং করছে স্টিভ।

'কোনো অগ্রগতি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সিমন।

মাথা নাড়ল স্টিভ। 'পুরোটাই ধোঁয়াশা। যেই এসব প্ল্যান করে থাকুক সে একটা জিনিয়াস। দিমিত্রি কামিনস্কির খোঁজ পাবার চেষ্টা করছি। সে কর্সিকা থেকে প্যারিসে গেছে। ওখান থেকে অস্ট্রেলিয়া। সিডনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। কামিনস্কি তাদের দেশে শুনে তারা স্তম্ভিত। ইন্টারপোল থেকে একটা সার্কুলার হয়েছে। ওরা খুঁজছে তাকে। আমার ধারণা হ্যারি স্টানফোর্ড যেদিন তাঁর উইলে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওইদিনই তিনি নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করেন। কেউ তাঁকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। ইয়টের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিল দিমিত্রি কামিনস্কি। ওর খোঁজ পেলে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'পুলিশে জানাব ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করলেন ফিটজেরাল্ড।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল স্টিভ। 'আমরা যা জানি সবই ভাসাভাসা, সিমন। অপরাধের একটাই মাত্র প্রমাণ আমাদের আছে—কবর খুঁড়ে লাশ উত্তোলন। এমনকি আমরা জানিও না কে এ-কাজ করেছে।'

'ওরা যে শখের গোয়েন্দা ভাড়া করেছে তার কী খবর?'

'ফ্রাঙ্ক টিমনস। আমি তাকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছি। আজ সন্ধ্যা ছটার মধ্যে তার কাছ থেকে ফোন না পেলে আমি শিকাগো চলে যাব। আমার সন্দেহ, এর মধ্যে সে গভীরভাবে জড়িত।'

'এর মধ্যে আর কে কে জড়িত থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'পরিবারের কেউ যে এর মধ্যে জড়িত এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। নকল জুলিয়াকে হাজির করা হয়েছে তাকে দিয়ে সই করিয়ে সম্পত্তির শেয়ার হাতিয়ে নেয়ার মতলবে। তবে কেন্ডালকে আমি সন্দেহের বাইরে রাখছি। সে দোষী হলে কনফেশন করতে আসত না। মার্ককেও এ সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। সে ছোটখাটো ব্লাকমেলার। বড় ধরনের কাজ করার ক্ষমতা তার নেই।'

'অন্যান্যরা?'

'জাজ স্টানফোর্ড। চিফ জাস্টিস হিসেবে তার পদোন্নতি ঘটেছে। আমি শিকাগো বার আসোসিয়েশনে আমার এক আইনজীবী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে স্টানফোর্ডের ভূয়সী প্রশংসা করল। জাজ স্টানফোর্ডই কিন্তু প্রথম জুলিয়াকে নকল বলে সন্দেহ করেছিল এবং ডিএনএ টেস্টের ব্যবস্থা করে। আমার মনে হয় না সে এর মধ্যে জড়িত আছে। বাকি রইল উডি। আমি নিশ্চিত এ মাদকাসক্ত। প্রচণ্ড খরুচে স্বভাবের। ওর স্ত্রী পেগি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। এ-ধরনের চতুর খেলায় অংশগ্রহণের মতো বুদ্ধি তার নেই। তবে গুজব আছে পেগির ভাই আজেবাজে ব্যবসায় জড়িত। আমি এ-ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি।'

এক ঘণ্টা বাদে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা ফোন এল।

'মি. স্লোন।'

'বলছি।'

'সিডনি থেকে চিফ ইন্সপেক্টর ম্যাকফিয়ারসন।'

'জ্বি, চিফ ইন্সপেক্টর।'

'আমরা আপনার লোকের সন্ধান পেয়েছি।'

লাফিয়ে উঠল স্টিভের কলজে। 'চমৎকার! ওকে এখানে নিয়ে আসার এক্সট্রাডিশনের ব্যবস্থা এখুনি করছি...'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দিমিত্রি কামিনস্কি মারা গেছে।'

প্রবল হতাশা গ্রাস করল স্টিভকে, 'কী!'

'কিছুক্ষণ আগে তার লাশ খুঁজে পেয়েছি আমরা। তার হাতের সবগুলো আঙুল কাটা। বেশ কয়েকবার গুলি করা হয়েছে তাকে।'

রাশান গ্যাং-এর একটা নিষ্ঠুর প্রথা আছে। প্রথমে ওরা তোমার আঙুলগুলো কেটে নেবে। রক্ত ঝরে ঝরে নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে ওরা গুলি করবে।

'আচ্ছা, ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর।'

হতাশ হয়ে বসে থাকল স্টিভ। দিমিত্রি কামিনস্কির সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর সে অনেক ভরসা করে ছিল।

তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল সেক্রেটারি। 'লাইন থ্রিতে জনৈক মি. টিমনস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

ঘড়ি দেখল স্টিভ। পাঁচটা পঞ্চান্ন। ফোন তুলল সে। 'মি. টিমনস?'

'জ্বি...দুঃখিত, আরও আগেই আপনাকে ফোন করা উচিত ছিল। আমি দিনদুয়েকের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

অনেক কিছু, ভাবল স্টিভ। *তুমি বলতে পারো কীভাবে আঙুলের ছাপ নকল করলে।* 'আমি জুলিয়া স্টানফোর্ডকে নিয়ে কথা বলতে চাইছি। আপনি সম্প্রতি বোস্টন গিয়েছিলেন। তার আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং...'

'আমি বোস্টন যাইনি।'

জোরে শ্বাস নিল স্টিভ। 'মি. টিমনস, হলিডে ইন-এর রেজিস্ট্রার খাতা অনুযায়ী আপনি ওখানে উঠেছেন...'

'কেউ আমার নাম ব্যবহার করেছে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল স্টিভ। 'কে এ-কাজ করতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে, মি. স্লোন। এক মহিলা বলছে আমি নাকি বোস্টন ছিলাম এবং তাকে জুলিয়া স্টানফোর্ড হিসেবে চিহ্নিত করতে পারব। কিন্তু ওই মহিলাকে জীবনেও দেখিনি আমি।'

আশার আলো দেখতে পেল স্টিভ। 'কে মহিলা?'

'তার নাম পসনার। মার্গো পসনার।'

কলম নিল স্টিভ। 'কোথায় পাব তাকে?'

'শিকাগোর রিড মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটিতে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমাকে নিয়ে এসব কী ঘটছে জানতে চাই আমি। আমার নাম ভাঙিয়ে কেউ খাচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'ঠিক,' রিসিভার রেখে দিল স্টিভ। *মার্গো পসনার।*

পরদিন সকালে ইউনাইটেড ফ্লাইটে শিকাগো চলে এল। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রিড মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটি। কিন্তু মার্গো পসনারের সঙ্গে দেখা করা গেল না। জনৈক ড. কিংসলে জানালেন পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে মার্গো পসনার। তাকে একটি প্যাডে সেল-এ রাখা হয়েছে। তার কাছে কেউ গেলেই তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে মার্গো। মার্গোকে তাই সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

৩১

সকাল ছটায় চার্লস রিভারে টহলরত একটা হার্বার পেট্রলবোট পানিতে কাঠের গুঁড়ির মতো কী একটা ভাসতে দেখে ওটাকে টেনে তুলল। দেখা গেল কাঠের গুঁড়ি নয়, ফুলেফেঁপে ওঠা মানুষের লাশ। লাশটার গায়ে কাফনের কাপড় জড়ানো। লেফটেন্যান্ট মাইকেল কেনেডি করোনারকে খবর দিল। সে এসে শনাক্ত করল এটা কোটিপতি হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ। লেফটেন্যান্ট সিদ্ধান্ত নিল ব্যাপারটা সিমন ফিটজেরাল্ডকে জানাবে।

শিকাগো থেকে বোস্টন ফিরল স্টিভ। অফিসে এসে সোজা ঢুকল তার বসের রুমে।

'তোমাকে ঝড়ো কাকের মতো লাগছে,' বললেন সিমন ফিটজেরাল্ড।

'লাগারই কথা, সিমন। কারণ সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্ভাব্য লিড ছিল তিনটি : দিমিত্রি কামিনস্কি, ফ্রাঙ্ক টিমনস এবং মার্গো পসনার। দিমিত্রি খুন হয়েছে, এ টিমনস সে টিমনস নয় এবং মার্গো পসনারকে আটকে রাখা হয়েছে পাগলা গারদে। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই যে—'

ইন্টারকমে ভেসে এল ফিটজেরাল্ডের সেক্রেটারির কণ্ঠ।

'এক্সকিউজ মি। জনৈক লেফটেন্যান্ট কেনেডি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মি. ফিটজেরাল্ড।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

মাইকেল কেনেডি ঢুকল ঘরে।

'মি. ফিটজেরাল্ড?'

'জ্বি। ইনি আমার সহকারী স্টিভ স্লোন।' স্টিভের সঙ্গে এর আগে ফোনে কথা হয়েছে কেনেডির। সে হ্যারি স্টানফোর্ডের এস্টেটের আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছিল নিউইয়র্কে মিসেস উড্রো স্টানফোর্ডের ভাই হুপ মালকোভিচ সম্পর্কে খোঁজখবর দরকার। কেনেডি বলেছিল হুপ সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে দেবে।

ওদের দুজনের সঙ্গে হাত মেলাল কেনেডি। বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'আমরা হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ পেয়েছি।'

'কী! কোথায়?'

'চার্লস-এ। শুনলাম আপনি তাঁর লাশ কবর খুঁড়ে তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি কেন?'

ফিটজেরাল্ড বলল তাকে।

'হ্যারি স্টানফোর্ডের লাশ এখন কোথায়?' জানতে চাইল স্টিভ।

'মর্গে। এখান থেকে আশা করি আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে না।'

স্টিভ টাইলারকে জানাল তার বাবার লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। টাইলার স্তম্ভিত হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। এজন্য নির্বোধ হ্যাল বেকারকে ভুগতে হবে। সে বলল, 'মি. স্লোন, আপনি বোধহয় জানেন আমি বুক কাউন্টির চিফ জাস্টিস হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। ওরা আমাকে কাজে যোগ দেয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। এখানে বেশিদিন থাকতে পারব না আমি। প্রোবেটটা কত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় দেখুন তো।'

'আশা করছি আগামী তিনদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে প্রক্রিয়া,' তাকে জানাল স্টিভ।

'তাহলে তো ভালোই হয়। আমাকে খবর দেবেন, প্লিজ।'

'দেব।'

বাড়ি ফিরল স্টিভ। ঘরে ঢুকেই ডাকল 'জুলিয়া।'

কোনো জবাব নেই।

আতঙ্কবোধ করল স্টিভ। 'জুলিয়া?' *ওকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে অথবা খুন হয়েছে,* ভাবল স্টিভ।

সিঁড়ির মাথায় উদয় হল জুলিয়া। 'স্টিভ?'

গভীর শ্বাস নিল স্টিভ। 'আমি ভাবলাম...' মুখ শুকিয়ে গেছে ওর।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল জুলিয়া। 'শিকাগোর খবর কী বলো? সব ভালো?'

মাথা নাড়ল স্টিভ। 'ভালো না।' কী ঘটেছে জানাল। 'আসছে বৃহস্পতিবার উইল পড়ে শোনানো হবে, জুলিয়া। আর মাত্র তিনদিন বাকি। এর মধ্যে ক্রিমিনাল ধরা না পড়লে—'

ঢোক গিলল জুলিয়া। 'বুঝতে পারছি। কে এর মধ্যে জড়িত আছে ধারণা করতে পারছ?'

'সত্যি বলতে কী...' ফোন বেজে উঠল। 'এক্সকিউজ মি।' ফোন তুলল স্টিভ। 'হ্যালো!'

'ফ্লোরিডা থেকে ড. টিচনার বলছি। দুঃখিত আরও আগে ফোন করা উচিত ছিল। সময় পাইনি।'

'ঠিক আছে. ড. টিচনার। ফোন করেছেন বলে ধন্যবাদ। আমাদের ফার্ম স্টানফোর্ড এস্টেটের প্রতিনিধিত্ব করে।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি উড্রো স্টানফোর্ডের ব্যাপারে কিছু খবর জানতে চাই। সে বোধহয়

আপনার রোগী।'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাগ নিয়ে ওর কোনো সমস্যা আছে, ডক্টর?'

'আপনি ওকে হার্বার গ্রুপ ক্লিনিকে ভর্তি করিয়েছিলেন, না?'

ইতস্তত করে জবাব দিলেন টিচনার, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ডক্টর। এটুকুই জানা দরকার ছিল আমার।'

রিসিভার রেখে দিল স্টিভ। দাঁড়িয়ে থাকল একমুহূর্ত।

'এ অবিশ্বাস্য!'

'কী?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'বসো। বলছি...'

ত্রিশ মিনিট পরে রোজহিল-এ হাজির হয়ে গেল স্টিভ। ক্লার্ককে বলল জাজ স্টানফোর্ডের সঙ্গে দেখা করবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে ঘরে ঢুকল টাইলার।

'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে কদিন আগে যে তরুণী দেখা করতে এসেছিল সেই ছিল আসল জুলিয়া। অপরজন ভুয়া।

'কিন্তু এ কী করে সম্ভব!'

'এটাই সত্যি। এর পেছনে কে আছে তাও বের করে ফেলেছি আমরা।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। ধীর গলায় জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'বের করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ। শুনলে আপনি শক্‌ড্ হবেন। এ আপনার ভাই, উডি।'

বিস্মিত দেখাল টাইলারের চেহারা। 'আপনি বলতে চাইছেন সবকিছুর জন্য দায়ী উডি?'

'জ্বি।'

'কি-কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। তবে সব খাপে খাপ মিলে গেছে। আমি হোবসাউন্ডে তার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি কি জানেন আপনার ভাই মাকদাসক্ত?'

'সন্দেহ করেছিলাম।'

'মাদকের অনেক দাম। উডি বেকার। তার টাকার দরকার। কাজেই বাপের সম্পত্তির একটা বড় ভাগ তার দরকার ছিল। সে—নকল জুলিয়াকে ভাড়া করেছে। কিন্তু আপনি ডিএনএ টেস্ট করার কথা বললে সে আপনার বাবার লাশ কবর থেকে তুলে গায়েব করে ফেলে যাতে টেস্ট করা না যায়। আমার সন্দেহ কানসাস সিটিতে আসল জুলিয়াকে হত্যা করার জন্য সেই লোক পাঠিয়েছিল। আপনি কি জানেন

পেগির ভাই মাফিয়া-গ্রুপের সঙ্গে জড়িত? আসল জুলিয়া বেঁচে আছে এবং দুই জুলিয়ার কারণে সে তার পরিকল্পনা এখন কাজে লাগাতে পারছে না।'

'আপনি যা বলছেন সব ঠিক?'

'অবশ্যই। আরও আছে, জাজ।'

'কী?'

'আমার মনে হয় না আপনার বাবা ইয়ট থেকে পড়ে গেছেন। উডি তাঁকে হত্যা করেছে। পেগির ভাই এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে ঘ্যার্সেইল মাফিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। তারা ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে এ-কাজটা সহজেই করতে পারে। আমি আজ রাতে ইটালি যাচ্ছি। ইয়টের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলব।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল টাইলার। বলল, 'আইডিয়া মন্দ নয়।' মনে মনে বলল ইটালি গিয়ে লাভ হবে না, ভাকারো কিছুই জানে না।

'আমি বৃহস্পতিবার ফিরে আসব।'

টাইলার প্রশ্ন করল, 'আসল জুলিয়ার কী হবে?... ওর কোনো বিপদ হবে না তো?'

'সে যেখানে আছে নিরাপদেই আছে,' বলল স্টিভ। 'আমার বাড়িতে আছে।'

৩২

টাইলার তার ঘরে ঢুকল। ফোন করল লিকে। অনেকক্ষণ পরে সাড়া মিলল লির।

'হ্যালো?' টাইলার নানাজনের কণ্ঠ শুনতে পেল ফোনে। 'লি?'

'কে?'

'টাইলার।'

'ও আচ্ছা, টাইলার।'

গ্লাসের ঠুনঠুন শব্দ ভেসে এল। 'তোমার বাড়িতে পার্টি চলছে?'

'হুঁ। যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে?'

'যোগ দিতে পারলে তো ভালোই হত। তোমাকে ফোন করেছি আমাদের সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলতে।'

হেসে উঠল লি। 'সেই শাদা, বড় ইয়টে চড়ে সেন্ট ট্রপেজে ভ্রমণ?'

'হ্যাঁ।'

'শিওর। আমি যে-কোনো সময় প্রস্তুত হতে পারব,' ঠাট্টার সুর লির কণ্ঠে।

'লি, আমি সিরিয়াস।'

'এসব বাদ দাও তো, টাইলার। বিচারকদের ইয়ট কেনার ক্ষমতা নেই। আমি যাই। মেহমানরা ডাকছে।'

'দাঁড়াও!' মরিয়া হয়ে বলল টাইলার। 'তুমি জানো আমি কে?'

'অবশ্যই। তুমি—'

'আমি টাইলার স্টানফোর্ড। আমার বাবা হ্যারি স্টানফোর্ড।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?'

'না। আমি এখন বোস্টন। সম্পত্তি সেট্‌ল করতে এসেছি।'

'মাই গড! তুমিই সেই স্টানফোর্ড। আমি জানতাম না। আমি দুঃখিত। খবর শুনেছি তবে তেমন মনোযোগ দিইনি। কল্পনাই করিনি ওটা তুমি।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি সত্যি আমাকে সেন্ট ট্রপেজে নিয়ে যাবে?'

'অবশ্যই। অনেক কিছু করব দুজনে,' বলল টাইলার। 'অবশ্য তুমি যদি চাও।'

'একশোবার চাই!' লাফিয়ে উঠল লি। 'সত্যি টাইলার, দারুণ একটা খবর...'

রিসিভার রেখে দিল টাইলার হাসিমুখে। *লি'র ব্যবস্থা করা গেছে। এবার আমার সৎবোনের ব্যবস্থা করতে হবে।* ভাবল সে।

লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকল টাইলার। এখানে হ্যারি স্টানফোর্ডের বন্দুকের কালেকশন আছে। কেস খুলল টাইলার। মেহগেনির একটা বাক্স বের করল। কেসের নিচের ড্রয়ার খুলে বের করল কিছু অ্যামুনিশন। পকেটে রেখে দিল গুলি। কাঠের বাক্সটা নিয়ে দোতলায়, তার বেডরুমে চলে এল। বন্ধ করে দিল দরজা। খুলল বাক্স। ভেতরে হ্যারি স্টানফোর্ডের প্রিয় একজোড়া রুগার রিভলবার। একটা রিভলবার নিয়ে তাতে গুলি ভরল টাইলার। বাকিগুলি এবং রিভলবারসহ বাক্সটা রেখে দিল তার ব্যুরো-ড্রয়ারে। একটা গুলিতেই হয়ে যাবে কাজ। মিলিটারি স্কুলে ওরা শিখিয়েছে কীভাবে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে হয়।

এরপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে স্টিভ গ্লোনের বাড়ির ঠিকানা বের করল টাইলার।

২৮০ নিউবারি স্ট্রিট, বোস্টন।

গ্যারেজ থেকে কালো মার্সিডিজটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাইলার। গাড়ি চালাতে চালতে ভাবল এর আগে সে কাউকে খুন করেনি। কিন্তু এবারে করতে হচ্ছে। কারণ এছাড়া উপায় নেই। তার স্বপ্নপূরণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া স্টানফোর্ড। এই পথের কাঁটাটা সরিয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো সমস্যা থাকে না।

সাবধানে, ধীরেসুস্থে গাড়ি চালিয়ে স্টিভের বাড়ির সামনে চলে এল টাইলার। তবে গাড়ি পার্ক করল এক ব্লক দূরে। হেঁটে এগোল বাড়ির দিকে। বাজার ডোরবেল।

জুলিয়ার গলা শোনা গেল। ' কে?'

'আমি জাজ স্টানফোর্ড।'

দরজা খুলল জুলিয়া। বিস্ময় চোখেমুখে। 'তুমি এখানে কেন? কোনো সমস্যা?'

'না, কোনো সমস্যা নেই,' সহজ গলায় বলল টাইলার। 'স্টিভ স্লোন আমাকে পাঠাল তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। বলল এখানে আছ। ভেতরে আসব?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

হলঘরে ঢুকল টাইলার। দরজা বন্ধ করে দিল জুলিয়া। ওকে নিয়ে চলে এল লিভিংরুমে।

'স্টিভ বাসায় নেই।' বলল জুলিয়া। 'স্যান রেমোতে গেছে।'

'জানি,' চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে টাইলার। 'তুমি একা? হাউসকিপার নেই?'

'না। আমি এখানে নিরাপদে আছি। কিছু খাবে?'

'না। ধন্যবাদ।'

'তুমি আমার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলতে এসেছ?'

'আমাকে তুমি হতাশ করেছ, জুলিয়া।'

'হতাশ করেছি...!'

'তোমার এখানে আসা মোটেই উচিত হয়নি। তোমার কী ধারণা তুমি এলে আর টাকা পেয়ে গেলে?'

টাইলার দেখল জুলিয়াকে এক মুহূর্ত। 'কিন্তু আমার অধিকার আছে—'

'তোমার কোনোকিছুতে অধিকার নেই!' খেঁকিয়ে উঠল টাইলার। 'আমাদের ওপর বাবা যখন অত্যাচার আর নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে? বাবা আমাদেরকে নরকের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমাকে এর মধ্যদিয়ে যেতে হয়নি। আমরা কষ্ট করেছি, কাজেই টাকা পাবার অধিকার আমাদের আছে। তোমার নেই।'

'আ—তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

হেসে উঠল টাইলার। 'তোমাকে কী করতে বলব? কিছু না। তুমি সে-কাজ ইতিমধ্যে করে ফেলেছ। প্রায় সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছ।'

'বুঝলাম না।'

'খুব সহজ,' রিভলবার বের করল টাইলার। 'তুমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ।'

এক কদম পিছিয়ে গেল জুলিয়া। 'কিন্তু আমি...'

'কোনো কথা নয়। সময় নষ্ট কোরো না। তুমি আর আমি সফরে যাচ্ছি।'

শক্ত হল জুলিয়া। 'যদি না-যেতে চাই?'

'অবশ্যই যাবে। জীবিত অথবা মৃত। পছন্দ তোমার।'

টাইলার শুনল তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—*অবশ্যই যাবে। জীবিত অথবা মৃত। পছন্দ তোমার।*

পাঁই করে ঘুরল সে, 'কী...!'

লিভিংরুমে ঢুকল স্টিভ স্লোন, সিমন ফিটজেরাল্ড, লেফটেন্যান্ট কেনেডি এবং দুজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ। স্টিভের হাতে টেপরেকর্ডার।

লেফটেন্যান্ট কেনেডি বলল, 'বন্দুকটা দিন, জাজ।'

একমুহূর্ত পাথর হয়ে থাকল টাইলার, তারপর জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি এই মহিলাকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছি। কারণ এ প্রতারক।' ডিটেকটিভের বাড়ানো হাতে রিভলবার গুঁজে দিল সে। 'এ স্টানফোর্ড পরিবারের সম্পত্তি দাবি করছে। আমি চাইনি সে পালিয়ে যাবার সুযোগ পাক। তাই আমি...'

'খেলা শেষ, জাজ,' বলল স্টিভ।

'আপনি কী বলছেন! তখন বললেন উডি সবকিছুর জন্য দায়ী...'

'উডি এসবের জন্য দায়ী নয়। এত বুদ্ধি তার ঘটে নেই। আর কেন্ডালেরও এর মধ্যে জড়িত হওয়ার অবকাশ ছিল না। তাই আপনার ওপর নজর রাখতে শুরু করি আমি। দিমিত্রি কামিনস্কি অস্ট্রেলিয়ায় খুন হয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ তার পকেটে আপনার ফোন নাম্বার পেয়েছে। আপনিই মার্গো পসনারকে এখানে নিয়ে এসেছেন। ডিএনএ টেস্টের প্রস্তাবও ছিল আপনার। আপনিই কবর থেকে লাশ

তুলেছেন। টিমনসকে ভুয়া ফোনও আপনি দিয়েছেন। মার্গো পসনারকে ভাড়া করেছেন জুলিয়াকে নকল করার জন্য। মার্গোকে ওরা পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল টাইলার। যখন কথা বলল, বিপজ্জনক শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'তাহলে এক মৃত মানুষের পকেটে পাওয়া ফোন নাম্বারই আপনাদের একমাত্র প্রমাণ? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না সামান্য একটা জিনিসের ওপর ভিত্তি করে আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন আপনারা। অথচ কোনো প্রমাণ আপনাদের হাতে নেই। দিমিত্রির কাছে আমার ফোন-নাম্বার ছিল কারণ আমি ভেবেছি আমার বাবার কোনো বিপদ হতে পারে। কারণ তেমন একটা সাবধানী মানুষ ছিলেন না তিনি। যে আমার বাবাকে হত্যা করেছে সেই হয়তো খুন করেছে দিমিত্রিকে। আমি টিমনসকে ফোন করেছি আসল সত্য খুঁজে বের করার জন্য। কেউ তার নকল সেজে ধোঁকা দিয়েছে। আমি জানি না কে সে। তাকে ধরে আমার কাছে না নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনি এ-ব্যাপারে আমাকে অভিযোগ করতে পারেন না। মার্গো পসনারকে আমরা প্রথমে আমাদের বোনই ভেবেছিলাম। হঠাৎ সে উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করলে তাকে আমি শিকাগো পাঠিয়ে দিই। আমি প্রেসকে এসব কিছু জানতে দিইনি কারণ আমার পরিবারকে রক্ষা করতে চেয়েছি।'

জুলিয়া বলল, 'কিন্তু তুমি আমাকে খুন করতে এসেছিলে।'

মাথা নাড়ল টাইলার। 'তোমাকে খুন করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তুমি ভুয়া। আমি ভেবেছি ভয় দেখালে তুমি এখান থেকে চলে যাবে।'

'তুমি মিথ্যাকথা বলছ।'

টাইলার ঘুরল অন্যদের দিকে। 'আমার ধারণা আমার পরিবার এর সঙ্গে জড়িত নয়। অন্য কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে যে এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে।' সে ফিরল সিমন ফিটজেরাল্ডের দিকে। 'মিথ্যা অপবাদ দেয়ার জন্য আপনাদের দুজনের বিরুদ্ধেই আমি মামলা করব। আপনাদের কোম্পানির সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করব আপনাদের যে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মতো দশা হবে আপনাদের। আমি বিলিয়ন ডলারের মালিক। টাকাটা আপনাদের ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করব।' সে স্টিভের দিকে তাকাল। 'স্টানফোর্ডের উইল পড়াই হবে আইনজীবী হিসেবে আপনার শেষ কাজ। এ পেশায় আপনি যাতে আর থাকতে না পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব। আপনারা এখন বড়জোর লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র বহনের অভিযোগ আনতে পারেন আমার বিরুদ্ধে। না হলে আমি চলে যাচ্ছি।'

ওরা পরস্পরের দিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'নেই? বেশ, গুড তাহলে বিদায়।'

অসহায়ভাবে ওরা দেখল চলে যাচ্ছে টাইলার।

লেফটেন্যান্ট কেনেডি কথা বলল প্রথমে। 'মাইগড! বিশ্বাস হয়?

'ও ব্লাফ দিচ্ছে,' ধীরে ধীরে বলল স্টিভ। 'তবে আমরা ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারছি না। সে ঠিকই বলেছে প্রমাণ দরকার আমাদের। ভেবেছিলাম ভেঙে পড়বে সে। কিন্তু ওকে আন্ডারএস্টিমেট করেছি আমরা।'

সিমন ফিটজেরাল্ড বললেন, 'আমাদের পরিকল্পনা বরং বুমেরাং হয়ে ফিরে এল। দিমিত্রি কামিনস্কি কিংবা ওই মার্গোর স্বীকারোক্তি ছাড়া সন্দেহ করার কিছু করার নেই আমাদের।'

'আমাকে যে হুমকি দিয়ে গেল তার কী হবে?' আপত্তি জানাল জুলিয়া।

স্টিভ বলল, 'শুনলেই তো কী বলল। তুমি ভুয়া বলে ভয় দেখিয়ে তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে।'

'ভয় নয়, ও আমাকে খুন করতে চেয়েছে,' বলল জুলিয়া।

'আমি জানি, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।'

সবাই চলে যাওয়ার পর জুলিয়া বলল, 'সমস্ত কিছুর জন্য আমার খারাপ লাগছে। তোমাদেরকে সে হুমকি দিয়ে গেল। নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে এ জন্য। আমি যদি না আসতাম...'

'ধ্যাত, এসব বোলো না তো।'

'কিন্তু ও যে হুমকি দিয়ে গেল তোমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ। 'সে দেখা যাবে।'

ইতস্তত করল জুলিয়া। 'স্টিভ, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল স্টিভ। 'মানে!'

'আমি তো অনেকগুলো টাকা পাব। তোমাকে কিছু টাকা দেব যাতে তুমি—'

ওর কাঁধে হাত রাখল স্টিভ। 'ধন্যবাদ, জুলিয়া। আমি তোমার টাকা নিতে পারব না।'

'কিন্তু...'

'এত দুশ্চিন্তা কোরোনা তো।'

শিউরে উঠল জুলিয়া। 'ও খুব শয়তান।'

'হুঁ। ওকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে এখন আমরাই পড়ে গেছি ফাঁদে।'

দারুণ মুডে আছে টাইলার। বাড়ি ফেরার পথে সে ভাবছিল ওদেরকে কীরকম বোকা বানানো গেছে। বামন হয়ে ওরা দানবকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চায়। ভাবল সে। টাইলার জানে না তার বাবাও একদিন এরকম ভেবেছিলেন।

৩৩

উইল পড়ার আগের দিন। কেন্ডাল এবং উডি বসে আছে স্টিভের অফিসে।'

'এখানে কেন এলাম বুঝতে পারছি না,' বলল উডি। 'উইল তো কাল পড়ে শোনানো হবে।'

'আপনাদের সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আপনাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে,' বলল স্টিভ।

'কে?'

'আপনাদের বোন।'

দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকাল স্টিভের দিকে। 'তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

স্টিভ ইন্টারকমের বোতাম টিপল। 'ওকে ভেতরে আসতে বলবে, প্লিজ?'

কেন্ডাল এবং উডি বোকার মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। খুলে গেল দরজা। অফিসে ঢুকল জুলিয়া স্টানফোর্ড।

চেয়ার ছাড়ল স্টিভ, 'ইনি আপনাদের বোন, জুলিয়া।'

'এসব কী বলছেন আপনি!' বিস্ফোরিত হল উডি।

'আমাদেরকে কিসের মধ্যে জড়াতে চাইছেন?'

'ব্যাখ্যা করছি,' বলল স্টিভ। পনেরো মিনিট কথা বলল সে।

উপসংহার টানল, 'পেরি উইংগার নিশ্চিত করেছে জুলিয়ার ডিএনএ'র সঙ্গে আপনার বাবার ডিএনএ মিলে যায়।

উডি বলল, 'টাইলার! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করুন।'

'ওই মহিলার ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রমাণ করেছে সে ও জুলিয়া,' বলল উডি। 'আমার কাছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কার্ডখানা এখনও আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মজা করার জন্য রেখে দিয়েছিলাম।'

'তাহলে আমার একটা কাজ করে দিন,' বলল স্টিভ।

পরদিন সকাল দশটায় রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিটজেরাল্ডের কনফারেন্স-রুমে বৈঠক বসল। বৈঠকে হাজির স্টানফোর্ড পরিবারের সকলে, জুলিয়াসহ। বাইরের কয়েকজনও আছে।

ফিটজেরাল্ড বহিরাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এঁরা উইলিয়াম পার্কার ও প্যাট্রিক ইভস। এরা স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের তত্ত্বাবধান করছেন তাদের ল ফার্ম থেকে। কোম্পানির অর্থনৈতিক রিপোর্ট এঁরা নিয়ে এসেছেন। আগে আমি উইল নিয়ে আলোচনা করব। তারপর ওরা কথা বলবেন।

'জলদি শুরু করুন,' তাড়া দিল অধৈর্য টাইলার। অন্যদের কাছ থেকে আলাদা বসেছে সে। ডডআমি শুধু টাকা পাবই না, তোদের সব কটাকে ধ্বংস করব।'

মাথা দোলালেন সিমন ফিটজেরাল্ড। 'বেশ।'

ফিটজেরাল্ডের সামনে একটি বড় ফাইল। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা: HARRY STANFORD—LAST WILL AND TESTAMENT। 'আমি আপনাদের সবাইকে উইলের একটা করে কপি পড়ার জন্য দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে টেকনিকাল কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না। আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি হ্যারি স্টানফোর্ডের সন্তানরা সম্পত্তির সমান ভাগ পাবেন।

টাইলার ভাবছে, লি'র সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ও আজ বিকেলে আসছে। ও জানে আমি দুই বিলিয়ন ডলারের মালিক হতে চলেছি। ফিটজেরাল্ড বলে চলেছেন, 'আপনাদেরকে আগেই বলেছি স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের সম্পদের পরিমাণ প্রায় বিলিয়ন ডলার।' উইলিয়াম পার্কারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'এখন মি. পার্কার বলবেন।'

উইলিয়াম পার্কার ব্রিফকেস খুলে কিছু কাগজপত্র বের করে কনফারেন্স টেবিলে রাখলেন। 'মি. ফিটজেরাল্ড বলেছেন স্টানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের ছয় বিলিয়ন ডলারের অ্যাসেট আছে। তবে...' বিরতি দিল সে। তাকাল সবার দিকে। 'এ কোম্পানি পনেরো বিলিয়ন ডলার দেনার দায়ে ডুবে আছে।'

লাফিয়ে খাড়া হল উডি। 'বলছেন কী!'

ছাই হয়ে গেল টাইলারের মুখ। 'এ কীরকম ঠাট্টা?'

'অবশ্যই ঠাট্টা।' কর্কশ শোনাল কেন্ডালের কণ্ঠ।

পার্কার ঘরের আরেকজনের দিকে তাকাল। 'মি. লিওনার্ড রেডিং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আছেন, উনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।'

মাথা ঝাঁকাল রেডিং। 'সে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল কীভাবে দেনার দায়ে ডুবেছে কোম্পানি। কোম্পানির লস যাচ্ছিল বহুদিন ধরে। ব্যাংক হ্যারিকে লোন দেয়া বন্ধ করে দেয়। তিনি লাভের আশায় স্টক কেনেন। এবং এক্ষেত্রে বেশকিছু অন্যায় ও জোচ্চুরির আশ্রয় নেন। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ব্যাপারটা জানায়।

তারা জানিয়ে দেয় ইন্টারপোলকে। ইন্টারপোল হ্যারি স্টানফোর্ডের পেছনে লোক লাগিয়ে দেয়। হ্যারি পালিয়ে যান সেন্ট পল ডি ভেন্সে। সেখানে ইন্টারপোলের তিন গোয়েন্দা গিয়েছিল। কিন্তু তাদের চোখ ফাঁকি দিতে সমর্থ হন হ্যারি। এরপর তিনি মারা যান।

উডি ভয়ানক মর্মাহত। 'আমাদেরকে কিছু দেয়ার নেই জেনেই বাবা উইল করে গেছে।'

উইলিয়াম পার্কার বলল, 'ঠিক ধরেছেন। আপনার বাবা জানতেন তাঁর সহায়-সম্পত্তি কিছু নেই। তবে তিনি ক্রেডিট লিয়নেসে রেনে গুটিয়েরের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আপনার বাবাকে সাহায্য করবেন জানান। আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন ভেবে আপনার বাবা আপনাদের নামে লেখা উইল আবার বদলাতে মনস্থ করেন। আপনাদেরকে তাঁর সম্পত্তি ভোগ করতে দেয়ার কোনো ইচ্ছে তাঁর ছিল না।'

'কিন্তু তার ইয়ট, প্লেন এবং বাড়ির কী হবে?' জিজ্ঞেস করল কেন্ডাল।

'ওগুলো সব বিক্রি করে দেয়া হবে দেনা শোধ করার জন্য,' জবাব দিল পার্কার।

পাথর হয়ে বসে থাকল টাইলার। এ তো কল্পনাতীত এক দুস্বপ্ন। সে আর বিলিয়নিয়ার টাইলার স্টানফোর্ড নয়, সাধারণ একজন বিচারপতি।

উঠে দাঁড়াল টাইলার। কাঁপছে। 'আ-আমি জানি না কী বলব। আর যদি কিছু বলার থাকে...' এয়ারপোর্টে যেতে হবে ওকে জলদি। লিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে সব।

স্টিভ বলে উঠল, 'আরও কিছু বলার আছে।'

ঘুরল টাইলার। 'কী!'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে ইঙ্গিত করল স্টিভ।

খুলে দিল সে দরজা। ভেতরে ঢুকল হ্যাল বেকার।

'হাই, জাজ।'

উডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্ডের কথা বলার পরে বিদ্যুৎগতিতে যেন ঘটতে শুরু করে ঘটনা। স্টিভ কার্ডটি দেখতে চায়। এবং সে যে সন্দেহ করেছিল তাই সত্যি হয়। কার্ডে মার্গো নয়, হ্যাল বেকারের আঙুলের ছাপ। কম্পিউটার ঘেঁটে মাত্র ত্রিশমিনিট সময় লেগেছে তার হ্যাল বেকারের পরিচয় বের করতে। সঙ্গে সঙ্গে বের করা হয় ওয়ারেন্ট ইস্যু, দুজন ডিটেকটিভ হাজির হয়ে যায় বেকারের বাড়িতে। সে তখন বিলির সঙ্গে খেলছে। চাপে পড়ে সব কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় হ্যাল। বলা হয় টাইলারের বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিলে কৃতকর্মের জন্য তাকে কুড়ি বছরের জন্য জেলে ঢোকানো হবে। ভয় পেয়ে যায় হ্যাল বেকার। রাজি হয়ে যায় সাক্ষী দিতে।

কনফারেন্স-রুমে ঢুকে হ্যাল বেকার তাকাল টাইলারের দিকে, 'কেমন আছেন, স্যার?'

উডি তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই তো ফ্রাঙ্ক টিমনস!'

স্টিভ টাইলারকে বলল, 'এই লোকটাকে আপনি হুকুম দিয়েছিলেন আমাদের অফিস থেকে আপনার বাবার উইল চুরি করার জন্য। এই লোক আপনার নির্দেশে আপনার বাবার লাশ তুলেছে কবর খুঁড়ে, খুন করতে গিয়েছিল জুলিয়া স্টানফোর্ডকে। এর নাম হ্যাল বেকার। আপনার আদালতে এর বিচার হয়েছে। একে

আপনি ফ্রাঙ্ক টিমনস সাজিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিয়েছেন।'

মুখ শাদা হয়ে গেল টাইলারের। 'আমি...আমি...'

'আমরা মার্গো পসনারের ব্যাপারেও খোঁজ নিয়েছি। তারও বিচার হয়েছে আপনার আদালতে। আপনি তাকে নকল জুলিয়া সাজিয়েছেন। শিকাগোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আজ সকালে আপনার বিরুদ্ধে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করেছে। আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন তারা আপনার সেফ ডিপোজিট বক্সে একটা ডকুমেন্ট পেয়েছেন। তাতে জুলিয়া স্টানফোর্ড আপনাকে তার সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছে বলে লেখা আছে। আর ডকুমেন্টে সই করা হয়েছে জুলিয়া স্টানফোর্ড বোস্টনে আসার পাঁচদিন আগে।'

দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে টাইলারের। 'এ-এ মিথ্যা।'

লেফটেন্যান্ট কেনেডি বলল, 'হত্যা ষড়যন্ত্রের জন্য আপনাকে আমরা গ্রেফতার করতে এসেছি, জাজ স্টানফোর্ড। গ্রেফতার করে আপনাকে শিকাগো পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

দাঁড়িয়ে থাকল টাইলার। চারপাশের দুনিয়া ঘুরছে বনবন করে। 'আপনি রেডি, জাজ?'

মাথা দোলাল টাইলার। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমি রেডি। তবে আমি আগে রোজহিল-এ যাব। আমার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসা দরকার।'

'ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে দুজন পুলিশ থাকবে।'

টাইলার জুলিয়ার দিকে তাকাল। তীব্র ঘৃণা মেয়েটির চোখে। শিউরে উঠল সে।

ত্রিশ মিনিট পরে টাইলার ফিরে এল বাড়ি। সঙ্গে পুলিশের দুই লোক। 'আমি প্যাক করে আসছি এখুনি,' বলল সে। ওরা দেখল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল টাইলার, 'ব্যুরো ড্রয়ার খুলল টাইলার ঘরে ঢুকে। বের করল গুলিভরা রিভলবার।

গুলির আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়ি।
